বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১০	০৪	০১	০৫	০৪	১০	• ১৩.৩৩% • ২৮০%	০৩	• -৬.০৩% • ৫০.৫২%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১০

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

<u>প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:</u>

ক) প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

খ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যে দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;

<u>প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:</u>

ক) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়ে যায়;

খ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.১ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
৩.২ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	৩.২ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৩.৩ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	৩.৩ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ /প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.৪ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	৩.৪ প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।
৩.৫ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	৩.৫ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

৪। প্রকল্প এলাকা : হাইড্রোকার্বন ইউনিট , বিটিএমসি ভবন, (২য় তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৬৯৭.৮০ ৪৫০.১০ ৩২৪৭.৭০	৪৪২৪.৫০ ১১৪২.৩৬ ৩২৮২.১৪	৩৫৭১.৫০ ৯৮৩.১১ ২৫৮৮.৩৯	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	(-) ১২৬.৩০ (৩.৪২%)	০৩ বছর (৬০%)

- প্রকল্পের অনুকুলে প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ১২৬.৩০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব					
১	পরামর্শক সেবা	-	-	৩১৯৯.১৪	-	২৫৮৮.৩৯
২	প্রজেক্ট কাউন্টার পার্ট পার্সোনেল-অফিসার	এম এম	৬৫১	১৩০.৭৮	৬৫১	১৪২.০৯
৩	প্রজেক্ট কাউন্টার পার্ট সাপোর্ট স্টাফ	এম এম	১০০৮	৫৫.৩২	১০০৮	**৫৫.৮৯**
৪	উৎসব ভাতা	-	-	২২.০০	-	**১৯.৭২**
৫	লোকাল ট্রাভেল	-	-	৩.০০	-	২.৮২
৬	অফিস মডিফিকেশন, ডেকোরেশন, সিভিল ওয়ার্কশ ইত্যাদি	-	-	২.০০	-	০
৭	অফিস এ্যাকোমোডেশন	-	-	৯৬.০০	-	১০২.৩০
৮	এআইটি/ভ্যাট	-	-	৬৯২.২৬	-	৫৩৫.৫৩
৯	চাকুরীদের ইনকাম টেক্স	-	-	১.০০	-	১.০০
১০	টেলিফোন/ফ্যাক্স অপারেশন	লাম-সাম	-	৮.০০	-	৬.৯৩
১১	পানি	লাম-সাম	-	৫.০০	-	৩.০৯

ক্র: নং	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	কাজের একক	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	বিদ্যুৎ	-	-	১১.০০	-	৫.৬২
১৩	পেট্রোল/লুব্রিকেন্ট	-	-	১৬.০০	-	১২.৯২
১৪	অফিস স্টেশনারী	-	-	৫.০০	-	৪.৯৭
১৫	বাই, সংবাদপত্র	-	-	৩.০০	-	১.৩১
১৬	মিটিং, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি	-	-	১.০০	-	০
১৭	ইন্টারটেইনমেন্ট	-	-	৫.০০	-	৪.২৫
১৮	ম্যানেজমেন্ট চার্জ	-	-	৮৩.০০	-	০
১৯	গাড়ী মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	৬.০০	-	৫.২৬
২০	মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ (অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি)	-	-	১২.০০	-	১০.৫১
২১	বিবিধ	-	-	৬৮.০০	-	**৬৮.৯০**
	উপমোট **(রাজস্ব)**			৪৪২৪.৫০		**৩৫৭১.৫০**
	(খ) মূলধন	-	-	০.০০	-	**০.০০**
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)			৪৪২৪.৫০		**৩৫৭১.৫০**

৭। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : PCR অনুযায়ী এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই**।**

৮। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৮.১। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

জ্বালানী দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। জ্বালানী সেক্টরের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা সহ তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রণীত নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্যাসের মজুদ নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ এবং গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লিশন সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনার লক্ষ্যে দেশের গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা, Gas Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন, Gas Reserve and Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন, গ্যাস সম্পদের মজুদ নিয়মিত হালনাগাদকরণ, গ্যাসের উৎপাদন এবং ডিপ্লিশন সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা, গ্যাস চাহিদা, গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন, উৎপাদন বন্টণ ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজের প্রেক্ষিতে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদানে Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase II) নামক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল , গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ **।**

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল , গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।

৯। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়নঃ

"স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গত ১২/০৪/২০০৬ তারিখে ৩৬৯৭.৮০ লক্ষ (ছত্রিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ আশি হাজার) টাকা (জিওবি ৪৫০.১০ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৩২৪৭.৭০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় । উল্লেখ্য, Norway সরকার ADB'র আওতায় প্রকল্প সাহায্যের সম্পূর্ণ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করে। গত ০৪/১২/২০০৭ তারিখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জানুয়ারী , ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৭/০৪/২০০৯ তারিখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। গত ১৩ /০৬/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর , ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের প্রস্তাব গত ২১/০৫/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৪৪২৪.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৪২.৩৬ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৩২৮২.১৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

ক) জিওবিঃ

(লক্ষ টাকা)

মোট	ঋণ	অনুদান	Cash Foreign Exchange
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১১৪২.৩৬	-	১১৪২.৩৬	N/A

খ) প্রকল্প সাহায্যঃ

উৎস	মুদ্রার প্রকৃতি	পরিমাণ	প্রকৃতি	বাংলাদেশী টাকায় পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
The Royal Norwegian Government (Administered by ADB)	ইউএস ডলার	৫.০০ মিলিয়ন	অনুদান	৩২৮২.১৪ লক্ষ টাকা

১১। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

১ম সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪২৪.৫০ লক্ষ (জিওবি ১১৪২.৩৬ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২৮২.১৪ লক্ষ) টাকা। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৭১.৫০ লক্ষ (জিওবি ৯৮৩.১১ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫৮৮.৩৯ লক্ষ) টাকা, যা ১ম সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮০.৭২ %। প্রকল্প সাহায্যের অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হয়নি মর্মে HCU এর পরিচালক কর্তৃক জানানো হয় । প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত না থাকায় প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

১২। পর্যবেক্ষণ :

১২.১। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দ্বারা M/S Gustavson Associates পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Updated Gas Reserve estimation Report 2010 এবং Updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Gas Resource Assessment 2010 প্রণয়ন করা হয়েছে। PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd., India পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা Review of the existing mining operation of the Barapukuria coal mine and recommendation on improvements Report, Action Plan and guidelines for development of CBM,UCG and Hard Rock এবং Coal Sector development strategy প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া Schlumberger পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা Action Plan for Gas Production Augmentation প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.২। প্রকল্পের পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে যে , প্রকল্পের আওতায় The Royal Norwegian Government (Administered by ADB) হতে প্রাপ্ত অনুদানের মধ্যে ইউএসডি ০.৬৫ মিলিয়ন (৬৯৩.৭ লক্ষ টাকা) অব্যায়িত থাকে।

১২.৩। আরটিপিপিতে (পিসিআর অনুযায়ী) অনুমোদিত প্রজেক্ট কাউন্টার পার্ট পার্সোনেল-অফিসার অঙ্গে ১৩০.৭৮ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৪২.০৯ লক্ষ টাকা,প্রজেক্ট কাউন্টার পার্ট সাপোর্ট স্টাফ অঙ্গে ৫৫.৩২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা, অফিস এ্যাকোমোডেশন অঙ্গে ৯৬.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১০২.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার সাক্ষ্য বহন করে না।

১২.৪। অনুমোদিত আরটিপিপি-তে “অফিস মডিফিকেশন, ডেকোরেশন, সিভিল ওয়ার্কশ ইত্যাদি” খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা, “মিটিং, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি” খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা, “ ম্যানেজমেন্ট চার্জ” খাতে ৮৩.০০ লক্ষ টাকা প্রক্কলন থাকলেও এই তিনটি খাতে কোন টাকা ব্যয় হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, টিপিপি-তে এই অংশ সংযোজন করার প্রয়োজন ছিলনা।

১২.৫। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের ০৯ (বি) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছকটিতে তথ্য নেই। ।এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে বিভিন্ন ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৬। পিসিআর এ দেয়া তথ্য অনুযায়ী ৫টি অডিট আপত্তি এখনো অনিষ্পন্ন রয়েছে।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১	Engr. Anwar Hossain Khan	Director General/Project Director & Principal Scientific Officer , BPI	খন্ডকালীন	০১/০৪/২০০৬ হতে ০৯/০১/২০০৭
২	Md Sefaul Alam	Director General/Project Director & Director, HCU	খন্ডকালীন	০৯/০১/২০০৭ হতে ০৬/০৮/২০০৭
৩	Engr. Anwar Hossain Khan	Director General/Project Director	পূর্ণকালীন	০৬/০৮/২০০৭ হতে ০৫/০৮/২০১০
৪	Md Sefaul Alam	Director General/Project Director & Director, HCU	খন্ডকালীন	২৬/০৮/২০১০ হতে ২৬/০৯/২০১০
৫	Engr. Anwar Hossain Khan	Director General/Project Director	পূর্ণকালীন	২৭/০৯/২০১০ হতে ২৯/১২/২০১১
৬	Safat Ahmed Chowdhury	Director General/Project	খন্ডকালীন	১১/০১/২০১২ হতে

		Director & Joint Secretary, EMRD		০৮/০২/২০১২
৭	Md. Sefaul Alam	Director General/Project Director & Joint Secretary, EMRD	খন্ডকালীন	০৯/০২/২০১২ হতে ১৩/০৮/২০১২
৮	Mohammed Osman Amin	Director General/Project Director	পূর্ণকালীন	১৪/০৮/২০১২ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	**প্রকৃত অর্জন**
সার্বিক হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।
সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিবিধ কর্মবণ্টন, যথা, পি এস সি কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও তদারকীকরণ, ডাটা ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, পেট্রোলিয়াম সম্পদ নিরূপণ এবং জাতীয় depletion নীতির চূড়ান্তকরণ। মন্ত্রণালয়ের ভিতরেই একটি কার্যকরী পুর্নাঙ্গ ইউনিট হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের শক্তি বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে প্রকল্পের লক্ষ্য।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Annual Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়াও মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিবিধ কর্মবণ্টন, যথা, পি এস সি কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও তদারকীকরণ, ডাটা ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, পেট্রোলিয়াম সম্পদ নিরূপণ এবং জাতীয় depletion নীতির চূড়ান্তকরণ এর সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের একটি পুর্নাঙ্গ কারিগরী ইউনিট হিসেবে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

১৫। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per TPP	Contracted value***	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Packge#01 [Strategy Policy Expert]*	65.13	i) 16.80 ii) 40.80	22 June 08 26 Sept. 09	28 Dec. 08 26 April 10	28 Feb.10 30 Sep.13	28 Feb. 10 30 Sep. 13
Packge#02 [Review of Mining Proposal]	71.04	71.50	05 Mar 08	21 April 09	18 Jul. 09	28 July 09
Packge#03 [Feasibility Study for Setting up a Straddle Plant]	66.50	66.79	18 Mar 08	21 Oct 09	25 Feb. 10	28 Nov. 10
Packge#04 [Petroleum Resource Management]	787.63	726.42	11 Aug 08	04 Nov 09	30 Dec. 12	13 Nov. 11
Packge#05 [Monitoring & Supervision of PSCs & Other Contracts]	361.92	335.82	07 Sep 08	28 Feb 10	30 Dec. 12	23 Dec. 11
Packge#06 [Petroleum Refining & Marketing]	483.76	439.23	07 Oct 08	28 Feb 10	30 Jun. 13	03 Jan.13
Packge#07 [Mines & Minerals Development]	978.34	761.72	04 Dec 08	16 June 11	20 Sep. 13	01 Sep. 13
Packge#08** [Energy Sector Development] [Changed & Renamed as: Consultancy Services for Gas Production Augmentation]	309.09	211.46	27 July 09	28 Sep 10	03 Apr. 11	15 June 11
Packge#09 [Short Term Experts on Shale Gas]	75.73	128.80	29 Jan 13	09 June 13	08 Oct. 13	07 Oct. 13

* Engaged under 2(two) agreements against this Package.

** Scope of work of Package#08 has been changed & renamed as per approval of ADB.

*** Contract Agreements in USD are converted & shown here in Taka.

১৬। সুপারিশ/মন্তব্য :

১৬.১ ভবিষ্যতে প্রকল্পের Time Over-run না হয় সেদিকে মন্ত্রণালয় সজাগ দৃষ্টি রাখবে;

১৬.২ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে (অনু: ১২.২ দ্রষ্টব্য);

১৬.৩ ৩টি অঙ্গের ব্যয় অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বেশী ব্যয়ের কারণ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে অনুমোদিত অঙ্গের ব্যয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩ দ্রষ্টব্য);

১৬.৪ ভবিষ্যৎ এ টিপিপিতে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ সংযোজন পরিহার করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৪ দ্রষ্টব্য);

১৬.৫ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের সকল ছকে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের বিভিন্ন ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিহার করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৫ দ্রষ্টব্য);

১৬.৬ যথাশীঘ্র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৬ দ্রষ্টব্য);

১৬.৭ সুপারিশ অনুচ্ছেদ ১৬.১-১৬.৬ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা যথাশীঘ্র আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

“কনস্ট্রাকশন অব এ্যাভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিস এ্যাট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১।	প্রকল্পের নাম	:	“কনস্ট্রাকশন অব এ্যাভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিস এ্যাট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (সংশোধিত)”
২।	উদ্যোগী বিভাগ/ মন্ত্রণালয়	:	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর পক্ষে পদ্মা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল)
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	উপজেলা- সিলেট সদর , জেলা- সিলেট

৫। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)*

মূল প্রকল্প	১ম সংশোধিত প্রকল্প	২য় সংশোধিত প্রকল্প	প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)
৪১৬৪.৯০	৫১১৮.০০	৫৩১৫.৫০	৪৮৬৭.৪৮	৭০২.৫৮ (১৬.৮৬%)

*সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে: ঋণ ৬০% ও ইক্যুইটি ৪০%

৬। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

মূল	মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রথম সংশোধন সহ)	মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় সংশোধন সহ)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
অক্টোবর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	৩ বছর ৬ মাস (২৮০%)

৭। <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :</u>

সরকার সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাংগ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য কিছু বেসরকারি এয়ারলাইন্স এ বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে। কিছু বিদেশী এয়ারলাইন্সও এ বিমানবন্দরে তাদের ফ্লাইট চালুর আগ্রহ ব্যক্ত করে। এ বিমানবন্দরে আধুনিক এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং সুবিধাদি স্থাপিত হলে আরো অনেক বিদেশী এয়ারলাইন্স তাদের ফ্লাইট চালু করতে উৎসাহী হবে। এতে দিনে দিনে ফ্লাইট ও কার্গোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে, এয়ারক্রাফট ফুয়েল জেট এ-১বিক্রির পরিমাণও উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ক্যাব) ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে আলোচ্য বিমানবন্দরে আধুনিক এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং সুবিধাদি স্থাপনের জন্য পিওসিএল-কে অনুরোধ জানায়। এরপর ক্যাব, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পিওসিএল-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিপিসি ও পিওসিএল এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করে।

৮। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং-এর আধুনিক সুবিধাদি স্থাপন করা।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- সিলেটে পিওসিএল-এর বিদ্যমান ডিপোর সন্নিকটস্থ রেলওয়ের জমি ও সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করা;
- পিওসিএল এর ডিপোর নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন এলাকাতে রেলওয়ে সাইডিং/ট্রাকস -এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট করা;
- ডিপো ও বিমানবন্দর এলাকায় প্রতিটিতে ৪৫০ কিলোলিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩(তিন)টি করে মোট ০৬(ছয়) টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা;
- ০২(দুই) টি রিফুয়েলার, ০৩(তিন)টি ডিসপেন্সার ও ০২(দুই)টি ব্রীজার সংগ্রহ করা;
- ডিপো ও বিমানবন্দর এলাকাতে পাম্প হাউজ, পাইপলাইন, ফিলট্রেশন সিস্টেম নির্মাণ করা;
- বিমানবন্দর এলাকাতে জেট এ-১ ফুয়েল হাইড্রান্ট সিস্টেম নির্মাণ করা;
- ডিপো ও বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং সংশ্লিষ্ট এলাকায় অগ্নি নির্বাপন সিস্টেম স্থাপন করা;
- ডিপো ও বিমানবন্দরে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর সংগ্রহ ও স্থাপন করা;
- ডিপো ও বিমানবন্দরে ইলেকট্রিফিকেশন সিস্টেম স্থাপন (সাব-স্টেশন) করা।

উল্লেখ্য যে, বিদেশ হতে আমদানিকৃত জেট এ-১ ফুয়েল চট্টগ্রাম হতে রেলওয়ের ট্যাংক ওয়াগনের মাধ্যমে প্রথমে সিলেটে পিওসিএল-এর ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তীতে ব্রিজারের (ট্যাংক লরি) মাধ্যমে বিমানবন্দরের এয়ার ফিল্ড স্টোরেজ ট্যাংকে সরবরাহ করা হবে এবং তথা হতে হাইড্রান্ট লাইনের মাধ্যমে ডিসপেন্সার সম্বলিত সিস্টেমের দ্বারা ফুয়েল এয়ারক্রাফটে সরবরাহ করা হবে। রিফুয়েলিং এর বর্ণিত ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সাময়িকভাবে রিফুয়েলার ব্যবহার করা হবে।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপি ০৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প দু'বার সংশোধন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যন্ত্রপাতি ও মেশিনারির মূল্য বৃদ্ধি, কাস্টমস ডিউটি ও প্রকল্পের জমির মূল্য ২০০৮ সালে প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ের বাজার দর অপেক্ষা বেশী হওয়ায় প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) ০৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম আরডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প অপেক্ষা ২২.৮৮% বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকল্পের বিছু নতুন অংগ (ব্রীজার রেজিস্ট্রেশন ফি, এক্সক্লুসিভ রেজিস্ট্রেশন ফি, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, রিভার ডিউজ এন্ড শিপিং এজেন্টস খরচ) অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের পর ২য় আরডিপিপি ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় আরডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় ১ম আরডিপিপি'র চেয়ে ৩.৮৫% বৃদ্ধি পায়।

১১। **প্রকল্প পরিচালকঃ** জনাব মো: আমিনুল হক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পিওসিএল) পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ-পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তগণ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

১৩। প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ					
১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	২.০০	-	২.০০(১০০%)
২	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২.৮২	-	২.৭৯(৯৮.৯৩%)
৩	ক্যাজুয়াল লেবার	থোক	থোক	২.৪৯	-	২.৪৯(১০০%)
৪	ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	৪৬.০৭	-	২৩.৮৮(৫১.৮৩%)
৫	বীমা	থোক	থোক	১৮.২৯	-	১৭.৯২(৯৭.৯৭%)
৬	পরিবহন (ভাড়া ভিত্তিতে)	সংখ্যা	১	০.৫০	১	০.৫০(১০০%)
৭	টেস্টিং ফি (স্টোরেজ রিসিভিং ও ডেলিভারী সিস্টেম) সার্টিফিকেশন সহ ওয়েলের ডাউনগ্রেডিং	থোক	থোক	২০৯.০০	-	৯৫.১৭(৪৫.৫০%)
	উপ-মোট(রাজস্ব)			**২৮১.১৭**		**১৪৪.৭৫(৫১.৪০%)**
	মূলধন অংগ					
৮	মেশিনারি, ইকুইপমেন্টস্ এন্ড স্পেয়ার	লট	লট	৩১৩৩.৪৭	-	৩০৫২.৫৫(৯৭.৪২%)
৯	ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্টস্	লট	লট	৯৯.১৭	-	৮৫.৬০(৮৬.৩২%)
	ভুমি অধিগ্রহণ					
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে লীজ ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ সহ রেলওয়ে কোয়ার্টার অপসারণ	বর্গফুট	৪৩৫৬০	৯.৪৮	৪৩১২৩	৯.৪৮(১০০%)
১১	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হতে লীজ ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ	বর্গফুট	৮০০০০	৩৪.৮০	৮০০০০	৩৪.৮০(১০০%)
	পূর্ত কাজ					
১২	ভুমি উন্নয়ন (কাটিং,ফিলিং, লেভেলিং)	বর্গফুট	৯৬৬৫	৫৬.১৬	-	৫৫.৭৫(৯৯.২৭%)
১৩	দু’টি লোকেশানে দু’টি দোতলা বিশিষ্ট অফিস ভবন	বর্গফুট	প্রতিটি ১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট	১১৩.২০	০২টি ভবন	১০৭.২১(৯৪.৭১%)
১৪	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো			৪৫২.০৩	-	৪২৩.৮০(৯৩.৭৫%)
১৫	বৈদ্যুতিক সামগ্রী (ডিপো ও ট্যাংক ফার্ম এলাকায় বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান সহ নিরাপত্তা বাতি সংযোজন)	লট	লট	১০০.৩২		৮১.৬১(৮১.৩৫%)
১৬	সিলেট ডিপো সংলগ্ন রেল ট্রাক উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট	লট	লট	২৬৬.৬৬	১০০%	২৬৬.৬৬(১০০%)
১৭	উন্নয়ন আমদানি ডিউটি ও ভ্যাট	থোক	থোক	৭৫২.৭০	-	৫৮৮.৯৩(৭৮.২৪%)
	বিবিধ মূলধন ব্যয়					
১৮	সি এন্ড এফ এজেন্ট চার্জ	থোক	থোক	৭.৪৩		৭.৪৩(১০০%)
১৯	শিপিং এজেন্ট চার্জ	থোক	থোক	৭.১২		৭.১২(১০০%)
২০	বিআরটিএ এর ব্রিজার রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	১.২৯		১.২৯(১.২৯%)
২১	সিভিল এভিয়েশন ডিপো ও বিমানবন্দর ডিপোর জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স নিবন্ধন ফি	থোক	থোক	০.৫০		০.৫০(১০০%)
	উপ-মোট (মূলধন)			**৫০৩৪.৩৩**		**৪৭২২.৭৩(৯৩.৮১%)**
	মোট			**৫৩১৫.৫০**		**৪৮৬৭.৪৮(৯১.৫৭%)**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/পিওসিএল হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প পরিচালক।

১৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:

প্রকল্পের পরিদর্শন, প্রকল্পের পিসিআর ও নথি পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন চিত্র নিম্নরূপ:

১৪.১ **জমি অধিগ্রহণ:**

পিওসিএল এর ডিপোর নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন এলাকাতে রেলওয়ে সাইডিং এ রেলওয়ে ট্রাকস- এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট এর জন্য মোট ০.৯৯ একর (৪৩১২৩ বর্গফুট) জমি লীজ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে ২৪ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে ০.৪২ একর জমি ও ১১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ০.৫৭ একর জমির লীজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্যয় হয়েছে ৯.৪৮ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে ১১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে ০.৯৯ একর জমি হস্তান্তর করে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ডিপোজিটরী ওয়ার্কস হিসেবে রেল ট্রাকস- এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্টের কাজ সম্পাদন করে। এ কাজে রেলওয়েকে ২৬৬.৬৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিমানবন্দর এলাকায় রিফুয়েলিং সুবিধাদি নির্মাণের জন্য ৮০০০০ বর্গফুট জন্য ক্যাবের সাথে ১৪ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে লীজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০ আগষ্ট ২০১১ তারিখে ক্যাব জমি হস্তান্তর করে। ব্যয় হয়েছে ৩৪.৮০ লক্ষ টাকা।

১৪.২ প্যাকেজ-১: (সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং সুবিধাদি স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং):

Engineering, Procurement, Construction (EPC) **টার্ন-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে** কার্য সম্পাদনের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। ২৬ এপ্রিল ২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ‘ইনকন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট (পিটিওয়াই) লিমিটেড, সাউথ আফ্রিকা’-এর সাথে পিওসিএল এর ২৫০৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঠিকাদারের সাব-কন্ট্রাক্টর ‘এনজিজিএল’-কে সাইটে প্রবেশাধিকার দেওয়ার পর ০৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ওসমানী এয়ারপোর্ট এলাকায় রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিস সমূহের পূর্ত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ০৩টি স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন ও ট্যাংকের সাথে পাম্প ও পাইপলাইনের সংযোগ, হাইড্রান্ট পাইপলাইন নির্মাণ ও হাইড্রান্ট সিস্টেম অটোমেশনের জন্য ‘প্রোগাম লজিক ইউনিট’ স্থাপন করা হয়েছে। অফিস বিল্ডিং, ব্রিজার আনলোডিং ও রিফুয়েলিং শেড নির্মিত হয়েছে। পাম্প হাউজ (পাম্প সহ), জেনারেটর রুম, স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, বাউন্ডারী ওয়াল ও কনক্রিট ইয়ার্ড এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করে। সমুদয় কাজের জন্য খরচ হয়েছে ২৪৩২.৪৭ লক্ষ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় দরপত্র সিডিউলের জেনারেল কন্ডিশন অব কন্ট্রাক্ট মোতাবেক প্রতি সপ্তাহে বিলম্বের জন্য ০.৫% হারে ৬.৫% Liquidated demurrage আরোপ করা হয়েছে।

ছবি: বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং সিস্টেমের স্টোরেজ ট্যাংক, ব্রীজার আনলোডিং শেড ও রিফুয়েলার লোডিংশেড

ছবি: বিমানবন্দর এলাকায় স্থাপিত পাম্প স্টেশন

ছবি: বিমানবন্দর এলাকায় রিফুয়েলিং স্টোরেজ ট্যাক এলাকায় অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা

১৪.৩ প্যাকেজ-২ (পিওসিএল-এর ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েলের রিসিভিং, স্টোরেজ ও লোডিং সুবিধাদির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ):

EPC **টার্ন-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে** কার্য সম্পাদনের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। ১৯ জুন ২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'এনজিজিএল ও এস এন্ড এইচ এন্টারপ্রাইজ জেভি, ঢাকা'-এর সাথে ৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০৩ টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস বিল্ডিং, ব্রিজার লোডিং শেড ও পাম্প হাউজ (পাম্প সহ) ও জেনারেটর রুম (জেনারেটর সহ) সম্পন্ন হয়েছে। ট্যাংকের সাথে পাম্প ও পাইপলাইনের সংযোগ দেয়া হয়েছে।বাউন্ডারী ওয়াল, ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকৃত খরচ হয়েছে ৫১.৯৫ লক্ষ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মধ্যে কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও সম্পন্ন হয়েছে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে।

ছবি: সিলেটে পিওসিএল এর ডিপোর সন্নিকটস্থ বেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেলওয়ে সাইডিং এ রেল ট্রাকস এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট

ছবি: পিওসিএল এর ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েলের রিসিভিং, লোডিং, আনলোডিং ও স্টোরেজ ব্যবস্থা এবং ব্রীজার লোডিং ব্যবস্থা।

দরপত্র সিডিউলের জেনারেল কন্ডিশন অব কন্ট্রাক্ট এর ২০ নং ধারা অনুয়ায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না করায় প্রতি সপ্তাহে চুক্তিমূল্যের ০.৫% হারে ১০% অর্থ কর্তন করা হয়েছে।

১৪.৪ প্যাকেজ-৩ (<u>সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি এভিয়েশন রিফুয়েলার সরবরাহ, টেস্টিং ও কমিশনিং):</u>

EPC **টার্ন-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে** কার্য সম্পাদনের জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০১১ আন্তর্জাতিক উম্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ‘ Globe Hi-Fabs, India’এর সাথে ২৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে ৩৭০.৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে এয়ারক্রাফটে জেট এ- ১ ফুয়েল সরবরাহের জন্য দু'টি রিফুয়েলার সরবরাহ করা হয়। রিফুয়েলারের টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৪০১.৩৫ লক্ষ টাকা।

ছবি: বিমানবন্দর এলাকায় রিফুয়েলার

১৪.৫ প্যাকেজ-৪ (সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার এভিয়েশন রিফুয়েলার সরবরাহ, টেস্টিং ও কমিশনিং):

হাইড্রেন্ট লাইন হতে হাইড্রেন্ট ডিসপেন্সারের মাধ্যমে এয়ারক্রাফটে জেট এ-১ জ্বালানী তেল সরবরাহের জন্য ০৩(তিন) টি হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার এর জন্য জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে EPC **টার্ন-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে** আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ' Globe Hi-Fabs, India'এর সাথে ১৯ জুন ২০১১ তারিখে ৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়| নভেম্বর ২০১২ তারিখে ডিসপেন্সার সরবরাহ করা হয়| মোট ব্যয় হয়েছে ৪৩৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

ছবি: হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার (প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে সংগৃহীত)

১৪.৬ প্যাকেজ-৪ (সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি ব্রীজার সরবরাহ, টেস্টিং ও কমিশনিং):

পিওসিএল এর ডিপো হতে বিমানবন্দরে জেট এ-১ পরিবহনের জন্য ০২টি ব্রীজার সরবরাহের জন্য ডাইরেক্ট প্রকিওরমেন্ট পদ্ধতিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, চট্টগ্রামের সাথে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ১২৭.০০ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ আগষ্ট ২০১২ তারিখে ব্রীজার দু'টি সরবরাহ করা হয়। ২০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১২৬.৭৫ লক্ষ টাকা।

ছবি: সিলেট বিমান বন্দর এলাকা ব্রীজার

১৫। বছর-ওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্পে আর্থিক সংস্থান			এডিপিতে বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	অর্থ খরচ	অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ প্রদান	মন্তব্য
	মূল	১ম আরডিপিপি	২য় আরডিপিপি						
২০১০-১১	৬৩১.০০	২৭০.৬৪	২৭০.৬৪	০.০০	৬৩০.০০	০.০০	২৭০.৬৪	-২৭০.৬৪	সিলেট রেলওয়ে সাইডিং এ ০.৪২ একর জমির লিজ লাইসেন্সিং ফি এর জন্য ৩.৯৮ লক্ষ টাকা এবং সিলেট রেলওয়ে সাইডিং এ রেলওয়ে ট্রাকস রিএলাইনমেন্ট ও রেনোভেশন কাজের জন্য ২৬৬.৬৬ লক্ষ টাকা জন্য পিওসিএল এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সের মাধ্যমে রেলওয়ে পরিশোধ করা হয়।
২০১১-১২	৩৫৩৩.৫২	২০৪৫.১০	১৬৬.৯৬	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	১৬৬.৯৬	-১৬৬.৯৬	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ হতে ০২টি ব্রীজার সংগ্রহের জন্য ১২৬.৭৬ লক্ষ টাকা এবং সিলেট বিমানবন্দর এলাকায় ৮০০০০ বর্গফুট জমির লিজ ফি বাবদ ৩৪.৮০ লক্ষ টাকা এবং সিলেট রেলওয়ে সাইডিং এ ০.৫৭ একর জমির লিজ লাইসেন্সিং ফি এর জন্য ৫.৪০ লক্ষ টাকা পিওসিএল এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্স করা হয়।

২০১২-১৩		৮০২.২৬	১৫৩১.৫৩	১৫১৮.০০	১৫০০.০০	১৩৭৭.৮২	১৩৭৭.৮২	০	ব্রীজ ফাইন্যান্সকৃত অর্থের মধ্যে ১৬৪.১৮ লক্ষ টাকা পিওসিএল কে ফেরৎ দেয়া হয়। পিওসিএল হতে অবকাঠমো উন্নয়ন পূর্ত কজের বিল পরিশোধের জন্য ১৬৪.১৮ লক্ষ টাকা পিওসিএল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্স করা হয়।
২০১৩-১৪			৩৩৪৬.৩৭	৩০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৭৭৪.১০	৩০৫২.০৬	৭২২.০৪	ব্রীজ ফাইন্যান্সকৃত সমুদয় অর্থ পিওসিএলকে ফেরৎ দেয়া হয়।
মোট =	৪১৬৪.৯০	৫১১৮.০০	৫৩১৫.৫০			৫১৫১.৯২	৪৮৬৭.৪৮	২৮৪.৪৪	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন (২১ জুন ২০১৫ তারিখে)

তথ্য সূত্র: এডিপি/আরএডিপি ও প্রকল্প পরিচালক।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

সর্বশেষ আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফটে রিফুয়েলিং-এর আধুনিক সুবিধাদি স্থাপন করার লক্ষ্যে :	
(ক) পিওসিএল এর ডিপোর নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন এলাকাতে রেলওয়ে সাইডিং-এ রেলওয়ে ট্রাকস এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট করা।	ক) রেলওয়ে ট্রাকস উন্নয়ন ও রিএলাইনমেন্ট করা হয়েছে।
(খ) সিলেটে পিওসিএল এর ডিপোতে সকল সুবিধাদি সহ জেট-১ ফুয়েলের রিসিভিং, লোডিং, আনলোডিং ও স্টোরেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	(খ) সকল সুবিধাদি সহ জেট-১ ফুয়েলের রিসিভিং, লোডিং,আনলোডিং ও স্টোরেজ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।
(গ) বিমানবন্দরে জেট এ-১ স্টোরেজ, হাইড্রান্ট লাইন ও সকল সুবিধাদি সহ এয়ারক্রাফটে রিফুয়েলিং ব্যবস্থাদি স্থাপন করা ।	(গ) সকল সুবিধাদি সহ এয়ারক্রাফটে রিফুয়েলিং ব্যবস্থাদি স্থাপন করা হয়েছে।
(ঘ) ০২ টি এভিয়েশন রিফুয়েলার, ০৩ টি হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার ও ০২ টি ব্রীজার সংগ্রহ করা।	(ঘ) রিফুয়েলার, হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার ও ব্রীজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৭। **পর্যবেক্ষণঃ**

১৭.১ <u>প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব:</u>

আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নে ব্যাপক বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের ডিপিপি অক্টোবর ২০১০ মাসে অনুমোদিত হলেও বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি প্রাপ্তিতে বিলম্ব, জমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অনেক সময় ব্যয় হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেলওয়ে ট্রাকস এর উন্নয়ন ও রিএলাইনমেনেট কাজে বিলম্ব হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হতে জমি পেতেও বিলম্ব ঘটে। এছাড়া দু'টি প্যাকেজের কাজ সময়মত সম্পন্নকরণে ঠিকাদার ব্যর্থ হয়। এ সকল কারণে প্রকল্প সমাপ্ত করতে মুল পরিকল্পিত সময়ের চেয়ে বাস্তবে ২৮০% বেশী সময় লাগে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট দ্রবাদির মূল্য বৃদ্ধি, জমির মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের প্রকৃত খরচ মুল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ব্যয় ১৬.৮৬% বেশী হয়। তবে সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ে (৯১.৫৭% ব্যয়ে) সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৭.২ <u>প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অর্জন:</u>

প্রকল্পের মূল ভৌত কাজ সমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে। সিলেটে পিওসিএল এর ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েলের রিসিভিং, স্টোরেজ, সেটলিং ও ডেলিভারি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এয়ারক্রাফটে জেট এ-১ রিফুয়েলিং এর জন্য বিমানবন্দর এলাকাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। উভয় স্থনে পূর্ত কাজ সমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭.৩ বিমান বন্দরে রিফুয়েলিং কার্যক্রম চালু না হওয়া:

ওসমানী বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং এর সকল সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও অদ্যবধি রিফুয়েলিং কার্যক্রম কার্যকরভাবে চালু করা যায়নি। প্রকল্পের পরিদর্শনে ও প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, এ বিমানবন্দরে আন্তর্জার্তিক ফ্লাইটের চলাচল খুব সীমিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট এ বিমানবন্দর হতে জ্বালানী গ্রহণ না করায় রিফুয়েলিং ব্যবস্থাদি কার্যকর করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিমানের মধ্যপ্রাচ্য ফ্লাইট মধ্যপ্রাচ্য-সিলেট-ঢাকা রুটে চলাচল করে বিধায় সিলেট হতে রিফুয়েলিং এর প্রয়োজন পড়ে না। দু'টি আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে একবার মাত্র ১৯,২৮০ লিটার জেট এ -১ নিলেও পরবর্তী সময়ে বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হতে আবশ্যকীয় গ্রাউন্ড সার্ভিস না পাওয়ায় সিলেটে তাদের ফ্লাইট পরিচালনা অব্যাহত রাখেনি। আভ্যন্তরীন রুটে চলাচলরত দেশী এয়ারক্রাফটগুলো সীমিত আকারে জ্বালানী সংগ্রহ করেছে। তবে এর পরিমাণ এত কম যে এ পরিমাণ বিক্রি হলে স্বল্প পরিসরে রিফুয়েলিং কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিলেট বিমানবন্দর হতে আন্তর্জাতিক রুটে এয়ারক্রাফট চলাচল না করলে জেট এ-১ এর চাহিদা সৃষ্টি হবে না এবং রিফুয়েলিং সুবিধাদি পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য যে, রিফুয়েলিং এর ব্যবস্থাদি পূর্ণ মাত্রায় অপারেশনে থাকলে প্রতি তিনমাসে গড়ে ১২১৫ টি এয়ারক্রাফটে ৪৮০০০ কিলোলিটার জেট এ -১ সরবরাহ হওয়ার কথা। এর বিপরীতে গত মার্চ -জুন ২০১৫ এ তিনমাসে মাত্র ৫৫ টি এয়ারক্রাফট ৬৩.২৬ কিলোলিটার জেট এ -১ গ্রহণ করেছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে , বিমানবন্দরে হাইড্রান্ট ডিসপেন্সারের মাধ্যমে রিফুয়েলিং সিস্টেম ও পিওসিএল এর ডিপোতে স্থাপিত জেট এ -১ রিসিভিং, স্টোরেজ ব্যবস্থা স্থাপনের পর হতে অব্যবহৃত রয়েছে। চাহিদা কম থাকায় বর্তমানে স্বল্প পরিমানে তেল চট্টগ্রাম হতে সরাসরি ব্রীজারের মাধ্যমে এনে ট্রেইলারে মজুদ করে শুধুমাত্র রিফুয়েলারের মাধ্যমে এয়ারক্রাফটে সরবরাহ করা হচ্ছে। রিফুয়েলিং এর চাহিদা খুব কম হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মোট ০৬টি স্টোরেজ ট্যাংকে অদ্যবধি কোন তেল মজুদ করা হয়নি। রিফুয়েলিং সুবিধাদির এ সকল যন্ত্রপাতি এভাবে অব্যবহৃত থাকলে তা নষ্ট হবে এবং কার্যক্ষমতা হ্রাস পাবে। সিলেট বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং এর জন্য এ পর্যন্ত ২০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক পিওসিএল থেকে পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিমানবন্দরে জেট এ -১ বিক্রি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আগষ্ট ২০১৫ মাসে রিফুয়েলিং করা হয়েছে মাত্র ১ .৫ কিলোলিটার। এ অবস্থা চলতে থাকলে পিওসিএল জনবলকে অন্যত্র পদায়ন করতে এবং উক্ত সুবিধাদি বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না বলে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৭.৪. আরডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান:

প্রকল্পের ০২ রিফুয়েলার এবং ০৩টি হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার সংগ্রহে আরডিপিপি 'র সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে (আরডিপিপি পৃষ্ঠা- ১১ ও অনুচ্ছেদ ১৪ .৪ ও অনুচ্ছেদ ১৪ .৫)। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে , টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে টাকার হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিন্ত মুদ্রার বিনিময় হারের বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে প্রকল্প ব্যয় পুন :নির্ধারণ (২য় আরডিপিপি) করা হলেও প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যে (কপি সংযুক্ত) অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

১৭.৫ রিফুয়েলার, ডিসপেন্সার ও ব্রীজারের ব্যবহার:

প্রকল্প পরিদর্শনে জানা যায় যে , প্রকল্পের কাজে আওতায় সংগৃহীত ০২টি রিফুয়েলারের একটি ওসমানী বিমানবন্দরে ও অপরটি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যবহার করা হচ্ছে। ০৩ টি হাইড্রান্ট ডিসপেন্সারের মধ্যে একটি চট্টগ্রামে হযরত শাহ আমানত বিমানবন্দরে ও ০২টি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যবহৃত হচ্ছে। দু 'টি ব্রীজারের মধ্যে একটি ওসমানী বিমানবন্দরে ও অপরটি শাহ আমানত বিমানবন্দরে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওসমানী বিমানবন্দরে জেট এ -১ ফুয়েলের পর্যাপ্ত চাহিদা না থাকায় এবং একইসাথে রিফুয়েলার , ডিসপেন্সার ও ব্রীজারগুলোর কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এগুলো অপারেশনে রাখা প্রয়োজন বলে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৭.৬ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার:

প্রকল্পে বছরওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থ খরচে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পিওসিএল এর সক্ষমতার অভাব দেখা যায়। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ থাকলেও পিওসিএল অর্থ ছাড়ের জন্য কোন আবেদন করেনি। অথচ এ দু' অর্থ-বছরে পিওসিএল নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্স এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১২-১৩ অর্থ বছরেও কিছু খরচ উক্ত কোম্পানির নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্স করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্রীজ ফাইন্যান্সকৃত সকল অর্থ পিওসিএল ফেরত গ্রহণ করেছে। প্রকল্প দলিলের প্রভিশনের বাইরে এ জাতীয় ব্রীজ

ফাইন্যান্সিং আর্থিক শৃঙখলার পরিপন্থী। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্প ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হলেও পিওসিএল প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অনেক বিলম্বে অর্থ্যাৎ ২১ মে ২০১৫ তারিখে সমর্পন করেছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৭.৭ অন্যান্য

১৭.৭.১ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন অর্থ-বছরেই প্রকল্পের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়াদি মহা-হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক অডিট করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রনয়নের সময়ও অডিট সম্পন্ন হয়নি।

১৭.৭.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পের একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকলেও উক্ত কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৭.৭.৩ পরিদর্শনে বিমানবন্দর এলাকায় স্থাপিত স্টোরেজ ট্রাংকের সাথে পাইপলাইন নেটওয়ার্কে মরিচা পরিলক্ষিত হয়। বিমানবন্দরে রিফুয়েলিং স্থাপনা চত্বরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যথাযথ না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

১৮। সুপারিশ :

১৮.১ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে অবশ্যই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হবে নতুবা আলোচ্য প্রকল্পের মত একটি অসফল প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটবে যা কোনক্রমেই কাংখিত নয়; (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)

১৮.২ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত এয়ারক্রাফট জেট এ-১ রিফুয়েলিং ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ ১৭.৩)

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় পিওসিএল এর ডিপো ও বিমানবন্দর এলাকায় স্থাপিত যাবতীয় অবকাঠামো /স্থাপনা, মেশিনারি/যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা দক্ষ জনবল দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে ; (অনুচ্ছেদ ১৭.৩ ও ১৭.৭)

১৮.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত রিফুয়েলার, ডিসপেন্সার ও ব্রীজারের যথাযথ ব্যবস্থপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে; (অনুচ্ছেদ ১৭.৫)

১৮.৫ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ রিফুয়েলার ও হাইড্রান্ট ডিসপেন্সার সংগ্রহে আরডিপিপি 'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে; (অনুচ্ছেদ ১৭.৪)

১৮.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে প্রকল্প দলিলের প্রভিশনের বাইরে কোম্পানি /সংস্থা ইত্যাদির নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্স এর বিষয়ে নিরুৎসাহিত করবে এবং এ বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করবে ; (অনুচ্ছেদ ১৭.৬)

১৮.৭ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ বিলম্বে সমর্পন করার বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি পরিপত্র মোতাবেক যথাসময়ে সমর্পনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে; (অনুচ্ছেদ ১৭.৬)

১৮.৮ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আলোচ্য প্রকল্পের শুরূ হতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের অডিট মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক সম্পাদনের লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে সেগুলো যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবে; (অনুচ্ছেদ১৭.৭)

১৮.৯ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে;(অনুচ্ছেদ ১৭.৭)

১৮.১০ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অনুচ্ছেদ ১৮.১-১৮.৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আইএমই বিভাগকে ০১(এক) মাসের মধ্যে অবহিত করবে।

Construction of 3(Three) Nos. POL Storgae Tanks 10,000M.T. Each at Main Installation, Chittagong **(1st Revised) শীর্ষক**

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : Construction of 3(Three) Nos. POL Storgae Tanks 10,000M.T. Each at Main Installation, Chittagong (1st Revised)

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)এর পক্ষে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল)

৪। প্রকল্পের এলাকা : এমপিএল ও পদ্মা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল)-এর প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) টাকা:জিওবি টাকা: সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) টাকা:জিওবি টাকা: সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৩৪.৩৪ ৪১১.৯৪ মোট ২৭৪৬.২৮	২২৮৯.৬০ ৪০৪.০৫ মোট২৬৯৩.৬৫	১৮৬৯.৪৯ ৩২৯.৯১ মোট ২১৯৯.৪০	জানুয়ারি,২০১২ হতে ডিসেম্বর,২০১৩	জানুয়ারি,২০১২ হতে জুন,২০১৪	জানুয়ারি,২০১২ হতে জুন, ২০১৪	-	৬ মাস (২৫%)

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী অংগ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ				
১	বিজাপন ও প্রচারনা	থোক	২.৬২		২.৬২
২	সম্মানী	থোক	০.৫২		০.৫২
	উপমোট: রাজস্ব		**৩.১৪**		**৩.১৪**
	মূলধন অংগ				
৩	ট্যাংক নির্মাণ সামগ্রী (এমএস প্লেট, এসএস এংগেল, এমএস পাইপ, গেইট ভালভ ইত্যাদি)	লট	১৭৪২.৯১		১২৯০.৪৫
৪	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টস্ (ইনস্টলেশন সহ)	লট	৩২.২৫		৬.৯৪
৫	ভূমি উন্নয়ন (ফিলিং ও লেভেলিং)	১৯৫০০ ঘনমিটার	৭৯.৭২	১৫৮৩৬.১০ ঘনমিটার	৭৭.০৯
৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পূর্ত কাজ যেমন: ট্যাংক, ফাউন্ডেশন, ফেব্রিকেশন, ড্রেইন, সাম্প, ইরেকশন, কেলিব্রেশন, ট্যাংক টেস্টিং ইত্যাদি)		৮৩৫.৬৩		৮২১.৭৮
	উপমোট: মূলধন		**২৬৯০.৫১**		**২১৯৬.২৬**
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		**২৬৯৩.৬৫**		**২১৯৯.৪০**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/এমপিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

৭। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমি:

প্রকল্পের ডিপিপি যখন প্রণয়ন করা হয় তখন দেশে গ্যাস ও কয়লার স্বল্পতার কারণে গ্যাস বা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চেয়ে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং আরো কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্তির পথে ছিল । বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েলের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় । কিন্ত বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিগুলোতে পর্যাপ্ত তৈলাধার না থাকায় বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানী তেলের মজুদ বৃদ্ধির জন্য তৈলাধার নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে । এছাড়া সে সময় অর্ধ ডজনের মতো নুতন ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক রেন্টাল পাওয়ার প্রোগ্রামের আওতায় আরো কিছু তরল জ্বালানী চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তরল জ্বালানী সরবরাহের প্রয়োজন হওয়ায় ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য জ্বালানী আমদানির পরিমাণ ৩.৬৫ মিলিয়ন টন থেকে ৪.৮৫ মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয় । অর্থ্যাৎ বিদ্যমান তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ১.২ মিলিয়ন টন জ্বালানী আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । সুতরাং এ অতিরিক্ত জ্বালানী তেল মজুদের জন্য বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিগুলোর স্টোরেজ ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে । মুল প্রকল্প বিগত ০৫ জুন ২০১২ তারিখের একনেক সভাতে ২৭৪৬.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কিছু অংগের ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধি ও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২০ মে ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বিপিসি'র কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েল সরবরাহের লক্ষ্যে জ্বালানীর মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রামে পিওসিএল এর প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি ফার্নেস ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক ও এমপিএল এর প্রধান স্থাপনায় ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১ টি ডিজেল ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করার কার্যক্রম ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮। প্রকল্প পরিচালকঃ এমপিএল-এর একজন উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: মোজহারুল ইসলাম প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি-এর শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ পরিচালক (জ্বালানী) মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েল সরবরাহের লক্ষ্যে জ্বালানীর মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামে পিওসিএল এর প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি ফার্নেস ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক ও এমপিএল এর প্রধান স্থাপনায় ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১ টি ডিজেল ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা।	চট্টগ্রামে পিওসিএল এর প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি ফার্নেস ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক ও এমপিএল এর প্রধান স্থাপনায় ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১ টি ডিজেল ওয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের মাধ্যমে জ্বালানীর মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ট্যাংক তিনটিতে জ্বালানী মজুদ করা হচ্ছে।

১১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:

ইপিসি কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে এমপিএল-এর চত্বরে দু'টি স্টোরেজ ট্যাংক ও পিওসিএল- এর চত্বরে একটি স্টোরেজ ট্যাংকের মালামাল সরবরাহ, ট্যাংকের ফেব্রিকেশন, আনুষংগিক পূর্ত কাজ, ট্যাংক ইরেকশন ও কমিশনিংএর কাজ সম্পাদনের জন্য দু'টি ভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাক্রমে গত ২ আগষ্ট ২০১২ তারিখে ও ২৯ আগষ্ট ২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এমপিএল এর দু'টি ট্যাংকের কমিশনিং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে এবং পিওসিএল এর একটি ট্যাংকের কমিশনিং ২৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ট্যাংক তিনটির কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। এমপিএল এর নির্মিত টি- ৪৬৯ স্টোরেজ ট্যাংক ও টি -৪৭০ স্টোরেজ ট্যাংকে যথাক্রমে ১১ মার্চ ২০১৪ তারিখ এবং ২১ মার্চ ২০১৪ তারিখ হতে জ্বালানী তেল স্টোরেজ করা শুরু হয়েছে। পিওসিএল এর টি-২০২ স্টোরেজ ট্যাংকে ১০ মার্চ ২০১৪ হতে তেল স্টোরেজ করা হয়।

স্টোরেজ ট্যাংকের একটি লোকেশন

ট্যাংক লোকেশনে ভুমি উন্নয়নের কাজ

পাইলিং এর কাজ

ট্যাংকের কাঠামো নির্মাণের কাজ

নির্মিত একটি ট্যাংক (পেইন্টিং এর পূর্বে)

ট্যাংক সমূহের জন্য ফায়ার ফাইটিং সামগ্রী আমদানি ও এর স্থাপনার জন্য ডিপিপিতে ৩২.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ফায়ার ফাইটিং সামগ্রী আমদানি করা হয়নি। কোম্পানির নিজস্ব রিসোর্স থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে লাইন কানেকশন ও স্প্রিংকলার বাবদ ৬.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হয়েছে।

এমপিএল এর চত্বরে নির্মিত দু'টি ট্যাংক

পিওসিএল এর চত্বরে নির্মিত একটি ট্যাংক

ট্যাংকের পরিচালনা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

১২। পর্যবেক্ষণঃ

১২.১। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিওসিএল ও এমপিএল এর তথা সামগ্রিকভাবে দেশের হাই স্পীড ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েলের মজুদ ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দু'টি জ্বালানীর বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মজুদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা মোতাবেক হাই স্পীড ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল সরবরাহ নিশ্চিত করা সহজতর হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনটি ট্যাংকেই জ্বালানী তেলের মজুদ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রকল্পের ডিপিপি প্রকল্প শুরুর নির্ধারিত তারিখের পাঁচ মাসেরও বেশী সময় পরে অনুমোদিত হওয়ায় দরপত্র প্রক্রিয়া ও ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে স্বভাবতই বিলম্ব ঘটেছে; নতুবা আরো পূর্বে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হতো।

১২.২। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পের মূল মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জানুয়ারি ২০১২ -ডিসেম্বর ২০১৩) এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পের পাওনাদি পরিশোধে সমস্যা হয়েছে। যদিও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে খরচ মেটানো হয়েছে। এমনকি প্রকল্পের সমাপ্তি বছরের (ডিসেম্বর ২০১৩) এডিপিতেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিশেষ করে কোন প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১২.৩। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক প্রকল্পের কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি বলে জানা যায়। এ বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ/বিপিসি/এমপিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্পের অডিট সম্পন্নকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা সহ অডিট সম্পাদনের পর অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩। সুপারিশ:

১৩.১। ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি'র প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১১.১)।

১৩.২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে এডিপি/ সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিশেষ করে কোন প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরে প্রয়োজনয়ীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১১.২)।

১৩.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/এমপিএল কর্তৃক প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্নকরণের ব্যবস্থা করা সহ অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১.৩)।

১৩.৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/এমপিএল আলোচ্য প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োগ করবে।

Construction of 03 (Three) Nos. Storage Tanks at Baghabari Oil Depot (Capacity:10,000 x3=30,000 MT)" শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : Construction of 03 (Three) Nos. Storage Tanks at Baghabari Oil Depot (Capacity:10,000 x3=30,000 MT)"

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর পক্ষে যমুনা ওয়েল কোম্পানি

৪। প্রকল্পের এলাকা : বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপো, উপজেলা: শাহজাদপুর, জেলা:সিরাজগঞ্জ।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) জিওবি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন মোট		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)জিওবি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন মোট	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪১২.২৭ ৬০২.১৭ (মোট ব্যয়ের (১৫%) ৪০১৪.৪৪	-	৩২১৪.৯০ ৫৬৭.৩৪ (মোট ব্যয়ের ১৫%) ৩৭৮২.২৪	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৩	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন,২০১৪	ডিসেম্বর,২০১১ হতে জুন ২০১৪	(-)২৩২.২০* (৫.৭৮%)	১ বছর (৬৬.৬৭%)

* মূল প্রাক্কলিত ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় ২৩২.২০ লক্ষ টাকা কম।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি(আরডিপিপি) অনুযায়ী অংগ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
	রাজস্ব অংগ				
১	স্টেশনারীজ	থোক	১.০০		-
২	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	থোক	১.০০		-
৩	সম্মানী	থোক	০.৫০		-
৪	কপি/ফটোকপি	থোক	০.৫০		-
	মোট: রাজস্ব		**৩.০০**		**০.০০**
	মূলধন অংগ				
৫	মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট (জেনারেটরস, ফ্লোমিটার, ব্রেথার বালভ ও অন্যান্য)	লট	২০০.০০		১৯৮.৯৫(৯৯.৪৭%)
৬	লোডিং এন্ড হ্যান্ডলিং সুবিধাদি (হোস পাইপ) এবং আনুষংগিক সুবিধাদি)	লট	২০০.০০		১৯৮.৭৫(৯৯.৩৭%)

৭	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি (ফায়ার পাম্পস, ইঞ্জিন হাইড্রান্ট লাইন)		৪০০.০০		৩৯৩.০৪(৯৮.২৬%)
৮	ভূমি উন্নয়ন		৫৫.০০		০.০০
৯	সুপার স্ট্রাকচার (এম এস প্লেট ও আনুষংগিক)		১৭৩০.০০		১৭২৯.৮৩(৯৯.৯৯%)
১০	ড্রেনেজ সুবিধাদি		৫০.০০		৫০.০০(১০০%)
১১	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট (পাম্প, ফ্লেম প্রুফ মটর ও স্টার্টার)		১২০.০০		১১১.৬৭(৯৩.০৫%)
১২	অন্যান্য(ট্যাংক ফাউন্ডেশন,পাইপলাইন ও বাউন্ডারী ওয়াল)		১১০০.০০		১১০০.০০(১০০%)
	মোট: মূলধন		**৩৮৫৫**		**৩৭৮২.২৪**
১৩	প্রাইস কন্টিনজেন্সী		**১২০.৪৪**		
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		**৩৬.০০**		
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৪০১৪.৪৪**		**৩৭৮২.২৪**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/এমপিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

৭। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৭.১। <u>প্রকল্পের পটভূমি:-</u>

প্রকল্পের ডিপিপি যখন প্রণয়ন করা হয় তখন দেশে গ্যাস ও কয়লার স্বল্পতার কারণে গ্যাস বা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চেয়ে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং আরো কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্তির পথে ছিল । বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েলের সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং সেচ মৌসুমে জ্বালানী চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

বিপিসি'র হিসাব মোতাবেক ০১ জুলাই ২০১০ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানী তেলের মজুদ ক্ষমতা ছিল ৯,১৯,৯৯০ মেট্রিক টন। বিপিসি'র প্রক্ষেপন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সালে দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা ১,০৯,৩০,৯৯৯ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে এবং ২০,৬৫,৭৯১ মেট্রিক টন জ্বালানী তেলের মজুদের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রক্ষেপন মোতাবেক ২০২০-২০২১ সালে মজুদ সক্ষমতার ঘাটতি থাকবে ১৬,৩৫,৯৮২ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য যে বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিগুলোতে জ্বালানী মজুদের জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ ট্যাংক নেই। এ কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও সেচ মৌসুমে প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানী তেলের মজুদ বৃদ্ধির জন্য স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে । ফলে বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিগুলোর মজুদ ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে। প্রকল্পটি ০৫ জুন ২০১২ তারিখের একনেক কর্তৃক ৪০১৪,৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি: ৩৪১২.২৭ লক্ষ টাকা ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন: ৬০২.১৭ লক্ষ টাকা) ডিসেম্বর ২০১১-জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মুল ডিপিপি ০৫ আগষ্ট ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দরপত্র প্রক্রিয়ায় সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত মূল্য ডিপিপি'র প্রাক্কলিক ব্যয়ের চেয়ে অধিক হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু মালামালের মূল্য ডিপিপি'র প্রাক্কলনের চেয়ে বেশী হওয়ায় প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন অস্থিরতার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ১ম দফায় ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য:</u>

দেশের উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও সেচ মৌসুমে জ্বালানী সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় হাই স্পীড ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন করে ৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০৩টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করার সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয়।

৮। প্রকল্প পরিচালকঃ

যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ ইসহাক উদ্দীন চৌধুরী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ পরিচালক (জ্বালানী) মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক গত ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
দেশের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও সেচ মৌসুমে জ্বালানী সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় হাই স্পীড ডিজেল ওয়েল ও ফার্নেস ওয়েলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন করে ৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০৩টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের মাধ্যমে জ্বালানীর মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ট্যাংক তিনটিতে জ্বালানী মজুদ করা হচ্ছে।

১১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ টার্ণ-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে তিনটি ট্যাংকের (১৩,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি ফার্নেস ওয়েল ট্যাংক ও ১৩,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিজেল ট্যাংক) নির্মাণ, টেস্টিং ও কমিশনিং সহ আনুষংগিক পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপরই মূলত: প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। চুক্তি মোতাবেক চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ মাসের মধ্যে অর্থ্যাৎ ০৬ আগষ্ট ২০১৪ এর মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।

ইপিসি কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে তিনটি স্টোরেজ ট্যাংকের মালামাল সরবরাহ, ট্যাংকের ফেব্রিকেশন, ট্যাংক ইরেকশন, টেস্টিং ও কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ০২ টি স্টোরেজ ট্যাংকে (৫২ ও ৫৩নং) মে ২০১৫ ও ৫৪ নভেম্বর ২০১৫ তেল মজুদ করা হচ্ছে। তিনটি স্টোরেজ ট্যাংকের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন, ৮০০ কেভিএ জেনারেটর, পেট্রোলিয়াম ওয়েলের ফ্লোমিটার, ডেলিভারী পাম্প স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের অন্যান্য কাজের প্রকিওরমেন্টের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

১১.১ বুমি উন্নয়ন : প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২০০০ বর্গমিটার আয়তনের ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনে উক্ত এলাকায় আগাছা পরিস্কার, নীচু জমি, ডোবা ভরাট, উন্মুক্ত নালা স্থানান্তর পাইলিং সহ সার্বিক ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে।

১১.২ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন : ১২ ইন্চি ব্যাসের সর্বমোট ১৬৫৪ মিটার, ৮ ইন্চি ব্যাসের ৬৪০ মিটার, ৬ ইন্চি ব্যাসের ৫২৫ মিটার, ৪ ইন্চি ব্যাসের ৫০০ মিটার এবং ২ ইন্চি ব্যাসের ৪৮০ মিটার কার্বনস্টিল পাইপ আনুষংগিক ফিটিংসসহ(ভাল্ভ, প্লেনজ, টি রিডিউসার ইত্যাদি) সহ স্থাপন করা হয়েছ্ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন(আনুষংগিক যন্ত্রাদি) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০০ঘনমিটার/ঘন্টা পাম্পিং ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি বৈদ্যুতিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকিওরমেন্টের বর্ণনা (বিড ডকুমেন্ট মোতাবেক পণ্য,কাজ/ সেবা)	টেন্ডার /বীড/ (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার /বীড		কাজ, সেবা সম্পন্নের তারিখ/ পণ্য সরবরাহের তারিখ	
	ডিপিপি	চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি মোতাবেক	প্রকৃত
বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে ০৩ টি স্টোরেজ ট্যাংকের নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৮৮০.০০	২৯৩২.১২*	১৭-৩-২০১১	১২-৭-২০১২	৩০-১১-২০১৩	১৫-১১-২০১৩
বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে ০৩ টি স্টোরেজ ট্যাংকের অগ্নি নির্বাপন সিস্টেম এর মালামাল সরবরাহ, অগ্নি নির্বাপন সিস্টেম স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং	৪০০.০০	৩৯৪.৬৬	১৭-১০-২০১২	২৪-৪-২০১৩	৩০-৪-২০১৪	২৪-৪-২০১৪
সরবরাহ, স্থাপন,টেস্টিং ও কমিশনিং (বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে ৮০০ কেভি জেনারেটর ও পেট্রোলিয়াম ওয়েলের জন্য ০৩ টি ফ্লোমিটার)	২০০.০০	১৯৮.৯৫	০১-৮-২০১৩	৩০-৯-২০১৩	১৮-৪-২০১৪	০১-৪-২০১৪
সরবরাহ, স্থাপন,টেস্টিং ও কমিশনিং (বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে ০৩ টি ডেলিভারী পাম্প, ফ্লেম প্রুফ মটর ও স্টার্টার সহ)	২০০.০০	১১৬.৮৭	২১-৭-২০১৩	৩০-৯-২০১৩	৩০-৩-২০১৪	২৫-২-২০১৪
বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে ০৩ টি হেভী ডিউটি পেট্রোলিয়াম হোস পাইপ সরবরাহ	২০০.০০	১৯৮.৭৫	১৯-০৯-২০১৩	০২-১২-২০১৩	৩০-৬-২০১৪	৩০-৬-২০১৪

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

- উক্ত কাজের জন্য ডিপিপিতে ২৮৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। কারিগরি মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরদাতাকে ২৯৩২.১২ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। অতিরিক্ত অর্থ প্রাইস কন্টিনজেন্সী খাত (১২০.০০ লক্ষ টাকা) হতে মেটানোর সুপারিশ করা হয় যা বিপিসি'র ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখের ৩৬৭ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২৯৩২.১২ লক্ষ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ০৫ জুন ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৬ জুন ২০১২ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যাদেশ ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে কাজটি প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই অর্থ্যাৎ ২৮৭৯.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন হয়েছে।

১২। পর্যবেক্ষণঃ

১২.১। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে তথা সামগ্রিকভাবে দেশের হাই স্পীড ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েলের মজুদ ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দু'টি জ্বালানীর বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মজুদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা মোতাবেক হাই স্পীড ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল সরবরাহ নিশ্চিত করা সহজতর হয়েছে এবং সেচ মৌসুমে প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ নির্বিঘ্ন করা হয়েছে । প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনটি ট্যাংকেই জ্বালানী তেলের মজুদ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রকল্পের ডিপিপি প্রকল্প শুরুর নির্ধারিত তারিখের পাঁচ মাসেরও বেশী সময় পরে অনুমোদিত হওয়ায় দরপত্র প্রক্রিয়া ও ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে স্বভাবতই বিলম্ব ঘটেছে; নতুবা আরো পূর্বে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হতো।

১২.২। পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পের মূল মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (ডিসেম্বর ২০১১-জুন ২০১৩) এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পের পাওনাদি পরিশোধে সমস্যা হয়েছে। যদিও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে খরচ মেটানো হয়েছে। এমনকি প্রকল্পের সমাপ্তি বছরের (জুন ২০১৩) এডিপি/সংশোধিত এডিপিতেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে পরবর্তী অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৩। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক প্রকল্পের কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি বলে জানা যায়। এ বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ বিভাগ/বিপিসি/যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে।প্রকল্পের অডিট সম্পন্নকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা সহ অডিট সম্পাদনের পর অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩। <u>সুপারিশ:</u>

১৩.১। ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি'র প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদন যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১২.১);

১৩.২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে এডিপি/ সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিশেষ করে কোন প্রকল্পের শেষ অর্থ বছরে প্রয়োজনয়ীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১২.২);

১৩.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্নকরণের ব্যবস্থা করা সহ অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩);

১৩.৪। দেশের উত্তরাঞ্চলে সকল মৌসুমে বিশেষ করে সেচ মৌসুমে জ্বালানী চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ পরিস্থিতি নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে স্থাপিত সকল ওয়েল ট্যাংকের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৩.৫। বাঘাবাড়ী ওয়েল ডিপোতে স্থাপিত সকল ওয়েল ট্যাংকের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

১৩.৬। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড আলোচ্য প্রকল্প সূত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োগ করবে।

‘‘মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। *প্রকল্পের নাম* : *‘‘মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা -বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ’’*

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

৪। প্রকল্পের অবস্থান : মনোহরদী, কাপাসিয়া, শ্রীপুর এবং কালিহাতী ।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৩৪৬১.৯২	৪৫০৮৫.৭২	৪১২৯৭.০৮	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	(-) ৪২১৬৪.৮৪ (৫০.৫২%)	৫ বছর (১৪২.৮৬%)

- প্রকৃত ব্যয় প্রকল্পের মূল ব্যয় অপেক্ষা ৪২১৬৪.৮৪ কোটি টাকা কম

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক)	**রাজস্ব অংগসমূহ (সরবরাহ সেবা)**					
১	**কর্মকর্তাদের বেতন**	জন	৬	১৪১.৭৯	৬ (১০০%)	১৩৭.২১ (৯৬.৭৭%)
২	**কর্মচারীদের বেতন**	জন	৪	২৪.১৪	৪(১০০%)	২৪.০৫ (৯৯.৬৩%)
৩	**ভাতাদিঃ**	থোক	-	১২৮.৬৮	(১০০%)	৯৫.৭৭ (৭৪.৪২%)
৪	**সরবরাহ ও সেবাঃ**	থোক	থোক	২৯৭.৭৭	(১০০%)	২৫৯.৯১ (৮৭.২৯%)
৫	**মেরামত, সংরক্ষন ও পুর্নবাসনঃ**	থোক	থোক	২১.০০	(১০০%)	১৩.৮৬ (৬৬%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)			**৬১৩.৩৮**	**(১০০%)**	**৫৩০.৮০ (৮৬.৫৪%)**
খ)	**মূলধন অংগসমূহঃ নির্মাণ কাজঃ**					
	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ					

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	**মোটরযান ক্রয়**	সংখ্যা	১ (জীপ) ২ (পিক-আপ)	৬৮.৫৫	১ (জীপ) ২ (পিক-আপ) (১০০)	৬৮.৫৫ (১০০%)
২	**মালামাল**	থোক	থোক	১৯৪১৫.৯২	(১০০%)	১৭৪০৮.৭৩ (৮৯.৬৬%)
৩	**অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র**	লট	-	৫.৮৬	(১০০%)	৪.৮৪ (৮২.৫৯%)
৪	**ভূমি অধিগ্রহন**	হেক্টর	৩০.৮৫৮	১৭৮৩.২৮	৩০.৮৫৮ (১০০%)	১৭৮৩.২৮ (১০০%)
৫	**ভূমি অধিযাচন**	হেক্টর	৫৭.২২	৯৩২.০৮	৫৭.২২ (১০০%)	৯৩২.০৮ (১০০%)
৬	**ভূমি উন্নয়ন**	ঘনফুট	৩৪.০২	২৫৫৪৩.৫০	৩৩.৩১ (৯৭.৯১%)	২৫৫৪৩.৫০ (১০০%)
৭	**অন্যান্য ভবন ও কাঠামো**	থোক	থোক	৯৫.৭০	(১০০%)	৯৩.২০ (৯৭.৩৮%)
	অন্যান্যঃ					
৮	**পাইপ লাইন নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো**	**কি:মি:**	৫১	৫০৪০.৭৪	৫১ (১০০%)	৫০৪০.৭৪ (১০০%)
৯	**এইচডিডি পদ্ধতিতে নদী ক্রসিং**	**মিটার**	১০০৪	৪১৮৪.১৭	১০০৪ (১০০%)	৩৯৫৬.৬১
১০	Construction of CP system		-	**৩১.২০**	(১০০%)	**৩১.২০**(১০০
১১	**ইনষ্টলেশন অফ এমএমএস অন টার্ন কি বেসিস**	সংখ্যা	**১**	**৪২৫৮.০০**	(১০০%)	**৪০৭১.৩৮ (৯৫.৬১%)**
১২	**সিডি/ভ্যাটঃ**	থোক	থোক	**৬২৯৭.৫১**	(১০০%)	**৫০৭৮.২৮ (৮০.৬৪%)**
১৩	**নির্মানকালীন সুদ**	থোক	থোক	**১৪৩৭.৭৯**	(১০০%)	**১৪৩৭.৭৯** (১০০%)
১৪	**ল্যান্ডিং চার্জ, পোর্ট ডিওজ, ইন্স্যুরেন্স, পরিবহন**	থোক	থোক	**৮৪৫.৫২**	(১০০%)	**৮৪৫.৫২৫** (১০০%)
১৫	**প্রি-শিফমেন্ট ইন্সপেকশন**	থোক	থোক	**৪২.০০**	(১০০%)	**৩৬.৭১ (৮৭.৪০%)**
	উপ-মোট মূলধন খ			**৪৪৪৭২.৩৪**	(১০০%)	**৪০৮২২.২২ (৯১.৭৯%)**
	সর্বমোট (ক+খ)			**৪৫০৮৫.৭২**		**৪১৩৫৩.০২ (৯১.৭২%)**
	সমন্বয় (ব্যাংক সুদ ও নিলাম)					**-৯৫.৯৪**
	মোট প্রকল্প ব্যয়					**৪১২৯৭.০৮**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ১০০% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। পটভূমিঃ

ঢাকা- ময়মনসিংহ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিম এলাকায় গ্যাস সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে মনোহরদী থেকে ব ঙ্গাবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত ১০৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের একটি পাইপলাইন এবং আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় একটি করে কম্প্রেসার ষ্টেশন স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং সার কারখানায় গ্যাসের বাড়তি চাহিদা মেটানো। সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ও বগুড়াতে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা এবং উক্ত অঞ্চলে বিদ্যমান ও নির্মানতব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং সার কারখানায় গ্যাসের যোগান দেয়া। এছাড়া তিতাস, পিজিসিএল এবং সুন্দরবন গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন এলাকায় পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা এবং দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস অবকাঠামো সম্প্রসারণও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৮.৩। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ২৬ এপ্রিল ২০০৬ সনে প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৩৪৬১.৯২ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৩১৬২৯.৩৬ লক্ষ টাকা এবং এডিবি'র অর্থায়ন ৫১৮৩২.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জানুয়ারী, ২০০৬ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত। গত ৪-৫-২০০৯ তারিখে প্রথম পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ২২-৫-২০১১ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি-তে অনুমোদিত ধনুয়া হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৫২ কিঃমিঃ পাইপলাইনের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তা না পাওয়া, অন্যদিকে আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেসার ষ্টেশনের কার্যক্রম এডিবি'র 2622-Ban ঋণের আওতায় অন্য একটি প্রকল্প "আশুগঞ্জ ও এলে **ঙ্গা**য় কম্প্রেসর স্টেশন নির্মাণ" এর অধীন বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্প থেকে একটি কম্পোনেন্ট (২টি কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন) বাদ দেয়া, ১টি কম্পোনেন্টের অংশবিশেষ (এলে ঙ্গা থেকে ধনুয়া পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫২ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন) বাদ দিয়ে বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ব্যয় প্রাক্কলন হ্রাস/বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের শিরোনাম পরিবর্তন করায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব গত ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪৫০৮৫.৭২ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিটিসিএল ১০১৯.১৩ লক্ষ টাকা, জিওবি ১৬৯১১.৬৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (এডিবি) ২৭১৫৪.৯৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। গত ৯-৬-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের মোট ব্যয় ঠিক রেখে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে আন্ত:অঙ্গ ব্যায় সমন্বয় করা হয় ।

৮.৪। **বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল	সংশোধিত (১ম)				
২০০৬-০৭	১২৪.২৯০	৫৫.৮১	৫৫.৮১	৫৫.৮১	৫৫.৮১	
২০০৭-০৮	৪৭৪১.০৬	১৫৪.২৫	৫৭৬৬.২৪	৫৭৫৭.৯০	১৫৪.২৪	
২০০৮-০৯	৪৬০৯০.২৩	১৪৮.৭৪	১৪৯.৯৮	১২৮.৯৫	১৪৮.৭৪	
২০০৯-১০	৩২৫০৬.৪০	২৭২২৯.৪৩	২০০৫৯.০৯	৫১০০.০০	২৬১০৯.৭৬	
২০১০-১১		৪৯২৭.২০	৭১৮৪.২০	৩৩০০.০০	৬০৬৫.৫০	
২০১১-১২		৫৮৪২.৮২	৮৩৫.০০	৮৩৫.০০	১১৮৮.৬৬	
২০১২-১৩		১৯২৩.০৮	৬২১.৬৫	৪২০.০০	৬৬১.২১	
২০১৩-১৪		**৪৮০৪.৩৯**	৬৬৫০.২৩	১৭৫০.০৮	৬৯১৩.১৬	অব্যয়িত টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
মোট =		**৪৫০৮৫.৭২**	**৪১৩২২.২০**	**১৭৩৪৭.৭৪**	**৪১২৯৭.০৮**	

৮.৫। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের শুরু হতে জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগন মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
তিতাস গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন এলাকার ব্রক্ষ্মপুত্র বেসিন (বি-বি) অঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সার কারখানার গ্যাসের বাড়তি চাহিদা পূরণ করা।	তিতাস গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন এলাকার ব্রক্ষ্মপুত্র বেসিন (বি-বি) অঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সার কারখানার গ্যাসের বাড়তি চাহিদা পুরনকল্পে ২০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্র ও বগুড়াতে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্র এবং পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকার বিদ্যমান ও নির্মিতব্যবিদুৎ কেন্দ্র ও সার কারখানার গ্যাসের বাড়তি চাহিদা পূরণ করা।	৪৫০ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্র এবং সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্র ও বগুড়াতে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদুৎ কেন্দ্র এবং পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকার বিদ্যমান ও নির্মিতব্যবিদুৎ কেন্দ্র ও সার কারখানার গ্যাসের বাড়তি চাহিদা (২০০ এমএমসিএফডি) এবং (৫০ এমএমসিএফডি) পিজিসিএল এর আওতায় বিদ্যমান এলাকার বাড়তি চাহিদার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস অবকাঠমো সম্প্রসারণ করা।	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস অবকাঠমো সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপলাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় স্থাপিত কমেপ্রসরের সাহায্যে প্রায় ৩০০-৭৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস মনোহরদী থেকে বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে সঞ্চালন সম্ভব হবে।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপলাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় স্থাপিত কমেপ্রসরের সাহায্যে প্রায় ৩০০-৭৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস মনোহরদী থেকে বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

১০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :**প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ** : প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমই বিভাগ কর্তৃক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ব্যাবস্থাপক (পাইপলাইন) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক এ প্রকল্পের আওতায় মনোহরদী হতে ধনুয়া এবং এলে ঙ্গা হতে বঙ্গাবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত ৩০ইঞ্চি ব্যাসের ৫১ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ এবং ধনুয়ায় ১টি Metering & Manifold Station (MMS) স্থাপন করা হয়েছে। মনোহরদী থেকে ধনুয়া পর্যন্ত নবনির্মিত পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস সঞ্চালিত হতে দেখা গেছে। এছাড়া ধনুয়ায় স্থাপিত মিটারিং এবং মেনিফোল্ড ষ্টেশনের কন্ট্রোল রুম থেকে ইনলেট এবং আউট লেট ফ্লো প্রেসার দেখা গেছে । স্থাপিত মিটারিং এবং মেনিফোল্ড ষ্টেশনে Knock Out Dram, Filter Separator, Ball Valve, Actuator Operated Ball Valve, Plug Valve সকল ইক্যুইপমেন্ট চলমান থাকতে দেখা যায়। একই সাথে এলেঙ্গা থেকে বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত পর্যন্ত নবনির্মিত পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস সঞ্চালিত হচ্ছে। এলেঙ্গায় পিগ লাঞ্চার এবং বঙ্গাবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে পিগ রিসিভার ষ্টেশন দেখা যায়।

১২। <u>পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ</u>

১২.১ **প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় মনোহরদী হতে ধনুয়া এবং এলে ঙ্গা হতে বঙ্গাবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত ৩০ইঞ্চি ব্যাসের ৫১ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে এডিবির অর্থায়নে এডিবি গাইড লাইন অনুসরণ করে আর্ন্তজাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ৪৫ কি:মি: 3LPE এবং ৪ কি:মি CWC লাইনপাইপ, ইন্ডাকশন বেন্ড, পিগ ট্র্যাপ্স, পাইপলাইন ফিটিংস, ইন্সুলেটিং জয়েন্ট, হিট স্রিংক স্লিভ, টেপ, প্রাইমার, সিপি মেটেরিয়াল ইত্যাদি মালামাল এবং ইপিসি ভিত্তিতে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র (বানার) ও শীতলক্ষা (লক্ষা) নামক ২টি নদী ক্রসিং ও ১টি Metering & Manifold Station (MMS) ক্রয় করা হয়। অন্যদিকে উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দেশীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে পাইপলাইন নির্মাণ সহ স্থানীয় মূদ্রায় সকল ক্রয় কার্যক্রম PPA-০৬, PPR-০৮ ও এ সংক্রা ন্ত সকল সংশোধনী ও সরকারী বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.২ **ক্রয়কৃত মালামাল এবং নির্মাণ কাজের গুনগতমান সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয় তা ম্যনুফ্যকসারিং কারখানায় থার্ড পার্টি ইন্সপেকশান করা হয় যার মিল টেস্ট সার্টিফিকেট প্রকল্পে প্রেরণ করে। মালামাল জাহজীকরণের পূর্বে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশান কোম্পানী কর্তৃক ইন্সপেকশান করানো হয়। আমদানীকৃত মালামাল জিটিসিএল এর গুণগতমান যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হয়। অন্যদিকে পাইপলাইন নির্মাণে ওয়েল্ডিং কাজের জন্য প্রতিটি জয়েন্ট (১০০%) এনডিটি টেষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে নিমাণকৃত ৫২ কি:মি: লাইনপাইপ ১৫০০ পিএসআই প্রেসারে উন্নিতকরণপূর্বক হাইড্রোষ্ট্যটিক টেষ্ট করা হয়। হাইড্রোষ্ট্যটিক টেষ্ট সফল ভাবে সমাপ্ত হওয়ায় গুনগতমান শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

১২.৩ **Time Over Run:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারী ২০০৬, হতে জুন, ২০০৯। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রকৃত সময় ব্যয় হয় জানুয়ারী ২০০৬, হতে জুন, ২০১৪। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ৩ বছর ৬ মাস নির্ধারিত থাকলেও নিমণলিখিত কারণে প্রকল্প সমাপ্ত হতে প্রকৃতপক্ষে সময় ব্যয় হয় ৮ বছর ৬ মাস। ফলে প্রকল্পে টাইম ওভাররান হয় ৫ বছর, যা মুল অনুমোদনের ২৪২.৮৬ %।

(ক) প্রকল্পের গাজীপুর জেলা অংশের পাইপলাইন পথসত্বের (এল.এ কেস নং- ৫/২০০৬-২০০৭) এর কয়েকজন সংক্ষুব্ধ ভূমি মালিক মহামান্য হাইকোর্টে তিন পর্যায়ে রীট পিটিশন দায়ের করে। ফলে দীর্ঘ আইনী লড়াই শেষে নির্ধারিত সময়ে ভূমি পেতে বিলম্বিত হয়।

(খ) ধনুয়ায় এমএমএস স্থাপনের লক্ষ্যে বিগত ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হলেও কারিগরি মূল্যায়নকালে দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রাপ্ত ৭ টি দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবানের পরামর্শ প্রদান করে। তদনুযায়ী ২০১১ সালের শেষ নাগাদ পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। গত ৩০-০১-২০১২ তারিখে ৪টি দরপত্র গ্রহণ করা হয় এবং কারিগরী মূল্যায়ন শেষে এডিবি তে আর্থিক প্রস্তাব খোলার অনুমতি চেয়ে প্রেরণ হলে এডিবি অধিকতর মূল্যায়নের জন্য ২ দফায় জিটিসিএল কে পত্র প্রেরণ করে যে কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশী সময় প্রয়োজন হয়।

(গ) গত ৫-১-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত আগষ্ট ২০১৩ - জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দেশব্যাপী অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। উক্ত সময়ে ধনুয়ায় এমএমএস এর ঠিকাদার এবং স্থানীয় প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ, মালামাল ও যন্ত্রপাতি সাইটে মবিলাইজেশন, বন্দর থেকে খালাস করে যন্ত্রপাতি সাইটে পরিবহন করতে না পারায় কাজ করা সম্ভব হয়নি ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরী হয়।

১৩। আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় মনোহরদী হতে ধনুয়া এবং এলেঙ্গা হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত ৩০ইঞ্চি ব্যাসের ৫১ কিঃমিঃ পাইপলাইন স্থাপন এবং ধনুয়ায় ১টি Metering & Manifold Station (MMS) স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামোর কাজ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ১১.১)।

১৩.২ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তি বিষয়ে আরো উদ্যোগী হতে হবে (অনুঃ১১.২)।

১৩.৩ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি না পায় সেজন্য প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে (অনুঃ১১.৩)।

‘সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ অক্টোবর, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : ‘সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন’

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

৪। প্রকল্পের এলা কা : জেলা- সুনামগঞ্জ, উপজেলা-ধর্মপাশা।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (গ্যাস উন্নয়ন তহবিল)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (গ্যাস উন্নয়ন তহবিল)	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (গ্যাস উন্নয়ন তহবিল)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০২৫.০০ ৮০২৫.০০	৭৫৩৫.০০ ৭৫৩৫.০০	৬৩৫৬.১৪ ৬৩৫৬.১৪	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারি,২০১১ হতে অক্টোবর,২০১৩	জানুয়ারি, ২০১১ হতে অক্টোবর, ২০১৩	-	৪ মাস (১৩.৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী কাজ/অংগ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
১	ঘর, গোডাউন, ইয়ার্ড, ভূমি ভাড়া ও ক্যাম্প সেটিং		৬.০০		৫.৪৭৫(৯১.২৫)
২	কাস্টমস্ ডিউটি/ভ্যাট		৪০০.০০		২১৩.০৪৬(৫৩.২৬)
৩	টেলিফোন বিল (মোবাইল ও ল্যান্ড ফোন)		২.০০		১.৩০৬(৬৫.৩০)
৪	পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য লুব্রিকেন্ট		৫৪০.০০		৫৩২.০৩৮(৯৮.৫২)
৫	বীমা (আমদানিকৃত মেশিনারি ও ইকুপমেন্টের ওপর ২.৫%)		৬০.০০		৫৮.৯৬৩(৯৮.২৭)
৬	ব্যাংক চার্জ (আমদানিকৃত মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টের ওপর ১%)		২৭.০০		১৮.৮০৪(৬৯.৬৪)
৭	স্টেশনারী/সীল/ স্ট্যাম্প		২.০০		১.৯২৬(৯৬.৩)
৮	বইপত্র ও সাময়িকী		০.৫০		০.৩৯৪(৭৮.৮)
৯	দরপত্র নোটিশ প্রচার ও দরপত্র মূল্যায়ন খরচ		১৩.০০		১২.৮২৫(৯৮.৬৫)
১০	আপ্যায়ন খরচ		২.০০		১.৯৭৬(৯৮.৮)
১১	রিগ মোবিলাইজেশন ও ডি- মোবিলাইজেশন খরচ		১৮৫.০০		১৭৩.৪৮৭(৯৩.৭৮)
১২	অনিয়মিত শ্রমিক		১৫০.০০		১৪৬.৭১৫(৯৭.৮১)
১৩	**কেমিক্যাল ক্রয় (আমদানি)**				

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী কাজ/অংগ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
	এপিআই গ্লাস জি সিমেন্ট	৩০০ মে:টন	৬৮.০০	৩৬০ মে:টন	৬৭.০০(৯৮.৫২)
	সিমেন্ট এডিটিভস্	১ লট	৫০.০০	১লট	৪৬.৩৮(৯২.৭৬)
	মাড কেমিক্যালস ও রিএজেন্ট, এপারেটাস, কমপ্লিশন কেমিক্যালস	১লট	৪৯০.০০	১লট	২৬৩.৭০(৫৩.৮১)
১৪	**পরামর্শক সেবা (থার্ড পার্টি সার্ভিস)**				
	ওয়ার লগিং সার্ভিসেস	১লট	৯৫৫.০০	১লট	৯৫৪.৬৭(৯৯.৯৭)
	ডিএসটি সার্ভিসেস/প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিসেস	১লট	১৯৫.০০	১লট	১৯৩.০৯(৯৯.০২)
	সিমেন্টেশন সার্ভিসেস (ইকুইপমেন্ট সহ)	১লট	৯০.০০	১লট	৪৯.৯০(৫৫.৪৪)
	ফরেন এক্সপার্ট সার্ভিস		২২.০০		২০.৪০(৯২.৭২)
১৫	পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা		৬.০০		৫.৯৬(৯৯.৩৭)
১৬	**অন্যান্য খরচ**				
	জেটি খরচ, সিএন্ড এফ কমিশন ও শিপিং চার্জ		১৫.০০		১৪.২৬৯(৯৫.১২)
	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন ফি		১২.০০		৬.২৮৩(৫২.৩৫)
	বিবিধ খরচ (ফিল্ড মেসিং,কনভেন্স ইত্যাদি)		১১০.০০		১০৭.৩৮১(৯৭.৬১)
১৭	সড়ক ও সংযোগ সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ		৩৭.০০		৩১.১১২(৮৪.০৮)
	উপমোট: রাজস্ব		**৩৪৩৭.৫০**		**২৯২৭.১০(৮৫.১৫)**
১৮	**যানবাহন ভাড়া**				
	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	৩৩.০০	১টি	৩২.৪৯৮(৯৮.৪৭)
	মাইক্রোবাস ভাড়া	১টি	২৬.০০	১টি	২৪.৬৩৯(৯৪.৭৬)
১৯	**যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী (আমদানি)**				
	(ক)মাড লগিং ইউনিট (এক্সেসরিজ সহ)	১ সেট	১৮০.০০	১ সেট	১৭৯.১০(৯৯.৫০)
	(খ) ড্রিলিং সামগ্রী				
	কেসিং (বিভিন্ন আকারের)	১ লট	৯৯৫.০০	১ লট	৯৯৩.০০(৯৯.৮০)
	ওয়েল হেড এন্ড এক্স মাস ট্রি, ওয়েল হেড কন্ট্রোল প্যানেল	১ সেট	২৩৮.০০	১সেট	২৩৭.৮১(৯৯.৯২)
	ড্রিল বিট (বিভিন্ন আকারের)	১ লট	২৪৫.০০	১লট	২৪৪.৮০(৯৯.৯৯)
	কেসিং এক্সেসরিজ ও লাইনার হ্যাংগার	১ লট	১৩১.০০	১লট	১৩০.৪৬(৯৯.৫)
	ড্রিল স্ট্রিং কম্পোনেন্টস্		২০০.০০	বাপেক্সের নিজস্ব স্টক থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।	-
	ডাউন হোল ইকুইপমেন্টস্		৪০.০০	একই	-
	ওয়েল সার্ভিসিং টুলস্	১ সেট	১০০.০০	একই	-
	বিবিধ (রিগ, ড্রিলিং মালামাল ও নিরাপত্তা গিয়ার)	১ লট	২০০.০০	একই	-
২০	**(গ) রিগ মেইনটিন্যান্স**				
	রানিং স্পেয়ারস এন্ড ইকুপমেন্ট (রিগ)	৫ লট	১৭০.০০	৫ লট	১৬৯.২৯(৯৯.৫৮)
	ইলেকট্রিকাল স্পেয়ারস এন্ড ইকুপমেন্টস	৪ লট	৩৩০.০০	৪ লট	৩২৮.৮৫(৯৯.৬৫)
	স্পেয়ার পার্টস (হেভী ভেহিক্যাল ও ক্রেন)	১ লট	৪৪.৫০		.০৫(.১১)
	মেশিনারি ও ইকুপমেন্ট		৭.৫০		.৫০(৬.৬৭)
	টেস্টিং মেটিরিয়ালস্ ও ব্রিজ প্লাগ	১ সেট	২৬.০০	১ সেট	২৫.৪৬(৯৭.৯২)
২১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১ সেট	৬.৫০	১ সেট	৬.৪৯১(৯৯.৮৬)
২২	অফিস সামগ্রী	১ লট	৪.০০	১ লট	৩.৯০২(৯৭.৫৫)
২৩	ফার্নিচার		১৩.০০		১২.৬৭৩(৯৭.৪৮)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) অনুযায়ী কাজ/অংগ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
২৪	বৈদ্যুতিক স্পেয়ারস্ ও ইকুপমেন্টস্, আরইবি সংযোগ (বিল সহ)		১২৩.৫০		৮৮.৪৫৮(৭১.৬২)
২৫	অন্যান্য (স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মালামাল, যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ারস্)		১০.০০		৯.৯৪(৯৯.৪)
২৬	**ভূমি অধিগ্রহণ/ভূমি হুকুম দখল**				
	ভূমি হুকুমদখল (রাইট অব ওয়ে ও সংযোগ সড়কের জন্য)	৪.৫৪ হেক্টর	১৮.০০	৪.৫৪ হেক্টর	১৬.২২৯(৯০.১৬)
২৭	**পূর্ত কাজ**				
	ভূমি উন্নয়ন		৩০৫.০০		৩০৪.২৮৬(৯৯.৭৬)
২৮	**অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো**				
	রিগ ফাউন্ডেশন, মেশিনারি ফাউন্ডেশন, এনসিলারিজ ফাউন্ডেশন ও ওয়েল সাইট কনস্ট্রাকশন	৩৬০০ বর্গ মি:	১২২.০০	৩৬০০ বর্গ মি:	১২১.৮৯২(৯৯.৯১)
	ডিপ টিউবওয়েল ফাউন্ডেশন ও সিংকিং	১টি	৬০.০০	১টি	৫৭.৩০(৯৫.৫০)
	ওয়েল সাইট ইয়ার্ড, ক্যাটওয়ার্ক ইত্যাদি	২০০০ বর্গ মি:	৩৯.০০	২০০০ বর্গ মি:	৩৮.৮৭৩(৯৯.৬৭)
	জেনারেটর গোডাউন ও কেমিক্যাল গোডাউন	১০০০ বর্গ মি:	৮০.০০	৯০২ বর্গ মি:	৭২.২২৩(৯০.২৭)
	অফিসার এন্ড স্টাফ শেড, ক্যারাভান ফাউন্ডেশন ইত্যাদি	১০০০ বর্গ মি:	৩৫০.০০	৯৪২বর্গ মি:	৩২৯.৮৪৫(৯৪.২৪)
২৯	পল্লী সড়ক, কালভার্ট ডাইভারশন রোড, বেইলী ব্রীজ		০.৫০		০.৪৭৭(৯৫.৪০)
	মুলধন		**৪০৯৭.৫০**		৩৪২৯.০৪৬(৮৩.৬৮)
	সর্বমোট : রাজস্ব+মূলধন		**৭৫৩৫.০০**		**৬৩৫৬.১৪(৮৪.৩৫)**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন।

৭। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৭.১। **পটভূমি:**

দেশে তেল ও গ্যাসের চাহিদা ও এর ব্যবহারের মধ্যে ঘাটতি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন নতুন তেল/গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কারের অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩ টি ব্লকে বিভক্ত করেছে। পরবর্তীতে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর আওতায় সকল ব্লক আন্তর্জাতিক দরপত্রের জন্য উন্মুক্ত করা হয় । সে সময় বাপেক্সেকে কোন ব্লকের বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। বাপেক্স তার সৃষ্টির পর হতেই ব্লক পাওয়ার জন্য পেট্রোবাংলা ও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে আবেদন জানিয়ে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২৫ মে ২০০৩ তারিখে বাপেক্সকে ১১ নং ব্লক ও ১৮ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে ৮ নং ব্লক বরাদ্দ প্রদান করে। বাপেক্সের ভূ-বৈজ্ঞানিকগণ পেট্রোবাংলা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা সম্পাদিত গ্রাভিটি ম্যাগনেটিক, এরো ম্যাগনেটিক ও সাইসমিক সার্ভের ইন্টারপ্রিটেশন দ্বারা সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বনের রিজার্ভ হিসবে ১১ নং ব্লক ও ৮ নং ব্লকে হাইড্রোকার্বনের দু'টি লিডস ও প্রসপেক্টস্ আবিস্কার করে।

সুনেত্র প্রসপেক্ট ১১ ও ১২ নং ব্লকে অবস্থিত এবং বাপেক্স কর্তৃক সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা জেলায় ২৫৯ লাইন কিলোমিটার ৩০ ফোল্ডের ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন করা হয়েছে। সুনেত্র স্ট্রাকচার ছাতক গ্যাস ফিল্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে (৫৯ কিলোমিটার) এবং বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উত্তর-পশ্চিমে (৬৯ কিলোমিটার) অবস্থিত। স্ট্রাকচারটি সুরমা বেসিনের পশ্চিম

প্রান্তে অবস্থিত। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্যাস ফিল্ড আবিস্কৃত হওয়ায় সুরমা বেসিন গ্যাসের একটি উত্তম রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের ৯০০ মিটার ভাটিতে অবস্থিত। সুরমা বেসিনের দক্ষিণ প্রান্তে কূপ খনন করা হলেও পশ্চিম প্রান্তে কোন কূপ খনন করা হয়নি। সুনেত্র স্ট্রাকচারের সম্ভবনা, ঝুঁকি ও প্রাক্কলিত উত্তোলনযোগ্য হাইড্রোকার্বনের মজুদ বিবেচনায় এ স্ট্রাকচারে ৩৭০০ (১০০ ±) গভীরতা সম্পন্ন একটি অনুসন্ধানমূলক কূপ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে সুনেত্র স্ট্রাকচারে বাণিজ্যিক গ্যাসের রিজার্ভ নিরূপণের লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ৮০২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৪ জুন ২০১২ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ৭৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারি ২০১১- অক্টোবর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপিতে কূপের টার্গেট খনন গভীরতা ৪৬৮৩ মিটার ধরা হয়েছে।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনেত্র স্ট্রাকচারে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করা এবং তেল/গ্যাস আবিস্কারের লক্ষ্যে কূপের পরীক্ষা পরিচালনা করা।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত কাজ সরেজমিনে পরিদশর্নের জন্য আইএমইডি'র উপপরিচালক (জ্বালানী) জনাব মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক গত ২২ মে ২০১৪ তারিখে ঢাকায় বাপেক্সের প্রধান কার্যালয় ও ২৩ মে ২০১৪ তারিখে সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: নুরুল ইসলাম, উপ মহা-ব্যবস্থাপক, বাপেক্স এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অফিসিয়ালগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের শুরু হতে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
সুনেত্র স্ট্রাকচারে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করা। তেল/গ্যাস আবিস্কারের লক্ষ্যে কূপের পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং সর্বোপরি তেল/গ্যাস আবিস্কার করা।	সুনেত্র স্ট্রাকচারে অনুসন্ধান কূপের খনন কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। তবে খননের পরে কোন গ্যাস আবিস্কৃত হয়নি বিধায় কূপের পরীক্ষা পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়নি। এটিকে শুষ্ক কূপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ বাস্তবায়নের বিবরণঃ

১০.১। জমি হুকুম দখল:

প্রকল্পের কূপ খননের এলাকা নির্ধারণের পর খনন এলাকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিপরীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে জমি হুকুমদখল করা হয়। বাৎসরিক একর প্রতি ৬০,০০০.০০ টাকা ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এ জমি হুকুদদখল করা হয়। হুকুদদখলে ব্যয় হয়েছে ১৬.২২ লক্ষ টাকা যা এ খাতে বরাদ্দের ৯০.১৬%।

১০.২। **মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট (আমদানি):**

ড্রিলীং, মাড লগিং, রিগ মেইনটিন্যান্স এর মালামাল সংগ্রহের জন্য আরডিপিপিতে মোট ২৯০৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৩০৯.৩২ লক্ষ টাকা যা এ খাতে সংস্থানের ৭৯.৩৪% । ড্রিলিং এর কিছু মালামাল বাপেক্সের নিজস্ব স্টক থেকে ব্যবহার করায় এ খাতে সব অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়নি।

১০.৩। **পূর্ত কাজ:**

প্রকল্পের পূর্ত কাজের মধ্যে গোডাউন, লিংক/ডাইভারসন রোড (বিদ্যমান ও নতুন), অফিস, স্টাফ ক্যাম্প, রিগ ফাউন্ডেশন ও ওয়েল সাইট কনস্ট্রাকশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ওয়েল সাইট ইয়ার্ড, ক্যাটওয়ার্ক, পাইপ র্যাছক, সারফেস ড্রেইন, টয়লেট, সেফটি ট্যাংক, সোকওয়েল ইত্যাদি কার্য সম্পন্নের জন্য আরডিপিপিতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৭০.১১ লক্ষ টাকা।

১০.৪। **ড্রিলিং কার্যক্রম:**

অনুসন্ধান কূপ খনন করার জন্য ২০১২ সালের মে মাসে ড্রিলিং রিগ ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে কূপ সাইটে আনা হয়। ০৮ জুলাই ২০১২ তারিখে রিগ আপ করা হয়। রিগ আপের পর খনন এলাকা সহ প্রকল্প এলাকা বন্যার পানিতে ডুবে যায়। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ১০ আগষ্ট ২০১২ তারিখে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের হোল খনন করার মাধ্যমে কূপের খনন কাজ শুরু হয়। ১১ আগষ্ট ২০১২ তারিখে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের কন্ডাক্টর কেসিং করা হয়। এরপর ২৭-২৯ আগষ্ট ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ১২.২৫ ইঞ্চি ব্যাসের পাইলট হোল ২০০ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়। ৩১ আগষ্ট -০১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সময়ে ২০১ মিটার পর্যন্ত ২৬ ইঞ্চি ব্যাসের হোল করা হয়। ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের কেসিং রান করানোর পর সিমেন্টেশন করা হয়। ২০ ইঞ্চি ব্যাসের কেসিং সু ১৯৮ মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয়। সিমেন্ট ড্রিলিং এর মাধ্যমে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ১৭.৫০ ইঞ্চি ব্যাসের হোল ড্রিলিং শুরু করা হয় এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ অবধি ১৪০৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ড্রিলিং করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ১৩.৩৭ ইঞ্চি ব্যাসের কেসিং রান শুরু করা হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সিমেন্টেশন করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ১২.২৫ ইঞ্চি ব্যাসের হোল সেকশনের খনন কাজ শুরু হয় এবং ২৩ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ৩১৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ওয়্যার লাইন লগিং শুরু হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ৯.৬২ ইঞ্চি ব্যাসের কেসিং সিমেন্টেশনের মাধ্যমে উক্ত সেকশন শেষ করা হয়। ০৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ৮.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হোল সেকশনের খনন কাজ শুরু হয় এবং ১১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৪৪৯৯ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয়।

১২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে Wiper Trip এর সময় ৪৩৪৪ মিটার গভীরতায় স্ট্রীং আটকে যায়। আটকে যাওয়া স্ট্রীং মুক্ত করার জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালানো হয়। অপারেশনে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ৩১.৯১ মিটার Fish Well Bore এ রেখে ৪৩১২ মিটার গভীরতা থেকে Back off করা হয়। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৪২৬৩ মিটার গভীরতা থেকে ৪৩০৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সাইড ট্রাক করা হয়। সাইড ট্রাক সফল না হওয়ায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৪৩৪২.৪৬ মিটার গভীরতা থেকে পুনরায় সাইড ট্রাকিং শুরু হয়। ০৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে ৪৬৮৩ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ড্রিলিং করার পুনরায় ড্রিলিং স্ট্রিং আটকে যায়। ১৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে ৩৪ .৫৪ মিটার Fish Well Bore এ রেখে ৪৬৪২ মিটার গভীরতা থেকে Back off করা হয়। পরবর্তীতে ড্রিলিং, মাড লগিং, ওয়ার লাইন লগিং এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক কোন সম্ভাবনাময় গ্যাস জোনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় ১৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে ৩২০০-৩০০০ মিটার ও ১৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে ৯৫৮-৭৫৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সিমেন্ট প্লাগের মাধ্যমে কূপকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

১১। **পর্যবেক্ষণঃ**

১১.১। সুনেত্র স্ট্রাকচারে প্রত্যাশিত তেল/গ্যাসের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ স্ট্রাকচার ছাতক গ্যাস ফিল্ড ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের সন্নিকটে বিদ্যমান হওয়ায় এবং পূর্ববর্তী সাইসমিক সার্ভের ফলাফলে গ্যাসের একটি উত্তম রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত সুরমা বেসিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এরূপ একটি সম্ভাবনাময় স্ট্রাকচারে তেল/গ্যাস আবিস্কারের প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার পেছনে কারিগরি ও অন্যান্য কারণ/দিকসমূহ অনুসন্ধান/গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন। এ অনুসন্ধান/গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে এ স্ট্রাকচারে তেল/গ্যাসের অধিকতর অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১১.২। কূপ খনন কার্যক্রমে কারিগরি/যান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূল ডিপিপি মোতাবেক টার্গেট খনন গভীরতা পর্যন্ত খননের পর কোন তেল/গ্যাসের সন্ধান না পাওয়ায় বাপেক্স কর্তৃক দু'দফায় ৫২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খননের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু খননকালীন সময়ে দু'বার ড্রিল পাইপ আটকে গেলে ৪৬৮৩ মিটারের বেশী খনন করা সম্ভব হয়নি এবং সে মোতাবেক প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। অধিকতর গভীরতায় খনন কালীন সময়ে Open Hole section বেশী open থাকায় কূপে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায় এবং এর ফলে ৫২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন না করা অবধি তেল/গ্যাস না পাওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় বলে পরিদর্শনে জানা যায়। তবে ৫২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করতে সক্ষম না হওয়া তথা খননকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাপেক্সের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি কিংবা সক্ষমতার ঘাটতি ছিল কিনা তা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

১১.৩। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তেল/গ্যাস আবিস্কৃত না হলেও কূপ খননের মাধ্যমে যে ওয়ার লাইন লগিং ডেটা, রক নমুনা থেকে মূল্যবান ডেটা, রক হরাইজনের চিত্র পাওয়া গিয়েছে তা এ এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে পূর্বের থেকে আরো স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবে এবং ভবিষ্যতে নূতন গ্যাস ফিল্ড অনুসন্ধান ও উৎপাদনের পরিকল্পনায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায় । ইতোমধ্যে বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স' প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকা সহ সুনেত্র স্ট্রাকচারের সাব সারফেজ স্ট্রাকচার, স্ট্রাটিগ্রাফিক স্ট্রাকচার ও নুতন অনুসন্ধানমূলক কূপের লোকেশন অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুনেত্র স্ট্রাকচারে সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। সার্ভের ফলাফল পজেটিভ হলে এ স্ট্রাকচারে নতুন অনুসন্ধানমূলক কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.৪। প্রকল্পের ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। ২০১১-১২ সালের অডিট প্রতিবেদনে মালামাল পরিবহনে পিপিআর বহির্ভুতভাবে ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদান সহ বিল পরিশাধ করায়, টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তে দরদাতার প্রস্তাব মোতাবেক ক্রয়াদেশ জারী করায়, এলজিইডি কর্তৃক নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টাহতে সুনেত্র কূপ খনন প্রকল্পের অয়েল সাইট এলাকা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা সত্ত্বেও একই বছরে রাস্তা সংস্কার বাবদ অর্থ ব্যয় করায় এবং কাঁটা তারের বেড়া, টয়লেট, আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজে অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি সমূহ তদন্ত করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা আবশ্যক এবং ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের অডিট সম্পন্নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২। সুপারিশঃ

১২.১। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বাপেক্স কর্তৃক সুনেত্র স্ট্রাকচারে তেল/গ্যাস আবিস্কারের প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার পেছনে কারিগরি ও অন্যান্য কারণ/দিকসমূহ অনুসন্ধান/গবেষণা করে দেখা আবশ্যক;

১২.২। ৫২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করতে সক্ষম না হওয়া তথা খননকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাপেক্সের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল কিনা কিংবা সক্ষমতার ঘাটতি ছিল কিনা সে বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বাপেক্স কর্তৃক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন;

১২.৩। ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফল পজেটিভ হলে ভবিষ্যতে সুনেত্র স্ট্রাকচারে নতুন অনুসন্ধানমূলক খননের বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১২.৪। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অডিট আপত্তি সমূহ তদন্তপূর্বক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবে। একইসাথে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

2^{nd} Workover of KTL-4 at Kailashtilla Field (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** ঃ 2^{nd} **Workover of KTL-4 at Kailashtilla Field** (১ম সংশোধিত)

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড (এসজিএফএল)

৪। **প্রকল্পের এলাকা** ঃ বিভাগ-সিলেট, জেলা-সিলেট, উপজেলা- গোলাপগঞ্জ

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬৮৮.০০ ২৬৮৮.০০ -	২২৬৯.৬৮ ২২৬৯.৬৮ -	২২৬৯.৬৮ ২২৬৯.৬৮ -	ডিসেম্বর,২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১২	ডিসেম্বর,২০১১ হতে অক্টোবর,২০১৩	ডিসেম্বর ২০১১ হতে অক্টোবর,২০১৩	-	১০ মাস (৮৩.৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ**

(আর্থিক পরিমাণ ঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি (আরডিপিপি) মোতাবেক কাজের অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	ব্যাংক চার্জ	থোক		০.৩৯		০.৩৯
২	বিজ্ঞাপন ও পাবলিসিটি	থোক		০.০৪		০.০৪
৩	আপ্যায়ন	থোক		০.৩৪		০.৩৪
৪	ক্যাজুয়েল লেবার	সংখ্যা	৪৪০	১.০৫	৪৪০	১.০৫
৫	ওয়ার্কওভার অপারেশন	সংখ্যা	১টি কূপ	১৬৩১.৩৪	১টি কূপ	১৬৩১.৩৪
৬	থার্ড পার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	থোক	১টি কূপ	৫৪১.১৯	১টি কূপ	৫৪১.১৯
৭	মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টস্/ টুলস্	লট		৭২.১৯		৭২.১৯
৮	লোকাল মেটিরিয়ালস্ ফর ওয়ার্কওভার	থোক		২২.৭১		২২.৭১
৯	বিদ্যমান রিগ ফাউন্ডেশনের রিপেয়ার ও মেইনটিন্যান্স	থোক		০.৪৩		০.৪৩
	সর্বমোট =			২২৬৯.৬৮		২২৬৯.৬৮

৭। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

৭.১। পটভূমি:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডের KTL-4 কূপটি ১৯৯৬ সালে খনন করার পর প্রতিদিন ২৪-২৬ মিলিয়ন কিউবিক ফিট হারে গ্যাস উত্তোলন করা হত। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন উত্তোলিত গ্যাসের সাথে পানি ও লবনাক্ততার মিশ্রণ ছিল যথাক্রমে ০.১৬ BBL/MMSCF ও ১০ PPM। এরপর ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পানি ও লবনাক্ততার পরিমাণ ক্রমশ: বাড়তে থাকে যা পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৪ BBL/MMSCF ও ১০০০০ PPM এ উন্নীত হয়। গ্যাসের সাথে অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার কারণে ২০০২ সালে কূপটির রেমিডিয়েল কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে উক্ত কূপের পানি-গ্যাস সংস্পর্শের স্থান চিহ্নিতকরণের পর লোয়ার জোনের আনপারফোরেট আপার অংশে টিউবিং পারফোরেশনের মাধ্যমে কূপের রেমিডিয়েল -এর কাজ সমাপ্ত করা হয়। রেমিডিয়েল কাজের পর প্রতিদিন গ্যাসের সাথে পানি ও লবনাক্ততার পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৩.৪ BBL/MMSCF ও ৮৭০০ PPM। কিন্তু জানুয়ারি ২০০৩ হতে পানি ও লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে এ কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন কমে যায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিগত ২৪ মার্চ ২০০৪ তারিখে পেট্রোবাংলা, এসজিএফএল, বাপেক্স ও বিজিএফসিএল-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভাতে KTL-4- কূপের ওয়ার্কওভারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । বাপেক্স উক্ত ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্ন করে। ওয়ার্কওভার কাজের পর প্রতিদিন ১৫ MMSCF গ্যাস উৎপাদিত হতে থাকে। এ সময় ফিল্ড ওয়েল হেড প্রেশার ছিল ২৮০০ Psig, পানির পরিমাণ ০.২২ BBL ও লবনাক্ততা ৩৫ PPM। তবে নভেম্বর ২০১০ হতে পানি ও লবনাক্ততার পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ফিল্ড ওয়েল হেড প্রেশার ক্রমশ কমতে থাকে। ২ নভেম্বর ২০১০ তারিখে পানির ও লবনাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.৫ BBL/MMSCF ও ৬৭২০ PPM। অধিকন্ত এসময় পানিতে trace quantity বালু দেখা যায় । এ পরিস্থিতিতে চোক সাইজ হ্রাসের মাধ্যমে গ্যাসের উ ৎপাদন প্রতিদিন ১৫ MMSCF হতে ৭ MMSCF এ কমানো হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ওয়েল হেড প্রেশার কমতে থাকে এবং পানি ও লবনাক্ততার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে গ্যাস উৎপাদন ১ MMSCF এ নেমে যায় এবং পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ BBL এ উন্নীত হয় । এ পরিস্থিতিতে ২৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাতে KTL-4 কূপের ২য় দফা ওয়ার্কওভারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মূল ডিপিপি ২৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় ০২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে।

৭.২। উদ্দেশ্য:

ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে KTL-4 কূপ পুনরায় উৎপাদনক্ষম করা এবং কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৮। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ৫-৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ রওনাকুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, এসজিএফএল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে KTL-4 কূপ পুনরায় উৎপাদনক্ষম করা এবং কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	ওয়ার্কওভার অপারেশনের পর KTL-4 কূপ পুনরায় উৎপাদনক্ষম হয়েছে এবং কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ** বাস্তবায়নের **বিবরণ ঃ**

প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক ওয়ার্কওভার অপারেশন (মাড ও সিমেন্টেশন সহ) এর জন্য বাপেক্সকে নিয়োজিত করা হয়। এ লক্ষ্যে বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে গত ২৯ মে ২০১২ তারিখে ২৩,৩৬,৯৫,০০০.০০ (তেইশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা চুক্তিমূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে কূপের সাইটে P-৮০ রিগের মোবিলাইজেশন শুরু করা হয় এবং ওয়ার্কওভার অপারেশন শুরু হয় ০৭ মে ২০১২ তারিখে। KTL-4 কূপে ইত:পূর্বে স্থাপিত কমপ্লিশন স্ট্রিং তোলার পর ২৮৭০ মিটার পর্যন্ত সিমেন্টেশন করা করা হয়।

বাপেক্সের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ও পরবর্তীতে ওয়ার্কওভার প্লান অনুয়াযী ওয়ার্কওভার কাজ ৯০ দিনে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত KTL-4 কূপের ৩২০০ মিটার গভীরতায় একটি তেলের স্তর থাকতে পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ২৬৫৪.৬৮ মিটার গভীরতায় ইত:পূর্বে স্থাপিত প্যাকার উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্যাকার উত্তোলনের সময় এটি কূপের মধ্যে আটকে যায়। বিভিন্ন ধরণের Retrieving tools ব্যবহার করেও প্যাকার বের করে আনা সম্ভব হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্যাকারের গভীরতা পর্যন্ত সীল করে উক্ত কূপের উপরের স্যান্ড সমূহে ওয়ার লগিং সম্পাদন করা হয়। ওয়ার লগিং সম্পাদন করার পর ১০ আগষ্ট ২০১২ তারিখে নূতন গ্যাস স্যান্ডে ২৭২২.৩৪ - ২৭২৭.৮০ মিটার এবং ২৭১০.২০ -২৭১২.১২ মিটার গভীরতায় পারফোকেশন করা হয়। ১৭ আগষ্ট ২০১২ হতে ২৫ আগষ্ট ২০১২ পর্যন্ত নূতন গ্যাস স্যান্ডে ডিএসটি (নূতন গ্যাস স্যান্ড পরীক্ষা) সম্পন্ন করা হয় এবং পরীক্ষামূলক গ্যাস উত্তোলনের কাজ শুরু করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ২৬৯৮-২৭৩০ মিটার গভীরতায় নতুন গ্যাস স্যান্ডে KTL-4 কূপের ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ওয়ারলগিং, ডিএসটি অপারেশন, স্লিকলাইন অপারেশন বাপেক্স নিয়োজিত বিদেশী পরামর্শক সম্পন্ন করেছে। সিমেন্টেশন ও ওয়েল টেস্টিং সম্পন্ন করেছে বাপেক্স। ২০০৯-১০ সালে সমাপ্ত হরিপুর (সিলেট) ৭ নং কূপের সাশ্রয়কৃত মালামাল (মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টস্/টুলস্) এ প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় নূতন করে এ বাবদ কোন মালামাল/সংগ্রহ করতে হয়নি।

১১। <u>পর্যবেক্ষণ</u> :

১১.১। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের KTL-4 কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ হতে প্রাথমিকভাবে জাতীয় গ্রীডে প্রতিদিন ১৭-২০ MMSCF হারে গ্যাস এবং গ্যাসের সাথে প্রতিদিন ১৭০ ব্যারেল ভারী কনডেনসেট ও ১০০ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিদর্শনের দিন ১৩.৫২৮০ MMSCF গ্যাস, ১২৫.৮৮ ব্যারেল ভারী কনডেনসেট ও ৯.৪৩৪ ব্যারেল লাইট কনডেনসেটের উৎপাদন রেকর্ড করা হয় । প্রক্রিয়াজাত গ্যাস উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে এবং ভারী কনডেনসেট সুপাররিফাইনারী ও এনজিএল আরপিজিসিএল এর নিকট বিক্রি করা হচ্ছে। গ্যাস ও হাইড্রোকার্বন লিকুইড বিক্রির মাধ্যমে এসজিএফএল এর রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কূপ হতে আগামী ৫/৬ বছর প্রতিদিন ন্যূনতম ১০ MMSCF হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে পরিদর্শনে জানা যায়। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এসজিএফল এর কারিগরি পারসোনালগণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন থার্ড পার্টি সার্ভিসেস (ওয়ার লাইন লগিং, ডিএসটি ও স্লিকলাইন অপারেশন) কোম্পানির সাথে কাজ করার মাধ্যমে এ বিষয়ে যে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করেছেন তা ভবিষ্যতে গ্যাস কূপ খনন কর্মকান্ডে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

১১.২। ওয়ার্কওভারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৯০ দিন নির্ধারিত থাকলেও উক্ত সময়ে তা সম্পন্ন করার যায়নি । কেননা ওয়ার্কওভার অপারেশন শুরুর পূর্বে নূতন একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম অর্থ্যাৎ KTL-4 কূপের ৩২০০ মিটার গভীরতায় একটি তেলের স্তর নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি যোগ হয়। যদিও কারিগরি ও যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে এটি করা যায়নি কিন্তু এ কাজের জন্য অতিরিক্ত ৬২ দিন সময় ব্যয় হয় এবং এর ফলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন হলেও বাপেক্স কর্তৃক থার্ড পার্টি সার্ভিসের জন্য চূড়ান্ত Invoice পেশ না করায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা যায়নি এবং প্রকল্পের মেয়াদ ১০ মাস বৃদ্ধি করতে হয়েছে । উল্লেখ্য যে, বাপেক্স কর্তৃক বর্তমানে বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে কূপ খনন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনাকাংখিত বিলম্ব পরিহারে জন্য বাপেক্সের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১১.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের ২০১১-১২ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি ।জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/এসজিএফএল কর্তৃক উক্ত অডিট সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সহ অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২। সুপারিশ :

১২.১। এসজিএফএল KTL-4 কূপের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার বিষয়টি অব্যাহত রাখবে;

১২.২। বাপেক্স ভবিষ্যতে কূপ খনন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট Invoice/ডকুমেন্টস যথাসময়ে দাখিল করার বিষয়ে যত্নবান হবে;

১১.৩। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/এসজিএফএল আলোচ্য প্রকল্পের ২০১১-১২ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সহ অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র পুন: উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (সংশোধিত) শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)
(সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত)

১। প্রকল্পের নাম : বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র পুন: উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)

২। উদ্যোগী বিভাগ / মন্ত্রণালয় : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

৪। প্রকল্পের এলাকা : উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১২৭৫০.০০	১২৭২৫.০০	১১৯৪৫.৮১	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	(-)৮০৪.১৯* (৬.৩০%)	৫ বছর ৬ মাস (২২০%)

* প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৮০৪.১৯ লক্ষ টাকা কম।

৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ প্রকল্পের পটভূমি:

১৯৬২ সালে শেল ওয়েল কোম্পানি কর্তৃক বাখরাবাদ ১ নং গ্যাস কূপ খননের মাধ্যমে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১-৮২ সালে বাখরাবাদ ২, ৩, ৪ ও ৫ নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এ ফিল্ড হতে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাসের উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে আরো তিনটি কূপ (বাখরাবাদ ৬,৭ ও ৮ নং) খনন করা হয়। কূপের ওয়েল হেড প্রেশার পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাওয়ায় এবং কূপ হতে অত্যধিক পরিমানে পানি নির্গমন হওয়ার কারণে বাখরাবাদ ২, ৪, ৫ ও ৬ নং কূপ যথাক্রমে জুন ১৯৯৯, জুন ১৯৯৮, মে ১৯৯৭ ও আগষ্ট ১৯৯৮ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়। উক্ত কূপ সমূহ বন্ধ করে দেয়ার সময় এ ফিল্ডের অপর ০৪ টি কূপের (১, ৩, ৭ ও ৮ নং) প্রতিদিনের সম্মিলিত গড় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট (এমএমসিএফ)। উল্লেখ্য, কূপ সমূহের মধ্যে যেগুলো বাখরাবাদ স্ট্রাকচারের 'Up-dip position' এ অবস্থিত সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে 'Flank position' এর কূপ সমূহ এক সময় বন্ধ করে দেয়া হয়।

বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে বিভিন্ন সময়ে গ্যাস কুপ খননের মাধ্যমে মোট ১০টি গ্যাস স্যান্ড জোন যথা: A, B,C, D(upper), D(lower), F, G, J, K ও L আবিস্কার করা হয়। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ বিবেচনায় B ,D(upper), D(lower), G ও J-কে মুখ্য গ্যাস স্যান্ড জোন এবং A, C ,F, K ও L-কে গৌণ গ্যাস স্যান্ড জোন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে G স্যান্ড হতে বাখরাবাদ ৩নং কূপের মাধ্যমে ও J স্যান্ড হতে বাখরাবাদ ১, ৭ ও ৮ নং কূপের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

বাখরাবাদ ফিল্ডের কূপসমূহ একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়া তথা সামগ্রিকভাবে গ্যাসের উৎপাদন কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের পুন: উন্নয়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ও বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কূপের ডেটা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

কমিটি হাইড্রোকার্বন ইউনিটের গ্যাস মূল্যায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় মতামত ব্যক্ত করে যে, বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের B ও D স্যান্ড জোনে মোট উত্তোলনযোগ্য ২১৮.২৬ বিলিয়ন কিউবিক ফিট (বিসিএফ) গ্যাস মজুদের মধ্যে ৮৪.৬০ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। কমিটি এ মর্মে মতামত প্রদান করে যে, B ও D(upper) স্যান্ড জোনে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ৬৭.০০ বিসিএফ। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বাখরাবাদ ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ১০৪৯.০০ বিসিএফ যার মধ্যে জুলাই ২০০৬ পর্যন্ত ৬৫৭.০৪ বিসিএফ উত্তোলন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ০৪ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে পেট্রোবাংলাতে বিজিএফসিএল, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড, বাপেক্স, হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও পেট্রোবাংলার অংশগ্রহনে একটি কারিগরি কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপরে বর্ণিত কমিটি'র সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে একটি নতুন কূপ (বাখরাবাদ ৯ নং) ও দু'টি বিদ্যমান কূপের (বাখরাবাদ ২ ও ৫নং) ওয়ার্কওভারের/পুন:সম্পাদনের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের মূল ডিপিপি মূল ডিপিপি ১১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পরামর্শক সেবা ও থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের কিছু অংশ বাপেক্স হতে গ্রহণ করায় , কূপের ড্রিলীং ও ওয়ার্কওভার কাজ, খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায়, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ ও এআইটি/ভ্যাট খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, কূপের ওয়ার্কওভার মালামাল ও জমি অধিগ্রহণে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং রাজস্ব ও মূলধন খাতের অপর কিছু খাতে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। ২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দু'বার বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমবার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এবং ২য় বার জুন ২০১৪ পর্যন্ত (প্রকল্পের সংশোধনের সময়) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৬.২ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহ এ ফিল্ডের গ্যাস রিজার্ভারের প্রকৃত অবস্থা জানা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন করা।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- বাখরাবাদ ফিল্ডে বিদ্যমান ২ ও ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার/পুন:সম্পাদন করা;
- একটি নতুন উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (বাখরাবাদ ৯ নং) খনন করা;
- আনুষংগিক সুবিধাদি সহ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা।

৮। প্রকল্প পরিচালক:

বিজিএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোস্তফা কামাল পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ - ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই)বিভাগের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ পরিচালক (জ্বালানী) মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক ০৩-০৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তগণ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

১০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :** পরিশিষ্ট 'ক'

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:**

১১.১ **পরামর্শক সেবা :**

মূল ডিপিপি মোতাবেক ০৪ টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলীং/ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিষ্ট, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: ড্রিলীং ও কমপ্লিশন, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: ওয়ার্কওভার ও পুন :সম্পাদন) মোট ১৩ জনমাসের বৈদেশিক পারমর্শকের জন্য ৪৬৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল।

আরডিপিপিতে স্থানীয় ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) হতে মোট ৭.৩৪ জনমাস (ড্রিলীং সুপারভাইজার: ৩.৬৭ জনমাস, পেট্রোলিয়াম জিওলজিষ্ট/জিওলজিক্যাল কনসালটেন্সি: ৩.৬৭ জনমাস) এবং বৈদেশিক পরামর্শক ক্যাটাগরিতে মোট ৫ .৪৭ জনমাস (ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার : ৪.৪৭ জনমাস, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: ওয়ার্কওভার ও কমপ্লিশন ২ জনমাস এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: ড্রিলীং ও কমপ্লিশন-২ জনমাস) এর জন্য মোট ৩০০ .১৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২৯৯ .৪৪ লক্ষ টাকা যা এ খাতে সংস্থানের ৯৯ .৭৫%। বাখরাবাদ -৯ নং কূপের খনন কাজে বাপেক্স হতে মোট ৭.৩৪ জনমাস পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বৈদেশিক পরামর্শক খাতে মোট ৫.৪৭ জনমাস সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: (ড্রিলীং ও কমপ্লিশন) খাতে পরামর্শক সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

১১.২ **থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস :**

থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের আওতায় ০৬ টি ক্যাটাগরির (সিমেন্টেশন, ওয়ারলাইন লগিং, মাড লগিং, কোর এন্ড পিভিটি এনালাইসিস, ড্রিল স্টীম টেস্টিং ও ওয়ার লাইন অপারেশন) সার্ভিস গ্রহণের জন্য মূল ডিপিপিতে ৪১৭৭ .০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। আরডিপিপিতে এ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন ২৭৯৪ .৮০ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হয়। এর মধ্যে বাখরাবাদ ২ ও ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভারের কাজে সিমেন্টেশন, ওয়ারলাইন লগিং, ড্রিল স্টীম টেস্টিং ও ওয়ার লাইন সার্ভিসের জন্য বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়। বাখরাবাদ-৯ নং কূপের খননের সময় বাপেক্স হতে সিমেন্টশন ও মাড লগিং সার্ভিস গ্রহণ করা হয়। মোট খরচ হয়েছে ২৪১৭.৪১ লক্ষ টাকা যা আরডিপিপিতে এ খাতে সংস্থানের ৮৬.৪৯ % ব্যয় হয়েছে।

১১.৩ **মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট (আমদানি):**

ড্রিলীং মালামাল (বৈদেশিক আমদানি) এর আওতায় কেসিং এন্ড টিউবিং, কেসিং, টিউবিং এন্ড সিমেন্টিং এক্সসোরিজ, ড্রিল বিট এন্ড নোজেল, ওয়েল হেড এন্ড এক্সমাস ট্রি, ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্টস্, মাড এন্ড কমপ্লিশন কেমিক্যাল, ওয়েল হেড কন্ট্রোল প্যানেল ও লাইনার হ্যাংগার এন্ড সেটিং টুল সংগ্রহের জন্য আরডিপিপিতে মোট ২১৭১.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ খাতে সম্পূর্ণ সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১১.৪ **<u>পূর্ত কাজ:</u>**

প্রকল্পের পূর্ত কাজের মধ্যে **ভূমি উন্নয়ন**, রিটেইনিং ওয়াল, বাউন্ডারী ওয়াল, অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ সড়ক, ওয়্যার হাউজ নির্মাণ, রেষ্ট হাউজ মেরামত, গভীর নলকূপ স্থাপন, **রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য** আরডিপিপিতে ৪৩৩.৮১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পূর্ত কাজে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে।

১১.৫ কূপ খনন কার্যক্রম:

(ক) বাখরাবাদ-৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার/পুন:সম্পাদন কার্যক্রম:

বাপেক্সের পি-৮০ ওয়ার্কওভার রিগ দ্বারা ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ হতে 'B' স্যান্ডের উপরি অংশে ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে কূপটি 'kill' করা হয়। এরপর কূপে বিদ্যমান X-mass Tree অপসারণপূর্বক Blow Out Preventer (BOP) Stack স্থাপন করা হয়। কূপের অভ্যন্তরস্থ ৫ ইঞ্চি ব্যাসের প্রোডাকশন টিউবিং তোলা হয়, ১৩২ ফুট সিমেন্ট প্লাগ করা হয়। পরবর্তীতে কূপে Dual Space Neutron Log, Cement Bonding Log, Reservoir Monitoring Tool এবং Circumferential Accoustic Scanning Tool-V ইত্যাদি লগসমূহ পরিচালন করা হয়। কূপে পরিচালিত লগসমূহ পর্যালোচনায় 'B' স্যান্ডের উপরি অংশে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই প্রতীয়মান হওয়ায় কূপের ওয়ার্কওভারের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পেট্রোবাংলায় একটি কারিগরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কারিগরি সভার বাখরাবাদ ৫- নং কূপে পরিচালিত লগসমূহ বিশ্লেষণের পর গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই এবং বাপেক্সের পি-৮০ রিগের কার্যক্ষমতা বিবেচনায় আরও গভীরে যাওয়া সম্ভব নয় বিধায় বাখরাবাদ-৫ কূপ সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কূপ পরিত্যক্ত করার কাজ ০৮ মার্চ ২০০৯ তারিখে সম্পন্ন হয়।

চিত্র: বাখরাবাদ ৫ নং গ্যাস কূপের ওয়ার্কওভার

(খ) বাখরাবাদ-২ নং কূপের ওয়ার্কওভার/পুন:সম্পাদন কার্যক্রম:

বাপেক্সের পি-৮০ ওয়ার্কওভার রিগ দ্বারা ২৮ মার্চ ২০০৯ তারিখে কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমে কূপটি kill করা হয়। এরপর কূপে বিদ্যমান X-mass Tree অপসারণ পূর্বক BOP Stack স্থাপন করা হয়। কূপের অভ্যন্তরস্থ ৫ ইঞ্চি ব্যাসের প্রোডাকশন টিউবিং তোলা হয়, প্যাকার কাটা হয়, ফিশিং করে প্যাকার ও টেইল পাইপ উত্তোলন করা হয়। কূপের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ৮৫ মিটার বালি অপসারণ করা হয়। পূর্বের পারফোরেশন এলাকা সিমেন্ট স্কুইজ করে বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সিমেন্ট কাটিং করে হোল ড্রিলীং করা হয়। টিউবার হ্যাংগার স্পুল পরিবর্তন করে নতুন স্থাপন করা হয়। এরপর কূপে Dual Space Neutron Log, Cement Bonding Log, Reservoir Monitoring Tool এবং Circumferential Accoustic Scanning Tool-V ইত্যাদি লগসমূহ পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: বাখরাবাদ ২ নং গ্যাস কূপের ওয়ার্কওভার

কূপে পরিচালিত লগসমূহ মূল্যায়ন করে স্যান্ডের ২৪৭৫.৫০ মিটার - ২৪৮১.৫০ মিটার এবং ২৪৬২ মিটার-২৪৬৬ মিটার পারফোরেশন করে ড্রিল স্টীম টেস্টিং (ডিএসটি) পরিচালনা করা হয়। ডিএসটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাসের উপস্থিতি না পাওয়ায় ২৪৭৪.৫০ মিটার এবং ২৪৬০ মিটারে ২টি ব্রিজ প্লাগ স্থাপন করে পারফোরেশন জোন দুটি আলাদা করা হয়। তারপর প্রোডাকশনের জন্য ২৪২৭.২০ মিটার -২৪৩৪.২০ মিটার, ২৪১৮ মিটার-২৪২৩ মিটার, ২৩৯৯ মিটার-২৪০২ মিটার ও ২৩৮৪ মিটার-২৩৮৯ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হয়। এরপর টেইল পাইপসহ পারমানেন্ট প্রোডাকশন প্যাকার স্থাপন করা হয়, ২-৭/৮ ইঞ্চি ব্যাসের প্রোডাকশন টিউবিং স্থাপন করা হয় এবং ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। BOP Stack নামিয়ে নতুন X-mass Tree স্থাপন করা হয়। কূপটিতে উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে লিক্যুইড নাইট্রোজেন ইনজেক্ট করে ওয়েল আন্ডার ব্যালান্স করা হয় এবং প্রোডাকশন টেস্টিং করা হয়। কূপের কমপ্লিশন কাজ ২৭ জুলাই ২০০৯ তারিখে সম্পন্ন হয়। একই দিনে কূপ হতে ২.৫ এমএম সিএফ গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

(গ) বাখরাবাদ -০৯ নং কূপ খনন কার্যক্রম:

বাপেক্সের IDECO-H রিগ দ্বারা ১৯ মে ২০১৩ তারিখে বাখরাবাদ-৯ নং কূপের খনন কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ওপেন হোল ৩১ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ২৬ ইঞ্চি -৮.৫ ইঞ্চি ব্যাসের ওপেন হোল ১৯১ মিটার-২৫৩৫ মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয়। ৭ ইঞ্চি লাইনার ২৫৩০ মিটার গভীরতায় সিমেন্ট করা হয়। প্রত্যেক সেকশনে পৃথক পৃথকভাবে ওয়েল হেড ও BOP Stack স্থাপন করা হয়। কূপের খনন কার্যক্রম ১৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে ২৫৩৫ মিটার গভীরতায় সম্পন্ন করা হয়। কূপে সম্পাদিত লগসমূহ হতে G স্যান্ডের ২টি পৃথক গভীরতায় মোট ২০ টি মিটার পুরুত্বের গ্যাস জোন এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। G স্যান্ডের ২১২০ মিটার হতে ২১২৬.২০ মিটার পর্যন্ত পারফোরেশন করে ডিএসটি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। G স্যান্ডের ২১২৬.২ মিটার হতে ২১৩২.৪০ মিটার পর্যন্ত আরও ৬.২ মিটার পারফোরেশন পূর্বক কূপে ৩.৫ ইঞ্চি প্রোডাকশন টিউবিং রান করা হয়। পরবর্তীতে প্রোডাকশন টেস্টিং ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন পূর্বক কূপের কমপ্লিশন কাজ ১৭ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। ১৯ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক ১৫ এমএমসিএফ গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

চিত্র: বাখরাবাদ ৯ নং গ্যাস কূপ

১১.৬ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিওরমেন্টের সংক্ষিপ্ত চিত্র :** পরিশিষ্ট 'খ'

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
নতুন উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (বাখরাবাদ ৯ নং) খনন করা।	বাখরাবাদ-৯ নং কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।
বাখরাবাদ ফিল্ডে বিদ্যমান ২ ও ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার করা।	বাখরাবাদ ফিল্ডে বিদ্যমান ২ ও ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করা হয়েছে। ২ নং কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে । ৫ নং কূপে গ্যাস পাওয়া যায়নি।
তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন করা।	রিজার্ভারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি।

১৩। পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১ গ্যাসের উৎপাদন:

আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে বন্ধ হয়ে যাওয়া দু'টি গ্যাস কূপের মধ্যে একটি কূপের ওয়ার্কওভার (কূপ নং-২) সম্পাদন এবং নতুন একটি কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি কূপের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ আরডিপিপিতে প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার (প্রতিদিন ১৫-১৮ এমএমসিএফ) চেয়ে কম হলেও পরবর্তীতে তা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং আগষ্ট ২০১৩- মে ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গ্যাস উৎপাদন আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে কিংবা লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকে। এরপর হতে উৎপাদন ক্রমশ: কমে আসছে। জানুয়ারি ২০১৫ মাসে দু'টি কূপের গড় উৎপাদন ছিল ১৪.৬২ এমএমসিএফ। এছাড়া কূপ দু'টি উৎপাদনে আসার পর প্রথম বছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ৩৫৫৯ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন করে ডিজেল ও পেট্রোলে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে জ্বালানী আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটছে।

১৩.২ রিগের ক্ষমতা:

বাখরাবাদ ৫ নং কূপের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত 'B' গ্যাস স্যান্ড জোনের উপরিভাগ হতে গ্যাস পাওয়া যায়নি। আরো গভীরে অন্যান্য স্যান্ড জোনে গ্যাস অনুসন্ধানের সুযোগ থাকলেও ওয়ার্কওভার রিগের কার্যক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের আওতায় বাখরাবাদ ২ নং কূপ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তবে পরবর্তীতে বিদেশ হতে সংগৃহীত অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন রিগ দ্বারা ড্রিলীং এর মাধ্যমে (অপর একটি প্রকল্পের আওতায়) বর্ণিত স্যান্ড জোনের নীচে অধিকতর গভীরে 'G' স্যান্ড হতে গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

১৩.৩ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ:

বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন না করায় প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। ভবিষ্যতে বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন ও গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উল্লেখ্য যে, জাতীয় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনকারী সংস্থা হিসেবে বাপেক্সের এ কাজের বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকলেও বিজিএফসিএল এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক বাপেক্সের কার্যক্রম শুধুমাত্র ড্রিলীং সার্ভিসেস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ণিত কাজটি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার গাফিলতী হিসেবে গণ্য হবে। তবে কূপ খননের মাধ্যমে যে ওয়ার লাইন লগিং ডেটা, রক নমুনা থেকে মূল্যবান ডেটা, রক হরাইজনের চিত্র ইতাদি পাওয়া গিয়েছে সেগুলো প্রসেসিং এর মাধ্যমে রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন করা সম্ভব বলে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৩.৪ প্রকল্পের যানবাহন ব্যবহার:

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত একটি ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারি নিয়ম অনুসরণ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুটি ব্যবহার করছে । উল্লেখ্য যে , সরকারি নীতিমালা মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন স্বীয় টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। তবে টিওএন্ডই-এর বহির্ভূত/অতিরিক্ত যানবাহন সরকারি পরিবহনপুলে জমা দিতে হবে।

১৩.৫ কতিপয় অংগে অতিরিক্ত ব্যয়:

প্রকল্পের কিছু কিছু অংগে অননুমোদিতভাবে আরডিপিপি 'র সংস্থান অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বাখরাবাদ - ৯ ন কূপ এলাকায় 'ভূমি উন্নয়ন ', 'রেষ্ট হাউজ রেনোভেশন ', 'রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ', 'বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ', 'ওয়্যার হাউজ, স্টোর,আনসার ক্যাম্প, ওয়াচ টাওয়ার' অংগে আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্ণিত অংগসমূহে আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে যথাক্রমে ৭৫.৫১ লক্ষ টাকা, ৪.১৩ লক্ষ টাকা, ৩৪.১১ লক্ষ টাকা, ২৮.৯৪ লক্ষ টাকা ও ২.৮৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে এবং এ অর্থ প্রকল্পের সংস্থানের বাইরে কোম্পানির তহবিল হতে মেটানো হয়েছে।

১৩.৬ অডিট সংক্রান্ত:

প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পাদনের বিষয়ে পিসিআর এ যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা পরীক্ষায় দেখা যায় যে , এটি মূলত: বিজিএফসিএল কর্তৃক নিয়োগকৃত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কতৃক বিজিএফসিএল এর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট , ক্যাশ ফ্লো ব্যালান্স শীট ইত্যাদি সংক্রান্ত অডিট। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, মহাহিসাব নিরীক্ষক এর দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের কোন অডিট সম্পাদিত হয়নি।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১ বিদ্যমান কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম গ্রহণ করার পূর্বে সার্ভে/সমীক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নকালে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিশ্লেষণ সতর্কতার সংগে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.১);

১৪.২ বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অধিক গভীরতায় গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন রিগসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের বিষয়ে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২);

১৪.৩ আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন না করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। একইসাথে বর্ণিত কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৩);

১৪.৪ প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিক আপ গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে স্থানান্তরের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে| জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক বিষয়টি মনিটরিং করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৩.৪);

১৪.৫ বাখরাবাদ ৯ ন কূপ এলাকায় 'ভূমি উন্নয়ন', 'রেষ্ট হাউজ রেনোভেশন', 'রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ', 'বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ', 'ওয়্যার হাউজ, স্টোর, আনসার ক্যাম্প, ওয়াচ টাওয়ার' খাতে অংগে অননুমোদিতভাবে আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৫);

১৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, মহাহিসাব নিরীক্ষক এর দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকল অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৩.৬) ;

১৪.৭ বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উৎপাদন ও গ্যাস প্রসেস প্লান্ট দক্ষ জনবলের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৪.৮ উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহের (অনুচ্ছেদ ১৪.১- ১৪.৭) আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে আইএমই বিভাগকে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি : পরিশিষ্ট 'ক'

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
রাজস্ব অংগ						
১.	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	৯৫৯.০০		৭৯৩.৩৮(৮২.৭২%)
২.	কর	থোক	-	৫১৭.০৩		৩৩৭.৮০ (৬৫.৩৩%)
৩.	টেলিফোন/ফ্যাক্স (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক	-	৩.০০		২.৩৭(৭৯%)
৪.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক	-	২০.০০		৮.৮৯(৪৪.৪৫%)
৫.	ব্যাংক চার্জ ও বীমা প্রিমিয়াম	থোক	-	৪৬.৯০		৪০.৪৪(৮৬.২২%)
৬.	অফিস স্টেশনারী (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক		৩.৫০		২.৭৩(৭৮%)
৭.	আপ্যায়ন ব্যয় (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক		৩.৫০		০.৮০(২২.৮৫%)
৮.	ল্যান্ডিং চার্জ ও সাইটে পরিবহন খরচ	থোক		৪০.০০		৪০.০০(১০০%)

ক্র: নং	অংগের নাম	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
৯.	লোকাল এজেন্ট কমিশন	থোক		২৫.০০		২৫.০০(১০০%)
১০.	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক		১০.০০		২.০০(২০%)
১১.	পরামর্শক সেবা	থোক	১২.৮০ জনমাস	৩০০.১৯	১২.৮০ জনমাস	২৯৯.৪৪(৯৯.৭৫%)
১২.	**অন্যান্য খরচ**					
	ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার অপারেশন সার্ভিস	থোক	০৩টি কূপ	৪৬১৭.০৩	০৩টি কূপ	৪৫৯৫.৬৫(৯৯.৫৩%)
	থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস	থোক	০৩টি কূপ	২৭৯৪.৮০	০৩টি কূপ	২৪১৭.৪১(৮৬.৪৯%)
১৩.	প্রকল্পে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক		৪.০০		৩.৫৫(৮৮.৭৫%)
	মোট রাজস্ব ব্যয়			**৯৩৪৩.৯৫**		**৮৫৬৯.৪৬(৯১.৭১%)**
	মূলধন অংগ					
১.	যানবাহন (ডাবল কেবিন পিকআপ)		০১টি	১৯.৮৫	০১টি	১৯.৮৫(১০০%)
২.	ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার অপারেশন মালামাল		লট	২১৭১.০৫		২১৭১.০৫(১০০%)
৩.	ইকুইপমেন্ট (ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার)		লট	৬.০০		৩.২৮(৫৪.৬৭%)
৪.	গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন		৩.৫ কিলোমিটার (কি:মি)	৬৫৬.৮৭	৩.৫ কি:মি	৬৫৬.৮৭(১০০%)
৫.	**কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ**	লট		২.৯৮		২.৯৪(৯৮.৬৫%)
৬.	**অফিস সরন্জাম/ইকুইপমেন্ট**	লট		২.৯৮		২.৬৩(৮৮.২৫%)
৭.	**অফিস ফার্নিচার**	লট		২.২০		০.৬১(২৭.৭২%)
৮.	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১০.৯১৪৬	৮৫.৩১	১০.৯১৪৬ একর	৮৫.৩১(১০০%)
৯.	**ভূমি উন্নয়ন**	ঘন মিটার	২৯০০০	১০৮.৪৯	২৯০০০ঘন মিটার	১০৮.৪৯(১০০%)
১০.	**সড়ক নির্মাণ (অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ)**	কি:মি:	০.৫	২৮.৪৫	০.৫ কি:মি:	২৮.৪৫(১০০%)
১১.	**অন্যান্য**					
	রেষ্ট হাউজ ও ক্যারাভানের সংস্কার	থোক		২৬.৩৭		২৬.৩৭(১০০%)
	রিটেইনিং ওয়াল	মিটার	৫৭০	৬৬.৮৯	৫৭০ মিটার	৬৬.৮৯(১০০%)
	বাইন্ডারী ওয়াল (ফেন্সিং সহ)	মিটার	৫৭০	২৩.৫৬	৫৭০ মিটার	২৩.৫৬(১০০%)
	ওয়্যার হাউজ নির্মাণ		০১টি	৫৬.৯৮	০১টি	৫৬.৯৮(১০০%)
	ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন		০২ টি	২৪.৩৫	০২ টি	২৪.৩৫(১০০%)
	রিগ ফাউন্ডেশন নির্মান/ মেরামত		০৩টি	৯৮.৭২	০৩টি	৯৮.৭২(১০০%)
	মূলধন অংগ			**৩৩৮১.০৫**		**৩৩৭৬.৩৫**
	মোট: রাজস্ব+মূলধন			**১২৭৫০.০০**		**১১৯৪৫.৮১**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

১১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিওরমেন্টের সংক্ষিপ্ত চিত্র :

পরিশিষ্ট ‘খ’

প্রকিওরমেন্টের বর্ণনা (বিড ডকুমেন্ট মোতাবেক পণ্য,কাজ/ সেবা)	টেন্ডার /বীড/ (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার /বীড		নির্বাচিত ঠিকাদারী/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কাজ,সেবা/পণ্য সরবরাহের তারিখ		প্রকৃত খরচ	মন্তব্য
	আরডিপিপি	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ		চুক্তি মোতাবেক	প্রকৃত		
বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ সেবা	৩০০.১৯	১৯৮.০০	১-৮-২০০৫	২৪.৯.২০০৬ ১৩-১২-২০০৬	Pegasus International Sdn Bhd., Malaysia	৩০.১১.২০১০	৩১.৮.২০১০	১৮৩.৯৪	Request for Proposal (RFP) পদ্ধতিতে সম্পাদন। RFP-তে সর্বনিম্ন উদ্ধৃত মূল ডিপিপি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। তবে ব্যয় আরডিডিপি’র সংস্থানের মধ্যে আছে।
(ক)ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার: ৪.৪৭ জনমাস			১-৮-২০০৫	২৪.৯.২০০৬ ১৩.১২.২০০৬		৩০.১১.২০১০	৩১.৮.২০১০		
(খ) পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার: ওয়ার্কওভার এন্ড কমপ্লিশন: ১.০ জনমাস									
স্থানীয় বিশেষজ্ঞ সেবা		১০৫.০০		২৯-১২-২০১৩	বাপেক্স	৩১.৮.২০১৩	১৭.৮.২০১৩	১০৫.০০	বাপেক্সের সাথে সরাসরি নোগোশিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি।
(ক)ড্রিলিং সুপারভাইজার: ৩.৬৭ জনমাস						৩১.৮.২০১৩	১৭.৮.২০১৩		
(খ)পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট/জিওলজিক্যাল কন্সালটেন্সি: ৩.৬৭ জনমাস	৩০০.১৯	৩০৩.০০						২৯৯.৯৪	
ওয়ার্কওভার অপারেশন সার্ভিসেস:বাখরাবাদ -২ ও ৫ নং কূপ	৪৫৬২.০৩	৪৫৬২.০৩		৭.১০.২০০৮	বাপেক্স	৩১.৮.২০০৯	২৭.৭.২০০৯	৪৫৪৪.৮৩	বাপেক্সের সাথে সরাসরি নোগোশিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি।
ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিসেস: বাখরাবাদ ৯ নং কূপ				২৯.১২.২০১৩		৩১.৮.২০০৯	২৭.৭.২০০৯		
ওয়াস্ট মাড/কেমিক্যাল অপসারণ সার্ভিস	৩০.০০	৩০.০০		৩০.৬.২০১৩	মায়ের দোয়া, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩১-০৮-১৩	১৭-০৮-১৩	২৯.৫০	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন|
ওয়েল আন্ডার ব্যালেন্স সার্ভিস	৩০.০০	২৫.০০		৮.৭.২০১৩	Linde Bangladesh Ltd, Tejga	৩১-০৮-১৩	১৬-০৮-১৩	২১.৩২	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন|
মোট	**৪৬১৭.০৩**	**৪৬১৭.০৩**						৪৫৯৫.৬৫	
থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস									

সিমেন্টেশন	৫৮৮.৫৪	৫৮৮.৫৪	২৩-১০-০৫	৭.৮.২০০৭/ ৩০.৯.২০০৭	BJ services Company Middle East Ltd., UAE	৩১-১২-১০	১৫-১১-১০	৪৫৪.০৮	RFP পদ্ধতিতে সম্পাদন।
ওয়ারলাইন লগিং	১৪০৩.৭০	১৪০৩.০৭	১৯-০৪-০৭	২.৭.২০০৮/ ৩১.৭.২০০৮	HLS Asia Limited, India	৩১-০৮-১৩	১৭-০৮-১৩	১২৯১.৪১	
ড্রিল স্টীম টেষ্টিং	৬৫১.৬৭	৬৫১.৫৭	২১-১১-০৭	৩১.৮.২০০৮/ ২৯.৯.২০০৮	Northstar Drill Stem Testers (Cyprus) Ltd, Cyprus (BKB-2) and Schlumberger Seaco Inc. (BKB-9)	১৫-০৭-০৯ ৩১-০৭-১৩	৩০-০৬-০৯ ২০-০৭-১৩	৫৫১.৫৭	
ওয়ারলাইন অপারেশন	৫১.৬২	২০.১২	২৩-১০-০৫	২৫.৯.২০০৭/ ১২.২.২০০৮	Oil India Limited., India (BKB-2 & 5)	৩০-১১-১০	১৫-১১-১০	৮.৫৭	
		৩১.৫০	১৮-১০-০৮		Almansoori Specialized Engineering LLC., UAE (BKB-9)	৩১-০৮-১৩	১৭-০৮-১৩	১২.৮১	
মাড লগিং	১০০.০০	১০০.০০	-	২৯-১২-২০১৩	বাপেক্স	৩১-০৭-১৩	১৫-০৭-১৩	৯৮.৯৭	
মোট	**২৭৯৪.৮০**	**২৭৯৪.৮০**						**২৪৭১.৪১**	
ড্রিলীং যন্ত্রপাতি									
কেসিং এন্ড টিউবিং	১১২৭.৪৭	১১২৭.৪৭	১৭-১২-০৫	২০-১০-০৬	Sumitomo Corporation (Singapore) Pte. Ltd., Singapore	৩১-০৩-০৮	২৪-০৩-০৮/ ২৪-০৫-০৭/ ০৪-০৭-০৭	১১২৭.৪৭	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন|
ড্রিল বিট এন্ড নোজেল	১৬৩.০০	১৬৩.০০	১৭-১২-০৫	০২-১১-০৬	Varel Europe S.A.S., France	৩১-০৭-০৭	০৯-০৭-০৭	১৬৩.০০	
ওয়েলহেড এন্ড এক্সমাস ট্রি	৩৬৩.৬২	৩৬৩.৬২	১০-০৫-০৬	১৭-০১-০৮	Delta (Doha) Corporation W.L.L., Qatar	৩১-১০-০৭	৩১-১০-০৭	৩৬৩.৬২	
ওয়েলহেড কন্ট্রোল প্যানেল এন্ড এক্সেসরিজ	৪৪.৮১	৪৪.৮১	১৯-১২-০৫	১৯-১১-০৬	ACS Automated Control System, USA	২০-০৬-০৭	১৭-০৬-০৭	৪৪.৮১	
ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট	১৭৯.২৮	১৭৯.২৮	১০-০৫-০৬	২২-১১-০৬	Halliburton Far East Ltd., Singapore	১০-১০-০৭	০১-১০-০৭	১৭৯.২৮	
কেসিং, টিউবিং এন্ড সিমেন্টিং এক্সসোরিজ	৩৮.৪৩	৩৮.৪৩	১৯-১২-০৫	১৫-১১-০৬	Weatherford Asia Pacific Pte Ltd., Singapore	১৫-০৮-০৭	০১-০৮-০৭	৩৮.৪৩	
লাইনার হ্যাংগার এন্ড সেটিং টুল	৩৫.৬১	৩৫.৬১	১৯-১২-০৫	১৯-১২-০৫	Baker Hughes Asia Pacific Ltd., India	১৫-১০-০৭	০২-১০-০৭	৩৫.৬১	
মাড এন্ড কমপ্লিশন কেমিক্যাল	২১১.৮৫	২১১.৮৫	১৯-১২-০৫	১৯-১২-০৫	Qingdao Great Chemical Inc., China	১৫-১১-০৭	০১-১১-০৭	২১১.৮৫	
মোট	**২১৭১.০৫**	**২১৭১.০৫**						**২১৭১.০৫**	
গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন স্থাপন (৩.৫ কিঃমিঃ)	৬৫৬.৮৭	৭২১.৫০	২৪-০৩-০৯	১২-১০-০৯	Don Construction Company Ltd., Dhaka	১৫-০৬-১০	০৯-০৬-১০	৬৫৬.৮৭	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন| দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর মূল ডিপিপি অপেক্ষা

									বেশী হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকৃত খরচ আরডিপিপিতে এ খাতে সংস্থানের মধ্যে আছে।
রেষ্ট হাউজ রেনোভেশন (প্রেয়ার হাউজ, ডাইনিং হল ও টয়লেট নির্মাণ)									
লট:১	২৬.৩৭	৫.৭৬	০৩.৬.২০০৮	৩০.৬.২০০৮	মেসার্স মামুন এন্টারপ্রাইজ ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৫.৮.২০০৮	২২.৭.২০০৮	৫.৭৫	কোটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন।
লট:২		১৭.২৫	০৭.৩.২০১১	০৭.৬.২০১১	এসকো ইন্টারন্যাশনাল হাউজ নং-৪৩/এইচ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা	২৮.১১.২০১১	১৩.৬.২০১২	১৬.৪৯	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন।
বাখরাবাদ ৯ নং কূপ খনন এলাকায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৬৬.৮৯	১০১.০০	৪.৫.২০০৯	১০.৮.২০০৯	মেসার্স ফারতক এন্টারপ্রাইজ, হাউজ নং-২৯৯, রোড নং-৮এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা	১৩.২.২০১০	৫.৪.২০১১	১০১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন। আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
বাখরাবাদ ৯ নং কূপ খনন এলাকায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৩.৫৬	৫৪.৫২	৪.৫.২০০৯	১০.৮.২০০৯	এসকো ইন্টারন্যাশনাল, হাউজ নং-৪৩/এইচ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা	১৩.২.২০১১	১৮.৩.২০১২	৫২.৫০	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন। আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
রাস্তা নির্মাণ: বাখরাবাদ ৯ নং কূপ এলাকা হতে ইলিয়টগন্জ-বাখরাবাদ সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (০.৫ কি:মি:)									
লট নং-১	২৮.৪৫	২৭.৪৯	০৭-০৩-১১	২৪-০৫-১১	মেসার্স ফারতক এন্টারপ্রাইজ হাউজ নং-২৯৯, রোড নং-৮এ, পশ্চিম ধানম ঢাকা	২৮-০৯-১১		২৫.২৬	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন। দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর মূল ডিপিপি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকৃত খরচ আরডিপিপিতে এ খাতে সংস্থানের মধ্যে আছে।
লট নং ২		১.৯৯	২৮-০১-১৩	১৭-০২-১৩	মেসার্স মোঃ আলী এন্টারপ্রাইজ, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০-০৩-১৩		১.৯৮	
লট নং ৩		০.৪৮৮৫৪	১০-০৭-১৩	১১-০৭-১৩	মেসার্স ভূঁইয়া ট্রেডার্স, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	২০-০৭-১৩		০.৪৮৮৫৪	
লট নং ৪		০.৭০৫১৭	১৫-০৫-১৩	০৯-০৬-১৩	মেসার্স এইচ কে এন্টারপ্রাইজ, জাহাপুর, মুরাদনগর কুমিল্লা	১৮-০৬-১৩		০.৬৯৮০৯	

মোট	**২৮.৪৫**	**৩০.৬৭**						**২৮.৪২**	
বাখরাবাদ ৯ নং কূপ খনন এলাকায় ভূমি উন্নয়ন (২৯০০০ ঘন মিটার)	১০৮.৪৯	১৯২.০০	০৪-০৫-০৯	১০-০৮-০৯	এসকো ইন্টারন্যাশনাল, হাউজ নং-৪৩/এইচ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা	১৩-০২-১০		১৮৪.০০	আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
বাখরাবাদ ৯ নং কূপ এলাকায় ওয়্যার হাউজ, স্টোর, আনসার ক্যাম্প, ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ									
লট ১: অনসার ক্যাম্প নির্মাণ	৫৬.৯৮	১৯.৫০	০৭.৩.২০১১	০৭.৬.২০১১	এসকো ইন্টারন্যাশনাল, হাউজ নং-৪৩/এইচ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা	২৮.১১.২০১১	১৩.৬.২০১২	১৭.৩২	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন।আর ডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
লট ০২: ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ		১৯.৩২	০৭.৩.২০১১	০৭.৬.২০১১		২৮.১১.২০১১	১৩.৬.২০১২	১৮.০৪	
লট ০৩: ০১ টি কেমিক্যাল স্টোর নির্মাণ		১৫.৭৪	০৭.৩.২০১১	০৭.৬.২০১১		২৮.১১.২০১১	১৩.৬.২০১২	১৩.৮৬	
লট ০৪: ০১ টি টিনশেড স্টোর নির্মাণ		১০.৮৩	২৪.৯.২০০৭	২৪.১০.২০০৭		২২.১২.২০০৭	১৯.১২.২০০৭	১০.৬১	
মোট	**৫৬.৯৮**	**৬৫.৩৯**						**৫৯.৮৩**	
বাখরাবাদ ৯ নং কূপ এলাকায় ০২ টি গভীর নলকূপ স্থাপন	২৪.৩৫	২৪.৫৫	০৭.৩.২০১১	১৪.৮.২০১১	মেসার্স আশরাফ কন্সট্রাকশন, কালাচাঁদপাড়া, পাবনা		১৮.১২.২০১১	২৪.৩৫	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন।
রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ/মডিফি কেশন কাজ	৯৮.৭২	১০২.০০	০৭.৩.২০১১	০৭.৬.২০১১	ইন্টারন্যাশনাল, হাউজ নং-৪৩/এইচ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা	২৮.১১.২০১১	১৩.৬.২০১২	৯৮.৭২	উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদন।

প্রসেস প্লান্ট সহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন(কূপ নং-১৭ ও ১৮) (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন

(নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত)

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : প্রসেস প্লান্ট সহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন **(**কূপ নং-১৭ ও ১৮**)** (সংশোধিত**)**

২। উদ্যোগী বিভাগ/ মন্ত্রণালয় : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

৪। প্রকল্প এলাকা : উপজেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে) (লক্ষ টাকায়)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩০০০০.০০	২৯৬৫০.০০	২৮৩৭০.৮৪	জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪	(-) ১৬২৯.১৬* (৫.৪৩%)	৩ বছর ৬ মাস (১০০%)

* প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ১৬২৯.১৬ লক্ষ টাকা কম**।**

৬**।** প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ প্রকল্পের পটভূমি:

শেল ওয়েল কোম্পানি কর্তৃক ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ও ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের যথাক্রমে ১ নং ও ২ নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হয়**।** ১৯৬৮ সাল থেকে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়**।** পরবর্তীতে ১৯৬৯-২০০৬ সাল পর্যন্ত আরো ১৪ (চৌদ্দ)টি গ্যাস কূপ খনন করা হয়**।** উল্লেখ্য যে, ২য় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Intercom-Kanata Management Ltd., Canada কর্তৃক ১৯৯২ সালে এ গ্যাস ক্ষেত্রের রিজার্ভয়ারের বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়**।** সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ২১০০ বিলিয়ন কিউবিক ফিট (বিসিএফ)**।** ২০০২ সালে জিওবি কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটি'র হিসাব অনুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৪৭৪০-৫৪০০ বিসিএফ**।** অপরদিকে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রাক্কলন মোতাবেক গ্যাসের রিজার্ভের পরিমাণ ৫১২৮ বিসিএফ যার মধ্যে এপ্রিল ২০০৭ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ ২৬৮৫.২২ বিসিএফ**।**

সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিগুলোর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরত্বারোপ করেছে**।** এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের "Long-Term Gas Production and Transmission Plan" এর আওতায় ২০০৭-২০১০ সালের মধ্যে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে দু'টি নতুন কূপ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়**।** এরই ধারাবাহিকতায় তিতাস ভূ-তাত্বিক স্ট্রাকচারের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে দু'টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (তিতাস ১৭ ও ১৮ নং) খননের মাধ্যমে এ দু'টি কূপ হতে প্রতিদিন ৩০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট (এমএমসিএফ) হারে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল ডিপিপি ১৩ জুন ২০০৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে ড্রিলীং কার্যক্রমে বৈদেশিক ঠিকাদারের পরিবর্তে দেশীয় সংস্থা বাপেক্সকে নিয়োজিত করায়, খনন মালামাল সংগ্রহে ৪৬.৫২% খরচ কম হওয়ায়, খনন মালামালের মধ্যে ০১টি গুপের (ওয়েল হেড কন্ট্রোল প্যানেল) প্রয়োজন না হওয়ায়, পরামর্শক সেবার কিছু অংশ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করায়, টাকার বিপরীতে ইউরো মুদ্রার মূল্য বেড়ে যাওয়ায় , প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন অংগের বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের হ্রাস -বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। ২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রিগের সিডিউল পেতে বিলম্ব হওয়ায় (২০১২ সালে ১৭ নং ও ২০১৩ সালে ১৮ নং কূপের জন্য প্রাপ্ত) কারণে দু'বার প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমবার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এবং ২য় বার জুন ২০১৪ পর্যন্ত (প্রকল্পের সংশোধনের সময়) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৬.২ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গ্যাসের উৎপাদন উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি করা সহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন করা।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো তিতাস-১৭ এ ১৮ নং কূপ খনন করা এবং তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৭৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট (এমএমসিএফ)গ্যাস প্রসেস করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা।

৮। **প্রকল্প পরিচালকঃ**

বিজিএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (কম্প্রেসর ও জেনারেটর) জনাব এ. কে. ফজলুল হক চৌধুরী পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ০১ জানুয়ারি ২০০৮ - ৩০ জুন ২০৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শন:**

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের উপ পরিচালক (জ্বালানী) মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তগণ উপস্থিত থেকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

১০. **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি**

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অংগের নাম	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
রাজস্ব অংগ						
১	সিডি ও ভ্যাট (সকল সার্ভিসের জন্য)	থোক	-	৮২০.১৬		৮২০.১৬(১০০%)
২	কর	থোক	-	১৩০৫.০০		১৩০৫.০০(১০০%)
৩	টেলিফোন/ফ্যাক্স (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক	-	১.০০		১.০০(১০০%)
৪	বিদ্যুৎ সরবরাহ, সংযোগ ইত্যাদি	থোক	-	১৪.৮৪		১৪.৮৪(১০০%)
৫	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	-	২০.০০		২০.০০(১০০%)
৬	ব্যাংক চার্জ	থোক	-	৮.৮১		৮.৮১(১০০%)
৭	ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম	থোক		৩৪.৯৯		৩৪.৯৯(১০০%)
৮	অফিস স্টেশনারী	থোক		৩.০০		৩.০০(১০০%)
৯	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	জনমাস	০৮	১৪০.৫৪	০৮	১৩৮.০৩(৯৮.২১%)
১০	আপ্যায়ন ব্যয় (প্রকল্প অফিসের জন্য)	থোক		২.০০		২.০০(১০০%)
১১	ল্যান্ডিং চার্জ, সাইটে পরিবহন খরচ ইত্যাদি	থোক		৫৫.৩৯		৫৫.৩৯(১০০%)
১২	ক্ষতিপূরণ	থোক		৯৪.৯০		৯৪.৯০(১০০%)

ক্র: নং	অংগের নাম	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
১৩	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক		৪.০০		৪.০০(১০০%)
১৪	পরামর্শক সেবা	জনমাস	১৪.২১	৫১৬.৩৩	১৪.২১	৫০৩.৫৯(৯৭.৫৩%)
১৫	**অন্যান্য খরচ**					
	ড্রিলিং অপারেশন সার্ভিস	থোক	০২টি কূপ	৯৮৯৫.০০	০২টি কূপ	৯৮৪৯.৬৬(৯৯.৫৪%)
	থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	থোক	০২টি কূপ	৩৩৫৫.০০	০২টি কূপ	৩২৫৮.০৫(৯৭.১০%)
১৬	প্রকল্পে যানবাহন সংরক্ষণ	থোক		২২.৩৬		১৯.৪২(৮৬.৮৫%)
	মোট রাজস্ব ব্যয়			**১৬২৯৩.৩২**		**১৬১৩২.৮৪ (৯৯%)**
	মূলধন অংগ					
১	**অন্যান্য ভবন/অফিস**					
	ডরমেটরী ভবন		০১টি	৬৯.৪৭	০১টি	৬৮.০৬(৯৭.৯৭%)
	নিরাপত্তা পোষ্ট/ওয়াচ টাওয়ার, আনসার শেড/ক্যাম্প, নিরাপত্তা কাম অফিস রুম		১১টি	৭৮.১৫	১১টি	৭৮.১৫(১০০%)
২	যানবাহন		০২টি	৪১.৭০	০২টি	৪১.৭০(১০০%)
৩	**ড্রিলিং যন্ত্রপাতি (বৈদিশিক আমদানি) ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম এবং স্পেয়ার**		০২টি কূপ	১৯২৫.৪০	০২টি কূপ	১৯১৩.০৪(৯৯%)
৪	**প্রসেস প্লান্ট (গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন সহ আনুষংগিক সুবিধাদি)**		০১টি	৭৬২৩.০৭	০১টি	৬৮৬০.৭৬(৮৯.৯৯%)
৫	**কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ**		লট	২.০৮		২.০৮(১০০%)
৬	**অফিস সরন্জাম/ইকুইপমেন্ট**		লট	২.৫৫		২.৫৫(১০০%)
৭	**অফিস ফার্নিচার**		লট	২.৯১		২.৯১(১০০%)
৮	ভূমি অধিগ্রহণ/লীজ	একর	১৮.৮২	২৫৯২.০৫	১৮.৮২	২৩২৮.৭৮(৮৯.৮৪%)
৯	**ভূমি উন্নয়ন**	ঘন মিটার	১,২৪,৫৮০	৪৬৮.৭৪	১,২৪,৫৮০	৪৬৮.৭৪(১০০%)
১০	**সড়ক নির্মাণ (অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ) বক্স কালভার্ট সহ**	কি:মি:	০১	৩০.৩৫	০১	২৯.৪৭(৯৭.১০%)
১১	**অন্যান্য**					
	রিটেইনিং ওয়াল ও বাউন্ডারী ওয়াল	রানিং মিটার	১৯০০	১৭৩.৬৩	১৯০০	১৭৩.৬৩(১০০%)
	ওয়্যার হাউজ		০১টি	৫৭.৬৩	০১টি	৫৭.৬৩(১০০%)
	জেটি/ঘাট(ড্রিলীং এলাকায়) নদী রক্ষা বাধ সহ			১৩২.৫৭		*৫৬.৪৪(৪২.৫৭%)
	ডিপ টিউব ওয়েল		০২টি	১৪.০৯	০২টি	১৪.০৯(১০০%)
	রিগ ফাউন্ডেশন		০২টি	১৪২.২৯	০২টি	১৩৯.৯৭(৯৮.৩৬%)
	মূলধন অংগ			**১৩৩৫৬.৬৮**		**১২২৩৮.০০**
	মোট: রাজস্ব+মূলধন			**২৯৬৫০.০০**		**২৮৩৭০.৮৪**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

- পিসিআর এ খরচ দেখানো হয়েছে ১৩২.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে ৫৬.৪৪। প্রকল্প পরিচালক লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করেছেন।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন বিবরণ:**

১১.১ মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট :

ড্রিলীং মালামাল (বৈদেশিক আমদানি) এর আওতায় কেসিং এন্ড টিউবিং, কেসিং, টিউবিং এন্ড সিমেন্টিং এক্সসোরিজ, ড্রিল বিট এন্ড নোজেল, ওয়েল হেড এন্ড এক্সমাস ট্রি, ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্টস্, মাড এন্ড কমপ্লিশন কেমিক্যাল, এক্সেসরিজ সহ ওয়েল হেড কন্ট্রোল প্যানেল ও লাইনার হ্যাংগার এন্ড সেটিং টুল সংগ্রহের জন্য আরডিপিপিতে মোট ১৮৮৫.৪০ লক্ষ টাকার (বৈদেশিক মুদ্রা) সংস্থান রয়েছে (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৪৭) । ব্যয় হয়েছে ১৯১৩.০৪ লক্ষ টাকা যা এ খাতে সংস্থানের চেয়ে ১.৪৬% অধিক।

১১.২ পূর্ত কাজ:

প্রকল্পের পূর্ত কাজের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন , রিটেইনিং ওয়াল/বাউন্ডারী ওয়াল, অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ সড়ক , ওয়্যার হাউজ, ডরমেটরী ভবন, নিরাপত্তা পোষ্ট/ওয়াচ টাওয়ার, আনসার শেড/ক্যাম্প, নিরাপত্তা কাম অফিস রুম , রিগ ফাউন্ডেশন ইত্যাদি কাজের জন্য আরডিপিপিতে ১১৫২.৮৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ব্যয় হয়েছে ১০৭২.২০ লক্ষ টাকা যা এ খাতে আরডিপিপিতে সংস্থানের ৯৩%।

১১.৩ প্রশিক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় Well Testing & Interpretation, Well logging and Interpretation ও Petroleum Project Planning and Managemet বিষয়ে বিজিএফসিএল এর ০৮ জন কর্মকর্তা ২৫ মে ২০১২ -১৬ জুন ২০১২ সময়ে মিশরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এখাতে আরডিপিপিতে ১৪০.৫৪ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান "IPR International Ltd.,USA" এর সাথে ১৩৮.০৩ লক্ষ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমূল্যের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয়েছে।

১১.৪ বিশেষজ্ঞ পরামর্শক সেবা:

মূল ডিপিপিতে মোট ১৬ জনমাস পরামর্শক সেবার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ড্রিলীং সুপারভাইজার: ৭ জনমাস, পেট্রোলিয়াম জিওলজিষ্ট: ৪ জনমাস, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (ড্রিলীং ও কমপ্লিশন): ৩ জনমাস ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (প্রসেস): ২ জনমাস। আরডিপিপিতে পরামর্শক সেবা ১৪.২১ জনমাসে হ্রাস করা হয়। এর মধ্যে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (প্রসেস) ব্যতিত অপর তিনটি ক্যাটাগরির মোট ৭.৭১ জনমাস পরামর্শক সেবা (বৈদেশিক) গ্রহণ করা হয়। পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (প্রসেস) ক্যাটাগরির সেবা বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিজিএফসিএল এর জনবল থেকে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বৈদেশিক ড্রিলীং সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম জিওলজিষ্ট সময়মত সাইটে না পৌছায় ড্রিলীং সুপারভাইজার ও জিওলজিক্যাল কনসালটেন্সী ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) হতে যথাক্রমে ২.৭০ জনমাস ও ৩.৮০ জনমাস পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়। পরামর্শক সেবা খাতে আরডিপিপিতে সংস্থানের ৯৭.৫৩% ব্যয় হয়েছে।

১১.৫ কূপ খনন কার্যক্রম:

(ক) তিতাস কূপ নং ১৭

৩১ আগষ্ট ২০১২ তারিখে বাপেক্সের নিজস্ব IPS Cardwell রিগ দ্বারা খনন কাজ শুরু করা হয়। কূপের ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ৩২ মিটার গভীরতায়, ২০ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ২০৪ মিটার গভীরতায়, ১৩-৩/৮ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ৯৬৩ মিটার গভীরতায়, ৯-৫/৮ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ২৩০৫ মিটার গভীরতায় এবং ৭ ইঞ্চি ব্যাসের লাইনার ২১৫০ মিটার-৩২০০ মিটার গভীরতায় ড্রিলিংপূর্বক প্রত্যেক সেকশনে Well Head Blow ও Blow Out Preventer (BOP) স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক সেকশনে লগিং ও সিমেন্টেশন সম্পন্ন করা হয়। কূপটির ৭ ইঞ্চি ব্যাসের লাইনার সেকশন খনন কাজের সময় ১১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ড্রিল পাইপ আটকে যায়। পরবর্তীতে সাইড ট্রাক করে উক্ত সমস্যা সমাধান করা হয় এবং কূপের খনন কাজ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এ সম্পন্ন করা হয়। মোট ৩২.৪০ মিটার পুরুত্বের নীট গ্যাস জোনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ৩২.৪০ মিটার পুরুত্বের গ্যাস জোন থেকে ১৪.৪০ মিটার (২৭৫১ মিটার-২৭৫৭.৪৫ মিটার, ২৭৬১.৪ মিটার-২৭৬৭.৮৫ মিটার ও ২৭৭১.৫ মিটার-২৭৭৩ মিটার) গভীরতায় পারফোরেশন করে ড্রিল স্টীম টেস্টিং (ডিএসটি) ও প্রোডাকশন টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে কূপ হতে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ শুরু হয়।

(খ) তিতাস কূপ নং ১৮

বাপেক্সের নিজস্ব IPS Cardwell রিগ দ্বারা ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে কূপ খনন কাজ শুরু করা হয়। কূপটির ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ৩২ মিটার গভীরতায়, ২০ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ১৯৮ মিটার গভীরতায়, ১৩-৩/৮ ইঞ্চি ব্যাসের কেজিং ১২৪৪ মিটার গভীরতায়, ৯-৫/৮ ইঞ্চি কেজিং ২৬৫৮ মিটার গভীরতায় এবং ৭ ইঞ্চি লাইনার ২৫৬১ মিটার-৩৩২৭ মিটার গভীরতায় ড্রিলিংপূর্বক প্রত্যেক সেকশনে Well Head Blow ও BOP স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক সেকশনে লগিং ও সিমেন্টেশন সম্পন্ন করা হয়। কূপের খনন কার্যক্রম ২৪ মে ২০১৩ তারিখে ৩৩৩২ মিটার গভীরতায় সম্পন্ন করা হয়। রিজার্ভয়ারের সেকশনে প্রায় ৯২ মিটার পুরুত্বের গ্যাস জোনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ৯২ মিটার গ্যাস জোন থেকে ৬১.৬৩ মিটার গভীরে পারফোরেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমপ্লিশন কাজ শেষে ১৬ জুন ২০১৩ তারিখ হতে গ্যাস প্রোডাকশন টেস্টিং শুরু করা হয়। প্রোডাকশন টেস্টিং এর সময় প্রতি ০১ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের সাথে ৫০ ব্যারেলের অধিক পানি উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত পারি বের হয়ে আসা বন্ধের জন্য বিজিএফসিএল ও বাপেক্সের নিজস্ব জনবল দ্বারা কূপের রেমিডিয়েল ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক উপরের গ্যাস জোন পারফোরেশন ও সিমেন্ট স্কুইজ এর মাধ্যমে বন্ধ করে লগিং ও ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। ডিএসটি এ গ্যাস প্রবাহ চলাকালীন সময়ে প্রতি ০১ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের সাথে ২.৬০ ব্যারেল পানি উৎপাদন পরিলক্ষিত হয় যা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত হওয়ায় পুনরায় কূপের রেমিডিয়েল কাজ শেষে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। ০৬ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে হতে কূপ থেকে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

চিত্র: তিতাস ১৭ নং কূপ

চিত্র: তিতাস ১৮ নং কূপ

১১.৬ **গ্যাস প্রসেস প্লান্ট:**

প্রতিদিন ৭৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস প্রসেস করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্লাইকল টাইপের গ্যাস প্রসেস প্লান্ট ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন সহ আনুষংগিক সুবিধাদি স্থাপনের জন্য টার্ন-কী কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে ০১ মার্চ ২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার 'Pietro Florentini S.P.A Italy'-এর সাথে বিজিএফসিএল- এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০১২ এর মধ্যে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন ও প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের নিমিত্ত লাইন পাইপ , গ্যাস রিডিউসিং ইউনিট , থ্রিফেজ সেপারেটর, গ্যাস ডিহাইড্রেশন ইউনিট , ওয়াটার বাথ হিটার , ফ্লেয়ার, গ্লাইকল রিজেনারেশন ইউনিট , গ্লাইকল পাম্প , গ্লাইকল ফ্লাসড্রাম , কনডেনসেট ফ্লাসড্রাম, কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক, ফায়ার ওয়াটার ইত্যাদি মালামাল সাইটে পৌছে।

চিত্র: স্থাপিত গ্যাস প্রসেস প্লান্ট

মে, ২০১২ হতে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন এবং জুন ২০১২ হতে প্রসেস প্লান্ট নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রসেস প্লান্ট ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখ হতে তিতাস ১৭ নং কূপের উৎপাদিত গ্যাস ব্যবহার করে প্রসেস প্লান্ট ও পাইপলাইনের কমিশনিং কাজ শুরু করা হয়। কমিশনিং শেষে তিতাস ১৭ নং কূপের গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ করে জাতীয়

গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। ০৬ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ হতে তিতাস-১৭ নং কূপ সহ তিতস-১৮ নং কূপের উৎপাদিত গ্যাস বর্ণিত প্রসেস প্লান্টে প্রক্রিয়াকরণ করে জাতীয় গ্রীডে দেয়া হয়। বর্তমানে এ প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে তিতাস-১৭ নং কূপ এর ১৭ এমএমসিএফ, তিতাস-১৮ নং কূপ এর ২০ এমএমসিএফ ও তিতাস-২৭ নং কূপ এর ১৭ এমএমসিএফ গ্যাস প্রসেস করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিওরমেন্টের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

প্রকিউরমেন্টের বর্ণনা (বিড ডকুমেন্ট মোতাবেক পণ্য,কাজ/ সেবা)	টেন্ডার /বীড (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার /বীড		নির্বাচিত ঠিকাদারী/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজ,সেবা/পণ্য সরবরাহের তারিখ		প্রকৃত খরচ	মন্তব্য
	আরডিপিপি	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খালার তারিখ		চুক্তি মোতাবেক	প্রকৃত		
বিশেষজ্ঞ সেবা (বৈদেশিক) ৭.৭১ জনমাস									
ড্রিলীং সুপারভাইজার ৪.৩৭	৩৯৬.৩৩	৩৫৭.৩৪	১৭-০৪-০৯	২৮-০৭-১১ ২০-০৫-১২	IPServices (Australasia) PtyLtd., Australia	৩১-১২-১৩	৩০-৫-১৩	৩১৮.৭৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি। এ খাতে সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর মূল ডিপিপি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। তবে জনমাস কম লাগায় আরডিডিপি অপেক্ষা কম ব্যয়
পেট্রোলিয়াম জিওলজিষ্ট ২.১৭ জনমাস (গ) পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার ১.১৭ জনমাস		২২৯.১৯	১৭-৪-০৯	২৬-৮-১০ ২০-৫-১২	Mega Engineering Ltd.Canada	৩০-৬-২০১৩	২-২-১৩	৫৮.৮৩	
মোট =	**৩৯৬.৩৩**	**৫৮৬.৫৩**						**৩৭৭.৫৯**	
বিশেষজ্ঞ সেবা (বাপেক্স) ৬.৫ জনমাস									
(ক)জিওলজিক্যাল কনসালটেন্সী ৩.৮ জনমাস	১২০.০০	১২৬.০০		৪-১১-১৩ ১২-১১-১৩	বাপেক্স	৩১-১২-২০১৩	৬-৮-১৩	১২৬.০০	বাপেক্সের সাথে সরাসরি নোগোশিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি। আরডিপিপিতে এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ১৭) অপেক্ষা অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ব্যয় বেশী হয়েছে।
ড্রিলীং সুপারভাইজার ২.৭০ জনমাস				৪-১১-১৩ ১২-১১-১৩		৩১-১২-১৩	৬-৮-১৩		
মোট	**১২০.০০**	**১২৬.০০**						**১২৬.০**	
ড্রিলীং অপারেশন সার্ভিস (২ টি কূপ)	৯৮৯৫.০০	৯৮৫৪.০০	-	৪-১১-১৩ ১২-১১-১৩	বাপেক্স	৩১-১২-১৩	৬-৮-১৩	৯৮৪৯.৬৬	বাপেক্সের সাথে সরাসরি নোগোশিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি।
থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস									
সিমেন্টেশন	৭০৫.০০	৭০৫.০০	১৮-১০-০৮	১৩-৬-১০ ৭-১০-১০	Halliburton International Inc.,Bangladesh	৩১-১২-২০১৩	৬-৮-১৩	৭০৫.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
ওয়ারলাইন লগিং	১১২৩.০	১১২৩.০	১৮-১০-২০০৮	২৬-০১-১০ ৩-৭-১১	Weatherford Asia Pacific Pte Ltd., Singapore	৩১-১২-১৩	১১-০৬-১৩	১১২৩.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
মাড লগিং	২৫৬.০০	২৫৬.০০	১৮-৩-২০০৯	২৬-০১-১০ ২৯-৫-১২	China Petroleum Logging Co.Ltd.,China	৩১-১২-১৩	৩০-৫-১৩	২০৩.০৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
কোর এন্ড পিভিটি এনালাইসিস	২৫৮.০০	২৫৮.০০	১৮-৩-২০০৯	২৬-০১-১০ ২৬-৬-১৩	Intertek Westport Technology Centre, USA	৩১-১২-২০১৩	১৮-৬-১৩	২৫৮.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।

ডিএসটি	৪৫২.০০	৪৫২.০০	১৮-১০-২০০৮	১৪-৭-১০ ৩-৬-১২	Schlumberger Seaco Inc., Bangladesh	৩১-১২-১৩	৬-৮-১৩	৪৩৯.১২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
ওয়ার লাইন অপারেশন	৪২.০০	৫০.৮২	১৮-১০-২০০৮	৬-৭-০৯ ২০-৫-১২	Almansoori Specialized Engineering LLC.,UAE	৩১-১২-১৩	৬-৮-১৩	৩৭.৮২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি। এ খাতে সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর মূল্য ডিপিপি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তিতে কার্য সম্পাদনের জন্য ৬০ দিন সম ধরা হলেও প্রকৃতপক্ষে ৪১ দিন সময় লেগেছে। প্রকৃত খরচ আরডিপিপিতে এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা কম হয়েছে।
(ছ) ডিরেকশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	৫১৯.০০	৫১৯.০০	০২-৯-২০০৯	৩১-৫-১০ ৮-১১-১২	Weatherford Asia Pacific Pte Ltd., Singapore	৩১-১২-১৩	২৬-৫-১৩	৪৯২.০৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
মোট		**৩৩৬৩.২৮**						**৩২৫৮.০৫**	
প্রসেস প্লান্ট (আনুষংগিক সুবিধাদি ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন সহ)	৭৬২৩.০৭	৭৬২৩.০৭	৯-৬-১০	১-৩-১১ ১০-৫-১১	Pietro Florentini S.P.A Italy	২৫-১২-১১	১২-১০-১৩	৬৮৬০.৭৬	ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে মালামাল মোবিলাইজেশন না হওয়ার ফলে ইনষ্টলেশন ও কমিশনিং এ বিলম্ব হওয়ায় চুক্তি মোতাবেক ১০% লিকুইডেটেড ডেমেজ আরোপ করা হয়েছে।
ড্রিলীং যন্ত্রপাতি									
কেসিং এন্ড টিউবিং	৮২১.৬৭	৮২১.৬৭	১১-১-০৯	১৪-৫-০৯ ১০-৬-০৯	Sumitomo Corporation (Asia) Pte.Ltd., Singapore	১০-৩-১০	১০-৯-০৯	৮২১.৬৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
ড্রিল বিট এন্ড নোজেল	১৮৫.৬৯	১৮৭.৩৪	১৯-৭-০৮	২৯-১-০৯ ১৫-২-০৯	Varel Europe S.A.S., France	১৫-১১-০৯	১৬-৭-০৯	১৮৭.৩৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি। আরডিপিপিতে এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৪৭) অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা হয়েছে।
ওয়েল হেড এন্ড এক্সমাস ট্রি	২০৩.৩০	২০৩.৩০	১৯-৭-০৮	১৭-২-০৯ ১৮-৩-০৯	Delta (Doha) Corporation W.L.L., Qatar	১৮-১২-০৯	১৫-১২-০৯	২০৩.৩০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।

ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট	১৫৯.৯৮	১৮৫.৩৫	১৯-৭-০৮	২৯-১-০৯ ১৩-৪-০৯	Halliburton Far East Ltd., Singapore	১৩-০১-১০	০৮-০৮-০৯	১৮৫.৩৫	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।আরডিপিপিতে এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৪৭) অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা হয়েছে।
কেসিং, টিউবিং এন্ড সিমেন্টিং এক্সসোরিজ	৬৬.৪৫	৬৬.৩৮	১৯-৭-০৮	২৯-১-০৯ ৩১-৩-০৯	Weatherford Asia Pacific Pte Ltd., Singapore	৩১-১২-০৯	৩-১২-০৯	৬৬.৩৮	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
লাইনার হ্যাংগার এন্ড সেটিং টুল	৮৩.১৯	৮৩.৮৮	১৯-৭-০৮	২৯-১-০৯ ০৩-৩-০৯	Top-C0LP, Canada	০৩-১২-০৯	০২-৮-০৯	৮৩.৮৮	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।আরডিপিপিতে এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৪৭) অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা হয়েছে।
মাড এন্ড কমপ্লিশন কেমিক্যাল	৩৬৫.১২	৩৬৫.১২	১১-১-০৯	৩-৬-০৯ ০৫-৭-০৯	Ennor Muds & Chemicals,India	৫-৪-১০	৫-২-১০	৩৬৫.১২	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
মোট	১৮৮৫.৪০	১৯১৩.০৪						১৯১৩.০৪	

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বিজিএফসিএল কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
দেশে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তিতাস-১৭ ও ১৮ নং কূপ খনন করা।	তিতাস-১৭ ও ১৮ নং কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।
তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নির্ণয় করা।	রিজার্ভারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি।
তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৭৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস প্রসেস ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্রাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা।	উক্ত প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং গ্যাস প্রসেস করা হচ্ছে।

১৩। **পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে দু'টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি কূপের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ আরডিপিপিতে প্রক্ষেপিত মাত্রার চেয়ে কম হলেও পরবর্তীতে তা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুটি কূপের দৈনিক গড় উৎপাদন আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা (প্রতিদিন গড়ে ৩০ এমএমসিএফ গ্যাস) অতিক্রম করে এবং এ ধারা বর্তমানে অব্যাহত আছে। তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস প্রসেস করার ক্ষমতা (ভলিয়ুম) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া গ্যাস প্রসেসের পর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রতিদিন ৩৮-৪০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন করে ডিজেল ও পেট্রোলে রুপান্তর করা হচ্ছে। এর ফলে জ্বালানী আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটছে।

১৩.২ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন না করায় প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। ভবিষ্যতে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন ও গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উল্লেখ্য যে, জাতীয় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনকারী সংস্থা হিসেবে বাপেক্সের এ কাজের বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকলেও বিজিএফসিএল এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক বাপেক্সের কার্যক্রম শুধুমাত্র ড্রিলীং সার্ভিসেস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ণিত কাজটি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার গাফিলতী হিসেবে গণ্য হবে। তবে কূপ খননের মাধ্যমে যে ওয়ার লাইন লগিং ডেটা, রক নমুনা থেকে মূল্যবান ডেটা, রক হরাইজনের চিত্র ইতাদি পাওয়া গিয়েছে সেগুলো প্রসেসিং এর মাধ্যমে রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন করা সম্ভব বলে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৩.৩ প্রকল্পের ১৮ নং কূপের খননের সময় স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক পানি নির্গমন হওয়ায় দু 'বার কূপের রেমিডিয়েল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে তিতাস গ্যাস ফিল্ডে বেশ কয়েকটি কূপ খননের সময় কিংবা কূপ খনন পরবর্তী উৎপাদন সময়ে গ্যাসের সাথে অধিক পরিমাণে পানি বের হয়ে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যেমন : তিতাস ২১ নং কূপে পানি নির্গমনের হার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন শুরু হওয়ার ৬ মাসের মাথায় কূপের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। তিতাস ২০ নং কূপ হতে পানি উঠলে remedial measure নেয়া হয়। তারপরেও গ্যাস উৎপাদন আশানুরুপ নয়। সুতরাং তিতাস গ্যাস ফিল্ডে কূপ খননের পূর্বে সার্বিক কারিগরি দিকসমূহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত দু 'টি ডাবল কেবিন পিক আপ গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারি নিয়ম অনুসরণ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন স্বীয় টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। তবে টিওএন্ডই-এর বহির্ভূত/অতিরিক্ত যানবাহন সরকারি পরিবহনপুলে জমা দিতে হবে।

১৩.৫ প্রকল্পের কিছু কিছু অংগে অননুমোদিতভাবে আরডিপিপি 'র সংস্থান অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ড্রিলীং যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ড্রিল বিট এন্ড নোজেল, ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট, লাইনার হ্যাংগার এন্ড সেটিং টুল এবং পরামর্শক সেবা (স্থানীয়) খাতে আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে (আরডিপিপি পৃষ্ঠা নং ১৭ ও ৪৭)। এ সকল খাতে আরডিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশী অর্থ খরচ হয়েছে। প্রকল্পের খরচের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেটি/ঘাট (ড্রিলীং এলাকায় নদী রক্ষা বাধ সহ) খাতে আরডিপিপিতে ১৩২ .৫ লক্ষ টাকার টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৫৬.৫০ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়। প্রকৃত খরচ হয় ৫৬.৪৪ লক্ষ টাকা। কিন্ত পিসিআর এ ১৫ নং পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট ইকনমিক কোড ৭০৮১ এর (iii) নং ক্রমিকে খরচ ১৩২ .৫৭ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ অতিরিক্ত ৭৬ .১৩ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।

১৩.৬ প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পাদনের বিষয়ে পিসিআর এ যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , এটি মূলত: বিজিএফসিএল এর নিয়োগ দেয়া একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিজিএফসিএল এর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ক্যাশ ফ্লো, ব্যালান্স শীট ইত্যাদি সংক্রান্ত অডিট। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, মহাহিসাব নিরীক্ষক এর দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের ০৭টি অর্থ-বছরের কোন অডিট সম্পাদিত হয়নি।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১ তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উৎপাদন ও গ্যাস প্রসেস প্লান্ট দক্ষ জনবলের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৪.২ আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস রিজার্ভয়ারের প্রকৃত অবস্থা ও বিভিন্ন গ্যাস স্যান্ডের বিস্তৃতি নিরূপন না করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। একইসাথে বর্ণিত কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.৩ প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় ক্রয়কৃত দু'টি ডাবল কেবিন পিক আপ গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে স্থানান্তরের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক বিষয়টি মনিটরিং করা আবশ্যক;

১৪.৪ পিসিআর এ প্রকল্পের জেটি/ঘাট (ড্রিলীং এলাকায় নদী রক্ষা বাধ সহ) অংগে ৭৬.১৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় প্রদর্শনের বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরীক্ষা করে তদানুয়াযী পিসিআর এ প্রতিফলন ঘটাবে;

১৪.৫ প্রকল্পের ড্রিলীং যন্ত্রপাতি ও স্থানীয় পরামর্শক অংগে অননুমোদিতভাবে আরডিপিপি 'র সংস্থান অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, মহাহিসাব নিরীক্ষক এর দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকল অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

১৪.৭ উপরিউক্ত সুপারিশসমূহের (অনুচ্ছেদ ১৪.১- ১৪.৬) আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে আইএমইডি-কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

বাপেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত)

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : বাপেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)প্রকল্প

২। উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

৪। প্রকল্পের এলাকা: উপজেলা : তেজগাঁও, জেলা: ঢাকা, বিভাগ: ঢাকা

৫। **প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল:**

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৬৬০.০০	৭০৮০.০০	৬৪৯৩.০৪ -	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৮ হতে জুলাই, ২০১৪	৮৩৩.০৪ (১৪.৭১%)	০২বছর (৫০%)

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
	রাজস্ব অংগ					
১	এআইটি ও ভ্যাট	থোক	থোক	৫১.৫০		-
২	পোস্টাল বিল	থোক	থোক	০.০১		
৩	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	১.০০		০.৮৫(৮৫%)
৪	ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট বিল	থোক	থোক	০.৪০		০.৪০(১০০%)
৫	রেজিস্ট্রেশনফি (ভূমি ভবন)	থোক	থোক	২২৫.০০		
৬	পেট্রোলিয়াম এন্ড অন্যান্য লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৬.৫০		৬.৫০(১০০%)
৭	স্টেশনারী, সীল ,স্ট্যাম্প	থোক	থোক	২.০০		২.০(১০০%)
৮	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	৩.০০		৩.০(১০০%)
৯	চিকিৎসা ভাতা (ফার্ষ্ট এইড)	থোক	থোক	০.১৪		০.১১(৭৮.৭৫%)
১০	পরামর্শক ফি	থোক	থোক	২৬.০০		১৫.১৭(৫৮.৩৫%)
১১	**অন্যান্য খরচ**					
	গাড়ী চালক (আউট সোর্সিং)	সংখ্যা	১জন	৩.০০	১জন	২.৮৪(৯৪.৬৭%)
	টেন্ডার নোটিশ পাবলিশিং এন্ড টেন্ডার মূল্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	৩.০০		৩.০০(১০০%)
	প্লান অনুমোদন ফি	থোক	থোক	৩.৪৫		৩.৩০(৯৫.৬৫%)
	ভূমি ট্রান্সফার ফি (রাজউক)	থোক	থোক	২৮৭.০০		২৮৪.১৪(৯৯%)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
	টেলিফোন, ইলেকট্রিক ও গ্যাস সংযোগ ফি	থোক	থোক	২৫.০০		২৫.০০(১০০%)
	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন ((ডাবল কেবিন পিক আপ)	সংখ্যা	১টি	৩.০০	১টি	২.৯৬(৯৮.৬৭%)
	মোট রাজস্ব			**৬৪০.০০**		৩৪৯.২৭(৫৪.৫৭%)
	মূলধনঅংগ					
১২	ডাবল কেবিন পিক আপ	সংখ্যা	১টি	১৮.০০	১টি	১৭.৯৬(৯৯.৭৮%)
১৩	**মেশিনারি ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টস**					
	প্যাসেন্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন (১০০০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন	সংখ্যা	৪টি	৪৯১.০০	৪টি	৪৭৬.০০(৯৬.৯৫%)
	কম্পিউটার, প্লটার, প্রিন্টার ও এক্সেসরিজ	লট	০২	২.০০		২.০০(১০০%)
	অফিস ইকুইপমেন্টস্	লট	০১	১.৫০		১.৪৯৯৯৯.৩৩%)
১৪	**ফার্ণিচারফার্ণিচারওফিক্সচার)**					
	ফার্নিচার(প্রকল্প ও সাইট অফিসে রজন্য)	লট	০১	১.৭৫		১.৭৫(১০০%)
	নতুন ভবনে রজন্য আধুনিক ফার্ণিচার	লট	০১	১০৩.২৫		৫৬.০৯(৫৪.৩২)
	ভার্টিকেল ব্লিন্ড	লট	০১	৪০.০০		
	কার্পেট (এক্সিকিউটিভ ফ্লোরের জন্য)	লট	০১	৫.০০	০১	৫.০০(১০০%)
১৫	**টেলিকমিউনিকেশন এন্ড আইসিটি ইকুইপমেন্টস**	লট	০১	৩০.০০	০১	২৫.১৫(৮৩.৮৩%)
১৬	**ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্টস্ এন্ড স্পেয়ার**					
	সিসিটিভি সিস্টেম	লট	০১	১৪.২০	০১	১৪.২০(১০০%)
	এয়ারকুলার	লট	০১	১৩৫.৮০	০১	১৩৫.১৪(৯৯.৫১%)
	ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্টস্ (মাড পাম্প, গেজার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার)	থোক		৪.০০		৪.০০(১০০%)
১৭	গার্ডেনিং এন্ড প্লান্টেশন	লট	০১	২.০০	০১	১.২৩(৬১.৫০%)
১৮	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	লট	০১	১৩৬.৫০		১২৫.০০(৯১.৫১%)
১৯	**পূর্ত নির্মাণ কাজ**					
	অফিস ভবন					
	ম্যাট ফাউন্ডেশন	বর্গমিটার	৮৮৮	৩৪৫.২৫	৮৮৮	৩৪৫.০০৯৯.৯৩%)
	বেসমেন্ট ফ্লোর (দু’টি) ও গ্রাউন্ডফ্লোর	বর্গমিটার	২৫২১	৫১৫.০০	২৫২১	৫১৫.০০(১০০%)
	রিটেইনিং পাইলস্ ও ব্রানসিং	বর্গমিটার	৬৫৯	৩৬১.৫৫	৬৫৯	৩৬১.০০(৯৯.৮৫%)
	সুপারস্টাকচার					
	১ম ফ্লোর	বর্গমিটার	৭৯৫	১১৪.৬০	৭৯৫	১১৪.০০(৯৯.৪৮%)
	২য় ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৯৮	১১৫.৯০	৮৯৮	১১৫.০০(৯৯.২২%)
	৩য় ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৩.৬০	৮৮৫	১১৩.০০(৯৯.৪৭%)
	৪র্থ ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৫.১৫	৮৮৫	১১৫.০০(৯৯.৮৭%)
	৫মফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৬.২৫	৮৮৫	১১৬.০০(৯৯.৭৮%)
	৬ষ্ট ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৭.০৫	৮৮৫	১১৭.০০(৯৯.৯৬%)
	৭ম ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৮.০৫	৮৮৫	১১৮.০০(৯৯.৯৬%)
	৮ম ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৫	১১৮.৬৫	৮৮৫	১১৮.০০(৯৯.৪৫%)
	৯মফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৭	১১৯.৭৫	৮৮৭	১১৯.০০(৯৯.৩৭%)
	১০মফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৭	১২০.৮৫	৮৮৭	১২০.০০(৯৯.৩০%)
	১১তম ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৭	১২৩.৩৫	৮৮৭	১২৩.০০(৯৯.৭২%)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
	১২তম ফ্লোর	বর্গমিটার	৮৮৭	১৭৭.৯৫	৮৮৭	১৭৭.০০(৯৯.৪৭%)
২০	**অন্যান্য**					
	মোজাইক/টাইলস্	থোক		৪৯১.৩৫		৪৮৫.০০(৯৮.৭১%)
	দরজা,জানালা	থোক		৫৪৯.৫৫		৫৪৫.০০(৯৯.১৭%)
	কারটেইন ওয়াল ও পার্টিশন	থোক		২৯১.৩০		২৮৮.০০(৯৮.৮৭%)
	পেইন্টিং, ফলস সিলিং	থোক		১৩৮.৮০		১৩৮.০০(৯৯.৪২%)
	ড্রেন, এপ্রোন ইত্যাদি ও ইন্টারনাল গ্যাস সংযোগ	থোক		২.০০		১.৩০(৬৫%)
	লাইম টেরেসিং, ওয়াটার রিডিউসিং এডমিক্সচার, বাউন্ডারী ওয়াল	থোক		২৯.০৫		২৮.০০(৯৬.৩৯%)
২১	**স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ**					
	ইন্টারনাল স্যানিটারী ও ওয়াটার সাপ্লাই	বর্গমিটার	১৩০৭০	৬০.০০	১৩০৭০	৬০.০০(১০০%)
	সেন্ট্রাল ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম	সংখ্যা	০১টি	১০.০০	০১টি	৯.২০(৯২%)
	ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, পাম্প, মটর ইত্যাদি	বর্গমিটার	১৩০৭০	১৭৭.০০	১৩০৭০	১৭০.০০(৯৬.০৫%)
২২	**এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন**					
	১১কেভি ৩-ফেজ, ৫০ হার্টজ হাইটেনশন সুইস গেয়ার	সেট	০১টি	৭.১৫	০১টি	৭.০০(৯৭.৫০%)
	৩ ফেজ ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমার	সংখ্যা	০১টি	৪৫.০০	০১টি	৪৫.০০(১০০%)
	৪১৫ V, 3-ফেজ LT সুইস গেয়ার	সেট	০১টি	১৬.৭৫	০১টি	১৬.৭৫(১০০%)
	৭৫০ KVAR পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্লান্ট	সেট	০১টি	৭.৮০	০১টি	৭.০০(৮৯.৭৪%)
	আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল লেয়িং			২৩.৬০		২৩.০০(৯৭.৪৬%)
	ইমারজেন্সি গ্যাস জেনারেটর সেট	সেট	০২টি	৪৬৪.৮৫	০২টি	৪৬৪.৮৫(১০০%)
	জেনারেটর স্থাপনের ফাউন্ডেশন প্রস্তুতি, ক্যাবল ট্রেন্চ ইত্যাদি			১.৫০		১.৫(১০০%)
	ELT সুইস গেয়ার	সেট	০১টি	৭.৮০		৭.৭৫(৯৯.৩৬%)
	সাব-ষ্টেশন ইকুইপমেন্টের টেস্টিং ও কমিশনিং (ডেসা ও অন্যান্য এজেন্সি হতে অনুমতি গ্রহণসহ)	কাজ	০১টি	১.৯৫		১.৯৫(১০০%)
	আর্থিং সিস্টেম, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি			৮.৯৫		৭.৭৬(৮৬.৭০%)
	হাই টেনশন কেবল			২৭.২০		২৭.০০(৯৯.২৬%)
	ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশন ও জেনারেটরে গ্যাস সংযোগ			৬.৫০		৬.৫০(১০০%)
	অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর	সেট	০১টি	৪৫.৭৫	০১	৪৫.৭৫(১০০%)
	স্পেয়ারপার্টস (সাব-ষ্টেশন ও গ্যাসজেনারেটর)	লট	০১টি	৩.২৫	০১	৩.১৯(৯৮.১৫%)
	ডিপিডিসি হতে গ্যাস সংযোগ	থোক		৩.৯৫		৩.৯৫(১০০%)
	বিবিটি সিস্টেম	লট	০১টি	৮৮.০০	০১টি	৮৫.৯৮(৯৭.৭০%)
২৩	সোলার পাওয়ার সিস্টেম	কেডব্লিউপি	২৩	৭৩.০০	২৩	৬৭.৩৬(৯২.২৭%)

ক্র: নং	প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি)অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
২৪	**অন্যান্য পূর্ত কাজ**					
	ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন (এক্সিকিউটিভ ফ্লোর)	থোক		৩৫.০০		১৭.১২(৪৮.৯১%)
	ডেকোরেশন এন্ড সেফটি ব্যবস্থা (গ্রাউ ন্ডফ্লোর, লবি এরিয়া, টেরা-কোটা)	থোক		৩৫.০০		৭.১৫(২০.৪৩%)
	রিগ ও অন্যান্য মডেল নির্মাণ ও স্থাপন	থোক		২.০০		১.৭৬(৮৮%)
	সিকিউরিটি লকিং সিস্টেম এ অন্যান্য	থোক		৮.০০		
	নিয়ন সাইন, সাইন বোর্ড, নেমপ্লেট ইত্যাদি	থোক		২২.০০		১১.৭৩(৫৩.৩২%)
	১০ মি:মি: গ্লাস ওয়াল স্টেংদেনিং	থোক		৫০.০০		
	এক্সটারনাল ড্রেন ও ফুটপাথ উন্নয়ন	থোক		৮.০০		৭.৬৫(৯৫.৬৩)
	বিবিধ পূর্ত কাজ	থোক		২০.০০		০.৫৬(২.৮০%)
	মোট: মূলধন			**৬৪৪০.০০**		**৬১৪৩.৭৭(৯৫.৪০%)**
	মোট: রাজস্ব+মুলধন			**৭০৮০.০০**		**৬৪৯৩.০৪(৯১.৭১%)**

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।

৭। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৭.১. পটভূমি:

৭.১.১ বাপেক্সের অধীনস্থ অফিসমূহ অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্তভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াকৃত ভবনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এ কারণে বাপেক্সের আন্ত:বিভাগসমূহের মধ্যে দ্রুত ও নিবিড় যোগাযোগে অসুবিধা হতো এবং অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। বাপেক্সের প্রথম ভাড়াকৃত অফিস ভবন (১৯৮৯-২০০১ সাল পর্যন্ত) পুরানো পল্টনে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ভবনে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে অফিস মালিবাগে স্থানান্তর করা হয়। বাপেক্সের অধিকাংশ বিভাগের কার্যক্রম এ ভবনে ছিল।

৭.১.২ বাপেক্স তার নিজস্ব সালদানদী ও ফেন্চুগন্চ গ্যাস ফিল্ডের পাশাপাশি শাহবাজপুর, বেগমগন্জ, শ্রীকাইল ও সেমুতাং ফিল্ডে গ্যাস উত্তোলন ও প্রোডাকশন কার্যক্রম বিস্তৃত করে। এছাড়া সারা বাংলাদেশে দ্বি-মাত্রিক ও ত্রি-মাত্রিক সার্ভে শুরু করে। বাপেক্সের কাজের কলেবর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাপেক্সের অফিস স্থান সংকুলানের জন্য ঢাকা শহরে আরো কয়েকটি এলাকায় (মোহাম্মদপুর, মহাখালী, গুলশান, পেট্রোসেন্টার, কাওরানবাজার) অফিস ভাড়া করা হয়। অফিস ভাড়া বাবদ প্রতিবছর বাপেক্সকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো। এছাড়া আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন অনেক কর্ম ঘন্টা নষ্ট হতো। এসকল অবস্থা বিবেচনায় বাপেক্সের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল ডিপিপি ০৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়নে ৫৬৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ দু'দফায় জুন ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের একবার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পে নতুন ২৫(পঁচিশ) টি অংগ অন্তর্ভুক্ত করে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় কিছু অংগের মূল্য ডিপিপি'র প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশী/কম হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ০৬ জুন ২০১৪ তারিখে ৭০৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

বাপেক্সের অফিস ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার এবং রাজস্ব ব্যয় (অফিস ভাড়া) সাশ্রয়ের জন্য বাপেক্সের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

- ২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট মোট ১৩০৭০ বর্গ মিটার ফ্লোর স্পেসের ০২ টি ভূ-গর্ভস্থ বেইজমেন্ট সহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা;
- ফায়ার ডিটেকশন, ফায়ার এলার্ম ও হাইড্রান্ট সিস্টেম স্থাপন করা;
- সিসিটিভি সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপন করা;
- বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন ও গ্যাস জেনারেটর স্থাপন করা;
- ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন স্থাপন করা;
- দু'তলা বিশিষ্ট কার পার্কিং সিস্টেম নির্মাণ করা;
- প্যাসেন্জার লিফট স্থাপন করা;
- স্যানিটারি ও প্লাম্বলিং সিস্টেমের কাজ কাজ;
- সোলার সিস্টেম স্থাপন করা ইত্যাদি।

৯। **প্রকল্প পরিচালকঃ**

নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদ্বয় বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন:

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনকালীন সময়
জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাপেক্স	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
জনাব মো: মামুন-উর রশীদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাপেক্স	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১-প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরটিপিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
বাপেক্সের অফিস ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার এবং বাপেক্সের রাজস্ব ব্যয় (অফিস ভাড়া) সাশ্রয়ের জন্য বাপেক্সের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা।	২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১৩০৭০ বর্গ মিটার আয়তনের ০২ টি ভূ -গর্ভস্থ বেইজমেন্ট সহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে সকল আধুনিক সুবিধাদি (অগ্নি সতর্কাবস্থা ও নির্বাপন ব্যবস্থা , সিকিউরিটি সিস্টেম , ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন সিস্টেম , বৈদ্যুতিক সাব -ষ্টেশন ও গ্যাস জেনারেটর , সোলার সিস্টেম , স্যানিটারি ও প্লাম্বলিং, প্যাসেন্জার লিফট ইত্যাদি) স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে বাপেক্সের সকল বিভাগ নতুন ভবনে (প্লট নং-০৪, কারওয়ান বাজার , ঢাকা) স্থানান্তর করা হয়েছে। এরপর থেকে বাপেক্সের সকল কর্মকান্ড নতুন ভবন থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিওরমেন্ট:** পরিশিষ্ট-'ক'

১২। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ বাস্তবায়নের বিবরণঃ**

ভবনের মূল নির্মাণ কাজ ০৭ মার্চ ২০০৯ সালে শুরু হয়। আরডিপিপি'র প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেটআপ মোতাবেক পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথভাবে ভবনের নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে তদারকি করা হয়।

১২.১ ভবন নির্মাণ (ডিজাইন, ফাউন্ডেশন, সুপার স্ট্রাকচার):

(ক) ডিজাইন:

পেট্রোবাংলার মালিকাধীন কারওয়ানবাজার বাণিজ্যিক এলাকায় ৪ নং প্লটে বাপেক্সের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের ড্রয়িং,ডিজাইন প্রণয়ন ও কারিগরি সেবা পরামর্শ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক ২০ জুলাই ২০০৫ তারিখে মডার্ণ ইন্জিনিয়ার্স, প্লানার্স ও কনসালটেন্টস্ লিমিটেডকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনা রেখে ২০ তলা ভবনের ভীত সহ ১৩ তলা ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের উচ্চতার সীমা (১৪১ ফুট) এর মধ্যে ০২টি ভূ-গর্ভস্থ বেইজমেন্ট সহ ১৩ ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নকশা ২০০৭ সালে রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রণীত নকশা অনুসারে ১২১৮ বর্গমিটার ভূমির উপর নির্মিত ভবনটির প্লিন্হ এরিয়া (নিচতলার আয়তন) ৮৮৮ বর্গমিটার। ০২টি ভূ-গর্ভস্থ পার্কিং সহ ১৩ তলা ভবনের মোট ফ্লোর স্পেস ১৩০৭০ বর্গমিটার।

(খ) ফাউন্ডেশন (সাব-স্টাকচার):

নির্মিত ভবনে ০২ টি ভূ-গর্ভস্থ পার্কিংসহ ১৩ তলা ভবনের মোট ফ্লোর স্পেসের পরিমাণ ১৩০৭০ বর্গমিটার। ভূ-গর্ভস্থ পার্কিং এ প্রায় ৪০ টি গাড়ি একই সাথে পার্কিং করা সম্ভব। ভবনে দৈনন্দিন ব্যবহারের পানি ও অগ্নি নির্বাপনের জন্য ০৩ লক্ষ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূ গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের বেইজমেন্টে একটি মিনি একচেন্জ রুম স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) উপরি কাঠামো (সুপার স্টাকচার):

নির্মিত ১৩ তলা ভবনের বিভিন্ন তলায় বাপেক্সের ১৩ টি বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দপ্তরসমূহের অভ্যন্তরে ব্যাবস্থাপক হতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য ১০ মি:মি: পুরুত্বের কাঁচ বেষ্টিত কক্ষ এবং ব্যাবস্থাপকের অধ:স্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হাফ-হাইট কিউবিক্যালসের সংস্থান করা হয়েছে। এছাড়াও দপ্তরগুলোতে প্রয়োজন অনুসারে ওয়ার্কিং রুম, কম্পিউটার ল্যাব, ডেটা প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন রুম, রেকর্ড রুম ইত্যাদি রয়েছে। ভবনের ৭ম তলায় ব্যবস্থপনা পরিচালকের দপ্তর সহ সুসজ্জিত আধুনিক বোর্ড রুম রয়েছে। ভবনের ১ম ও ৩য় তলায় বাপেক্সের নিজস্ব পরীক্ষাগার অবস্থিত। এছাড়া ভবনের বেইসমেন্টে বাপেক্স ল্যাবরেটরীর ইকুইপমেন্ট রুম রয়েছে। ভবনটিতে দাপ্তরিক স্থান বরাদ্দ ব্যতিত ৩০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সুসজ্জিত সম্মেলন কক্ষ, নামাজ ঘর, মেডিক্যাল সেন্টার, অফিসার ও কর্মচারীদের পৃথক পৃথক এসোসিয়েশন রুম ইত্যাদি রয়েছে। অগ্নিকান্ড জনিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে ভবনটির সকল ফ্লোরে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম, ফায়ার হাইডান্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ভবনে নিরাপত্তার জন্য প্রতি ফ্লোরে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে।

১২.২ <u>ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন:</u>

ভবনে বিদ্যুৎ সন্চালনের জন্য ১ম তলায় ১২৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনে কেন্দ্রিয় অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। ভবনে নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন হতে আধুনিক বিবিটি সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ভবনের বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনে ০২ টি ৩২৫ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

১২.৩ <u>সোলার পাওয়ার সিস্টেম ও এনার্জি সেভিং লাইটিং সিস্টেম:</u>

ভবনের ছাদে সর্বমোট ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সোলার সিস্টেম হতে ১৫ কিলোওয়াট (পিক) সরাসরি ভবনের মুল বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে যুক্ত হচ্ছে। অবশিষ্ট ০৫ কিলোওয়াট ব্যাটারী ব্যাক-আপ সিস্টেমে সংরক্ষিত হয় এবং রাতে ভবনের নিরাপত্তা বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১২.4 ভবনে ১০০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন (১৩জন) ০৪টি আধুনিক প্যাসেন্জার লিফট রয়েছে, যার সব কয়টি ভবনে সার্বক্ষনিক উঠা-নামায় ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার জন্য ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে WiFi সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বহি: যোগাযোগের জন্য ভবনে একটি ডিজিটাল পিবিএক্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

১২.৭ ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ভবনের ছাদে স্বয়ংক্রিয় পানি পরিশোধন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে, যা হতে ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে খাবার পানি সরবরাহের জন্য র্পথক সরবরাহের জন্য পৃথক পানি সরবরাহ লাইন রয়েছে।

১৩। <u>নির্মিত বাপেক্স ভবনের কিছু স্থির আলোকচিত্র(প্রকল্প পরিদর্শনের সময় ধারণকৃত)</u>

বাপেক্স ভবন

সিনিয়র কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষ

সাইসমিক ইন্টারপ্রিটেশন কক্ষ

কনফারেন্স কক্ষ

জুনিয়র কর্মকর্তাদের অফিস স্পেস

অডিটোরিয়াম হল

অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা

মেডিক্যাল সেন্টার

বাপেক্স ল্যাবরেটরী

সোলার সিস্টেম

সিসিটিভি সিস্টেম

বেইজমেন্টে কার পার্কিং ব্যবস্থা

ভবনের নীচ তলায় লবি

১৪। **পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ নির্মিত ভবনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুবিধাদি সহ বাপেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে বাপেক্সের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সহজ ও সংহত হয়েছে এবং আন্ত:বিভাগীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিস ভাড়া বাবদ অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে সংস্থা লাভবান হচ্ছে। তবে এ বিশাল ভবনের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কারিগরি জনবলের অভাব রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৪.২ জমি ও ভবন হস্তান্তর:

ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলেও বাপেক্সের অনুকূলে জমি ও ভবন হস্তান্তর সম্পন্ন হয়নি। উল্লেখ্য যে, পেট্রোবাংলার নামে ১৯৮৯ সালে লীজ দলিলকৃত জমিতে বাপেক্সের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভবন নির্মাণের অর্থ বাপেক্স হতে নির্বাহ করা হয়। কিন্তু হস্তান্তর প্রক্রিয়া কিরূপ হবে সে বিষয়ে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স অদ্যবধি (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫) কোন এক্যমতে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের সংস্থান হতে জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এছাড়া সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে (০৬ জুন ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত) প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে এআইটি ও ভ্যাট খাতে প্রকল্পের সংস্থান হতে কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এ খাতের খরচ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সংস্থানের বাইরে বাপেক্সের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

১৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব:

প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ০১ জুলাই ২০০৮ তারিখে শুরু হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও তা ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্বের কারণে পিছিয়ে পড়ে। প্রকল্প সাইটে বিদ্যমান স্ট্রাকচার অপসারণে বিলম্বের কারণে ঠিকাদারকে সাইটে প্রবেশাধিকারের অনুমতি প্রদানে বিলম্ব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কাজ শুরুর জন্য পরবর্তী শুষ্ক মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় আধুনিক ভবন নির্মাণের কিছু সুবিধাদি যেমন: সোলার পাওয়ার সিস্টেম, টেলিকমিউনিকেশন ও আইসিটি ইকুইপমেন্ট, ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্টস এন্ড পার্টস, এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশনের কিছু কাজ ইত্যাদি সহ ২৫টি আবশ্যকীয় অংগ মূল ডিপিপিতে অনুর্ভুক্ত না থাকায় প্রকল্প সংশোধন করতে হয়। প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ ও অনুমোদনে বিলম্ব হয়।। এ সকল অংগের বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।

১৪.৪ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আপত্তি:

২০১২-১৪ নিরীক্ষা বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্যাসেন্জার লিফট ক্রয়ে প্রাক্কলিত মূল্যের ৪৬% উর্ধ্বে দর হওয়া সত্ত্বেও পুন:দরপত্র আহবান না করায়, কিছু মালামালের ক্ষেত্রে উম্মুক্ত দরপত্রের পরিবর্তে সরাসরি পদ্ধতিতে এবং কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে মালামাল ক্রয় করায় আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ নিরীক্ষা বছরের মালামাল প্রাপ্তির পূর্বেই মালামাল গ্রহণ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার পর বাপেক্সের নিজস্ব তহবিল হতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে ফেরৎ প্রদান করায় অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে।

১৫। **<u>সুপারিশ:</u>**

১৫.১ বাপেক্স ভবনের যথাযথ অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বাপেক্স প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কারিগরি জনবল নিয়োগের ও বাজেট সংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ ১৪.১)

১৫.২ বাপেক্সের অনুকূলে অবিলম্বে জমিসহ ভবন হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বাপেক্স বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ ১৪.২)

১৫.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময় যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অংগসমূহ ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেষ্ট হতে হবে। ডিপিপি ও আরডিপিপি'র অনুমোদন প্রক্রিয়া যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে সম্পন্নকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্নক প্রচেষ্ট গ্রহণ করা আবশ্যক; (অনুচ্ছেদ ১৪.৩)

১৫.৪ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/বাপেক্স বাণিজ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সকল আপত্তি যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ ১৪.৪)

১৫.৫ সুপারিশ অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৪ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা **যথাশীঘ্র আইএমই** বিভাগকে অবহিত করতে হবে।